হৃষিকেশ সাহা স্মৃতি
মেধা উৎসব ২০১৯
রবীন্দ্র ভবন, হল ২
৩রা আগস্ট, সন্ধ্যা ৬টা থেকে
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আমন্ত্রণপত্র পাওয়া যাচ্ছে আগরতলা শোরুমে

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৫ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 1 August 2019 ■ আগরতলা, ১ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ১৫ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পঞ্চায়েতনির্বাচনের ফলাফল ঘিরে বিজেপি-আইপিএফটি সংঘর্ষ

কল্যাণপুরে, কৈলাসহরে জমায়েতেপুলিশের লাঠিচার্জ, আহত ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। ফলাফলকে ঘিরেও কল্যাণপুর শরিকি সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়েছে ও কৈলাসহরে। আজ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরপরই শরিকি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে খোয়াই জেলার কল্যাণপুরে। পঞ্চায়েত উপনির্বাচনে কল্যাণপুর বিধানসভা এলাকায় পশ্চিম দ্বারিকাপুর গাঁও সভায় দখল নিয়েছিল আইপিএফটি দল। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে শরিক দল আইপিএফটির হাত থেকে ওই গাঁওসভাটি ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি। এনিয়েই সংঘর্ষের সূত্রপাত।

অভিযোগ, আইপিএফটির কিছু উত্তেজিত কর্মীসমর্থক বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা চালিয়েছে। শুধু তাই নয় গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে। হামলার ঘটনায় এক বিজেপি কর্মী গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। তার নাম তরুণ দেবনাথ। তাকে প্রথমে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন চিকিৎসকরা।

কৈলাসহরে ভোট গণনা কেন্দ্রে সংঘর্ষের পর নিরাপত্তা কর্মীদের টহলদারী। বুধবার তোলা নিজস্ব ছবি।

স্থানীয় বিজেপি নেতার কথায়, আইপিএফটি সমর্থকরা টিআর-০১-এজি-০৫৩০ নম্বরের মারুতি গাড়িটি ভাঙচুর করেছেন। এদিকে, সংঘর্ষের ঘটনার খবর পেয়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা দ্রুত পশ্চিম দ্বারিকাপুর গাঁওসভায় ছুটে যান। এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। ফের যেকোন সময় শরিকি সংঘর্ষ আরও চরম আকার ধারণ করতে পারে বলে আশঙ্কা করছে পুলিশ। খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, পুলিশ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তাছাড়া, পরিস্থিতির উপর কড়া নজরদারি রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, কল্যাণপুর বিধানসভা এলাকায় জেলা পরিষদের ৭/৮ ও ৯নং আসনে এবং পশ্চিম দ্বারিকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ টি আসনে এবং দ্বারিকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪টি আসনে বিজেপি প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হয়। পঞ্চায়েত সমিতির ২টি আসনেও বিজেপি প্রার্থীরাই জয়ী হয়েছেন। এই এলাকায় আইপিএফটির শক্ত ঘাটি রয়েছে। তা সত্ত্বেও পঞ্চায়েত নির্বাচনে আইপিএফটিকে সূচনীয় ভাবে পরাজিত করে বিজেপি জয়ী হওয়ায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ওই এলাকা। আইপিএফটি কর্মী সমর্থকরা বিজেপির এই জয় সহজেই মেনে নিতে পারছেননা। বিজেপি পরিকল্পিতভাবে রিগিং করে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছন স্থানীয় আইপিএফটি নেতৃবৃন্দ। অবশ্য বিজেপি এই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে।

এদিকে, আজই বিজেপির বিপুল জয়ে কল্যাণপুরে বিজয় মিছিল করা হয়েছে। মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, যুব নেতা সুমেন গোপ প্রমুখ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পার্কিং ঘিরে আইজিএম চত্বরে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। পার্কিং করাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড রাজধানীর আইজিএম হাসপাতালের সন্মুখে। ঘটনার বিবরণে জানাযায় এইদিন আইজিএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক রোগীর জন্য ঔষুধ নিয়ে আসে তার পরিবারের এক সদস্য।

সে আইজিএম হাসপাতাল চত্বরে স্কুটি পার্কিং করার জায়গা না পেয়ে হাসপাতালের সন্মুখে রাস্তার অপর পাশে এক দোকানের সন্মুখে স্কুটিটি পার্কিং করে হাসপাতালে যায়। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে স্কুটির কাছে আসতেই ঐ ব্যক্তিকে গালিগালাজ করতে থাকে দোকান মালিক। এইনিয়ে দোকান মালিক ও ঐ ব্যক্তির মধ্যে বাকযুদ্ধ শুরু হয়। একটা সময় তারা একে অপরের উপর হামলে পড়ে। পরবর্তী সময় স্থানীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বামাল তিন চোর আটক আমবাসায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। সামগ্রী নিয়ে পালানোর সময় ট্রাফিক পুলিশের হাতে আটক তিন চোর। ড্রাগসের নেশায় আসক্ত যুব সমাজ ধ্বংসের পথে। নেশা সামগ্রী ক্রয়ের জন্য এখন চুরির পথ বেছে নিয়েছে নেশাখোররা।যার ফলে আমবাসা থানা এলাকায় সম্প্রতি চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে আমবাসা মহকুমার পাইজাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা দীপক দেবের বাড়িতে থাবা বসায় চোরের দল। ঘরের জানালা ভেঙ্গে ঘর থেকে টিভি এবং মোবাইল চুরি করে নিয়ে যায় চোরেরা। এদিকে বুধবার সকালে আমবাসার ট্রাফিক পুলিশ রুটিন চেকিং এর সময় একটি গাড়িতে করে যাওয়া তিনজন ছেলেকে দেখে সন্দেহ হয়। তাদের কে জিজ্ঞাসাবাদ করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত নির্বাচনে অধিকাংশ আসনে ফুটেছে পদ্মফুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। পঞ্চায়েত নির্বাচনেও ত্রিপুরায় বিজেপির জয়জয়কার হয়েছে। এখনও সব আসনে ফলাফল ঘোষণা হয়নি। তবে, অধিকাংশ আসনে বিজেপি প্রার্থী জয়লাভ করেছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুসারে এখন পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩টি কংগ্রেস এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে ১টি নির্দল প্রার্থী জয়লাভ করেছে। বাকি আসনে বিজেপি-র আধিপত্য আবারও প্রমাণিত হয়েছে।

আজ সকাল ৮টা থেকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণনা শুরু হয়েছে। সারা রাজ্যে ৩১টি গণনা কেন্দ্রে গণনা হচ্ছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব প্রসেঞ্জিত ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, আজ গভীর রাত পর্যন্ত গণনা চলবে। এমনকি, পুরো গণনা সমাপ্ত হতে আগামীকাল সন্ধ্যা হয়ে যাবে। কারণ, প্রচুর ভোট গণনা এখনও বাকি রয়েছে। তাছাড়া, রিটার্নিং অফিসার আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা না করা পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত ৫৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫৬টি বিজেপি ও ৩টি কংগ্রেস, ১৫টি পঞ্চায়েত সমিতিতে ১৪টি বিজেপি ও ১টি নির্দল এবং ৪৮টি জিললা পরিষদে সবকটি বিজেপি জয়ী হয়েছে।

এদিকে, জেলাভিত্তিক প্রাপ্ত খবরে নির্বাচনের ফলাফলের আরো তথ্য মিলেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে পশ্চিম জেলার পুরাতন আগরতলা ব্লকের জিলা পরিষদের ৩টি আসনের ভোট গণনায় বিজেপি প্রার্থী শিউলি দাস (সিনহা), কৃষ্ণজিৎ দাস এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইএমএ আহুত ধর্মঘটের প্রভাব পড়েনি রাজ্যে চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। আইএমএ আহূত ২৪ ঘন্টার ধর্মঘটে কোনও প্রভাব পড়েনি রাজ্যে। রাজ্যের সমস্ত হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে চিকিৎসকরা চিকিৎসা পরিষেবা চালু রেখেছেন। মূলত, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন বিল-২০১৯-এর প্রতিবাদে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর সারা দেশব্যাপী ২৪ ঘন্টা ধর্মঘটের প্রভাব ত্রিপুরায় ফেলতে পারেনি।

এ-বিষয়ে আইএমএ ত্রিপুরা শাখার সাধারণ সম্পাদক ডা, সৌভিক দেববর্মা বলেন, রাজ্যে সারা দেশের সাথে সাযুজ্য রেখে ধর্মঘট পালিত হচ্ছে না। তবে, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন বিল আমরা আংশিক সমর্থন করি। গতকাল আইএমএ ত্রিপুরা শাখার সদস্যরা এ-বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা করেছেন, জানান তিনি।

ধর্মঘট সম্পর্কে ডা, সৌভিকের দাবি, খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে রাজ্যের সমস্ত চিকিৎসকদের এ-বিষয়ে জানানো সম্ভব হয়নি। তাই, এবার আমরা ধর্মঘটে শামিল হয়নি, বলেন তিনি। তবে, ওই বিলের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন করে না আইএমএ ত্রিপুরা শাখা, জানান তিনি।

আইএমএ এই বিলের বিরোধিতায় দেশব্যাপী ধর্মঘটকে সংগঠনের ত্রিপুরা শাখা সমর্থন করেছে। তবে, ওই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলের অপচয় রোধ করার জন্য পুর ও নগর এলাকায় বাড়ছে কর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। জলের অপচয় রোধে বাড়ছে জল কর। তাই পুর নিগমের জল কর সংক্রান্ত রুলস সংশোধনে রাজ্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। তাতে পুর এলাকায় ৫০ হাজার লিটার জলের জন্য প্রতিমাসে ৩০ টাকার বদলে ১০০ টাকা এবং নগর এলাকায় ২০ টাকার বদলে ৭০ টাকা কর দিতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, ২০টি নগর সংস্থা এলাকায় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। সেখানে মিটার বসানো হবে। তিনি বলেন, আপাতত নগর এলাকায় ২ লক্ষ ২৩ হাজার ১৭৭টি বাড়ি রয়েছে। তাদের মধ্যে ৮১ হাজার ৯৪৩ টি বাড়ি বিপিএল ভুক্ত এবং ৯ হাজার ৭৭১ টি বাড়ি অন্তদ্যোয় ভুক্ত। অবশিষ্ট বাড়ি গুলি এপিএল ভুক্ত।

তিনি জানান, ১৯৯৯ সালে পুর নিগম জলের জন্য রুলস তৈরি করেছিল। এরপর থেকে ওই রুলস সংশোধন হয়নি। তাই, এবার জল কর সংগ্রহে রুলস সংশোধনীতে রাজ্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। তিনি বলেন, তাতে জল কর পুর ও নগর এলাকায় বাড়ানো হবে। তিনি জানান, প্রতি মাসে ৫০ হাজার লিটার পর্যন্ত জল ব্যবহারের পুর এলাকায় ৩০ থেকে বাড়িয়ে ১০০ টাকা এবং নগর এলাকায় ২০ থেকে বাড়িয়ে ৭০ টাকা কর ধার্য্য করা হবে। তাঁর দাবি, জল সরবরাহে প্রচুর টাকা খরচ হচ্ছে। এরই সাথে পাল্লা দিয়ে জলের অপচয় মারাত্মক ভাবে করছেন পুর ও নগরবাসী। তাই, জল ব্যবহারে কর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, ২০ টি নগর সংস্থায় ৪হাজার ৬৭১টি হাইড্রেন প্ল্যান্ট রয়েছে। তাছাড়া, ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পরিচালনা ও সংস্কারে প্রচুর টাকা খরচ হচ্ছে। ফলে, ওই কর বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তিনি জানান, ২০টি নগর সংস্থায় সাড়ে আট লক্ষ বাড়ি রয়েছে। গত অর্থ বছরে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৩৭ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে জলকর বাবদ ২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হয়েছে। অথচ, জল সরবরাহেপরিচালনা এবং সংস্কার খাতে সংগ্রহিত রাজস্বের ৮৬ শতাংশ অর্থ খরচ হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, রাজ্য সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর অটল জলধারা মিশন প্রকল্পে জলের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। পুর নিগম এলাকায় ৬২ হাজার ৫৩টি জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এদিকে, পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহে ১০০০ লিটার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্তব্যে গাফিলতি মহিলা পুলিশ এসআই সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। কর্তব্যে গাফিলতি ও অবহেলার দায়ে এক মহিলা পুলিশ কর্মীকে বরখাস্ত করেছেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার। বরখাস্তকৃত পুলিশ কর্মীর নাম দীপাঞ্জনা সিনহা। তিনি উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর থানায় সাব-ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন।

এ-বিষয়ে উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ২০০৮ সালে ঊনকোটি জেলায় দীপাঞ্জনা সিনহা সাব-ইন্সপেক্টর পদে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু, চাকরির শুরুর দিন থেকে কোনও দায়িত্ব তিনি ঠিকমতো পালন করেননি। পুলিশ সুপারের কথায়, ঊনকোটি জেলা থেকে বদলি হয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় কাজে যোগ দেওয়ার সময় দীপাঞ্জনা সিনহা ১০টি মামলার তদন্ত সমাপ্ত করেননি। শুধু তা-ই নয়, ওই মামলাগুলি তিনি কাউকে হস্তান্তর না করেই উত্তর ত্রিপুরায় কাজে যোগ দেন।

ভানুপদবাবুর বক্তব্য, কর্তব্যে গাফিলতিতে এখানেই থেমে থাকেননি দীপাঞ্জনা সিনহার। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় কর্মরত অবস্থায় তাঁকে আটটি মামলার তদন্তভার দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে পাঁচটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা ছিল। কিন্তু, একটি মামলারও তিনি তদন্ত করেননি। তাই তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্নাও কান্ড ঃ আগরতলায় যুব কংগ্রেসের মৌন মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুখে বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও স্লোগান দিলেও বাস্তবে তার উল্টো হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে যোগীর রাজত্বে এক দলিত মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করেছেন বিজেপি-র এক বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গার। ওই মেয়ের পরিবারের সদস্য-সহ তাদের আইনজীবিকে পরিকল্পিতভাবে খুনের চেষ্টা চালিয়েছে বিধায়কের দলবল। এই হচ্ছে মোদীর স্লোগানের বাস্তব অবস্থা। তাদের সাংসদ, বিধায়করা একের পর এক ধর্ষণ-সহ নির্যাতনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন। দেশের অবস্থা একেবারে করুণ, মা বোনদের নিরাপত্তা আজ মোদী ও তার সঙ্গীসাথীদের কারণে বিপন্ন। এই অভিযোগ ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি সুশান্ত চক্রবর্তী।

উত্তরপ্রদেশের এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে আজ বুধবার সন্ধ্যায় মোমবাতি হাতে নিয়ে মৌন মিছিলের আয়োজন করে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস। মিছিলটি কংগ্রেস ভবনের সামনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানহানির মামলায় অব্যাহতি পেলেন মন্ত্রী রতন নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। সিপিআইএম নেতা গৌতম দাসের মানহানি মামলায় অভিযুক্ত প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা তথা বর্তমান মন্ত্রী রতনলাল নাথকে আদালত অব্যাহতি দিয়েছে। মানহানি মামলায় কোনও তথ্য-প্রমাণ তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে প্রমাণিত হয়নি। তাই, আজ অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতের বিচারক সর্বজিৎ চৌধুরী ওই মামলা নিস্পত্তি করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সিপিএম-এর কোনও অবদান ছিল না, তবুও তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার সে-দেশের সম্মাননা নিজেদের প্রাপ্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সেই সম্মাননা নিজে গ্রহণ করেছিলেন। রাজ্যের অবদান নয়, নিজেদের অবদান ছিল, এই দাবিতে তিনি ওই সময় বাংলাদেশের সম্মাননা গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন বিরোধী দলনেতা তথা বর্তমান মন্ত্রী রতন লাল নাথ এই অভিযোগ করেছিলেন। সাথে তিনি আরও বলেছিলেন, সিপিএম নেতা গৌতম দাসের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ রয়েছে। কারণ, তিনি প্রায়ই বাংলাদেশে যাতায়াত করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারকে ভুল বুঝিয়ে ওই সম্মাননার ব্যবস্থা করেছিলেন। ওই সমস্ত বিষয় সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরেছিলেন রতন লাল নাথ। এর পরই সিপিএম নেতা গৌতম দাস রতন লাল নাথ এবং স্থানীয় এক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করেছিলেন।

২০১২ সালে গৌতম দাস তাঁদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিলেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গণনা হয় বুধবার। আগরতলার কাছে ডুকলীতে তোলা নিজস্ব ছবি।

ইভিএম বিরোধী আন্দোলনে নামছেন মমতা ও রাজ ঠাকরে

কলকাতা, ৩১ জুলাই ।। ব্যালট ফেরানোর দাবি নিয়ে এবার মুম্বাইতে মিছিলে হাঁটবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ নবান্নে বৈঠকের পর রাজ ঠাকরে জানান মুম্বাইয়ের রালিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমকে । সেকথা স্বীকারও করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বুধবার নবান্নে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা প্রধান রাজ ঠাকরে । ইভিএম বিরোধী আন্দোলনকে কীভাবে সংঘটিত করা যায় তা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে রাজ ঠাকরের ।ইভিএম বিরোধী আন্দোলনকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবেন, এই নিয়ে দুজনই সহমত পোষণ করেছেন ।

নবান্নে বৈঠক শেষে রাজ ঠাকরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, তিনি অনেক আগে থেকে ব্যালটের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে বলে আসছেন । কোনও উন্নত দেশে ইভিএম নেই । ভারতবর্ষেই শুধু ইভিএম চালু আছে । মুম্বই গিয়ে তিনি ইভিএম বিরোধী মিছিল করবেন । সেই মিছিলে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে চান ।

এদিন রাজ ঠাকরে বলেন, ইভিএম, ভিভিপ্যাট নয় দেশজুড়ে গণতন্ত্র রক্ষা করতে ব্যালটে হোক ভোট। দেশজুড়ে সঙ্কটে দাঁড়িয়ে গণতন্ত্র। সেই সঙ্কটের একটি দিক হল ইভিএম-এ নির্বাচন। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে গত ২১ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী শহিদ দিবসের সভা থাকে ইভিএম নয় ব্যালট চাই, এই দাবিতে সরব হয়েছেন। সেই দাবিকে আরও জোরাল করতে আগামী ২১ অগাস্ট মহারাষ্ট্রে একটি সভা ডেকেছে মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা। তিনি জানান, 'ইভিএম নিয়ে সবার মধ্যেই একটা আশঙ্কা তৈরি হয়েছে । সমস্ত উন্নত দেশ ইভিএম ছেড়ে ব্যালটে ভোট করানোর পক্ষে হেঁটেছে । আমাদেরও সেই পথেই হাঁটা উচিত। গণতন্ত্রকে বাঁচানোর জন্য একসঙ্গে লড়াই করা উচিত'।

পাশাপাশি রাজঠাকরে বলেন, ইভিএম নয় ব্যালটে ভোট এই প্রসঙ্গে ইতোমধ্যে তিনি কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী, নেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছেন। আগামী দিনে তিনি দেশের অন্য সব অবিজেপি দলের নেতাদের সঙ্গেও দেখা করে কথা বলবেন। যদিও এই বিষয়ে তিনি আদালতের স্বারস্থ হবেন কি না সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে রাজ ঠাকরের সাফ জবাব, দেশের আদালত ও নির্বাচন কমিশনের ওপর তিনি বিশ্বাস ও আস্থা দুই হারিয়েছেন।

রাজ ঠাকরে যখন সাংবাদিকদের এই সমস্ত কথা বলছেন, তখন পাশে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ই-রিকশা নিয়ে শাসক-বিরোধী তরজা

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনার আবেদন প্রাক্তন মন্ত্রীর
বেআইনি কিছুই বরদাস্ত করা হবে না, জানালেন পরিবহণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। ই-রিকশা নিয়ে শাসক-বিরোধী তরজার লড়াই চরমে উঠেছে। তবে, রাজ্য সরকার ই-রিকশা চালকদের বিরুদ্ধে নয়, আশ্বস্ত করেছেন পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। কিন্তু, বেআইনিভাবে ই-রিকশা চলাচলে বিধিনিষেধে কোনও বদল করা হবে না বলে সাফ জানিয়েছেন তিনি।

১ আগস্ট থেকে অনুমোদনহীন ই-রিকশায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ত্রিপুরা সরকার। ফলে, এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে ই-রিকশা চালকদের মধ্যে। তাঁদের বক্তব্য, রাজ্য সরকার ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছে, তাই ডিলারদের কাছ থেকে ই-রিকশা ক্রয় করেছেন তাঁরা। ওই ই-রিকশায় অনুমোদন রয়েছে কিনা তা তাঁরা যাচাই করেননি। কারণ, এই সব আইনি বিষয়গুলি রাজ্য সরকারই খতিয়ে দেখে। ই-রিকশা চালকদের বক্তব্য, বাম জমানায় এমন কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি। তাছাড়া, অনুমোদনহীন ই-রিকশা বিক্রেতাদের বিরুদ্ধেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। তাই, এখন তাঁদের বিকল্প ব্যবস্থা করে তবেই এ-ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করুক রাজ্য সরকার।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী মানিক দে বলেন, ই-রিকশার ব্যাপারে ২০১৪ সালে ত্রিপুরা সরকার একটি রুলসতৈরি করেছিল। কিন্তু, পরবর্তী সময়ে দিল্লি হাইকোর্টের মামলার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার মোটর ভেহিক্যাল অ্যাক্টের অধীন অন্তর্ভুক্ত করে ই-রিকশাকে। ফলে, রাজ্যের ওই রুলস বাদ দেওয়া হয়। তিনি বলেন, পূর্বতন সরকারের আমলে অনুমোদনহীন ই-রিকশা বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। তিনজনকে গ্রেফতারও করেছিল পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ।

তাঁর দাবি, অনুমোদনহীন ই-রিকশা বিক্রিতে পূর্বতন সরকার কখনও উৎসাহিত করেনি। কিন্তু, প্রচুর বেকার এই ই-রিকশার সাথে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছেন। তাতে, তাঁদের রোজগার হচ্ছে। তাই, আইনি বিধান মেনে ওই ই-রিকশা চালকদের জন্য পথ খুঁজে বের করা হোক, আবেদন জানান মানিক দে। তাঁর বক্তব্য, আইনে পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধন প্রয়োজনের ভিত্তিতে সরকারই করে থাকে। ফলে, অনুমোদনহীন ই-রিকশার জন্য এখন যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তার স্থায়ী সমাধান খঁজে বের করা খুবই জরুরি। তাঁর কথায়, কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের সরকার রয়েছে। ফলে, আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান বের করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। তাঁর আবেদন, সহানুভূতির সাথে এই বিষয়টি বিবেচনা করা হোক। সাথে যোগ করেন, রাজ্য সরকার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি দেখবে বলে তাঁর বিশ্বাস।

এদিকে ত্রিপুরা সরকারের পরিবহণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৯১ ▫ ১ আগস্ট ২০১৯ ইং ▫ ১৫ শ্রাবণ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

মধ্যযুগীয় প্রথার অবসান

ভারতের সংসদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবার ঘটনা। তিন তালাক বিল রাজ্যসভাতেও পাশ হইয়া গেল গত মঙ্গলবার। এখন তিন তালাক আইনের চোখে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসিবার পরে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের মুকুটে সাফল্যের নতুন পালক সংযোজিত হইল। রাজ্যসভায় সরকারপক্ষ তথা বিজেপির সংখ্যা গরিষ্ঠতা না থাকা সত্বেও একই দিন তিন তালাকের মত বিল পেশ করিয়া পাশ করানোর ঘটনা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। প্রথমবারের মোদি সরকারের আমলে লোকসভাতে দুইবার তিন তালাক বিল পাশ হইলেও বিরোধীদের তুমুল আপত্তির জেরে রাজ্যসভাতে বিলটি মুখ থুবড়াইয়া পড়ে। রাজ্যসভায় সরকার সংখ্যালঘু সত্বেও এই বিল পাশের মধ্য দিয়া একটি প্রগতিশীল ধ্যানধারনাই জয়যুক্ত হইয়াছে। অন্ধ ধর্মীয় আনুগত্য আমাদের সমাজ সংসারকে অনেক পিছনে ঠেলিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি খুবই সঙ্গত কথা বলিয়াছেন। তাঁহার কথায়, 'মধ্যযুগীয় এক প্রথা অবশেষে ইতিহাসের ডাস্টবিনে চলিয়া গেল। মুসলিম মহিলাদের উপর ঐতিহাসিক ভাবে যে অন্যায় হইতেছিল তিন তালাক প্রথা বিলোপ করিয়া তাহা সুরাহা করিল সংসদ।' ভারতের রাজনীতিতে এখন চলিতেছে ধর্মীয় তোষণ। কেউ অতিমাত্রায় হিন্দু তোষণ কেউ মুসলিম তোষণের রাজনীতি চালাইয়া যাইতেছেন। আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ বলিয়া ধর্মের নামে চলা অন্যায়কে দিনের পর দিন মানিয়া নিতে হইবে কেন? বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই ভারতের প্রাণশক্তি।

রামায়ণ মহাভারতের দেশ ভারত। এখানে যুগ যুগ ধরিয়া মুণি ঋষিরাই ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন থাকিয়াছেন। দেবভূমি হিমালয়ের টানে কত পূণ্যার্থী অবগাহন করিতেছেন তাহার ইয়ত্বা নাই। সত্যিই পূণ্যভূমি এই ভারত। কবির ভাষায় মহামানবের এই সাগর তীরে। ভারত আত্মার বিশালত্ব পরিমাপ করা কঠিন। এখানে ধর্মের নামে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হইবে না। মুসলিম শরিয়ত আইনে পুরুষ তিনবার তালাক উচ্চারণ করিলেই স্ত্রী বিবাহবিচ্ছিন্না হইয়া যাইতেন। এই প্রথা কঠোর ভাবে নিন্দনীয়। এই তিন তালাককে ধর্মীয় অনুশাসনে রাখা হইয়াছে। তাই ধর্মে হাত পড়িবে, ভোটের বাক্সে প্রভাব পড়িবে এই আতংকে বিভিন্ন দল এই অন্যায় তিন তালাকের বিরুদ্ধে কথা বলিতে সাহসী হন নাই। পাশে সংখ্যালঘু ভোট হারাইতে হয় এই ভীতিই কার্য্যত কাজ করিয়াছে। তিন তালাক বিল কার্য্যত মুসলীম মহিলাদের নির্মম পরাধীনতার শৃংখলে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। পুরুষ শাসিত সমাজে মুসলিম মহিলাদের এই অনিশ্চয়তা বারবার তাড়া করিত। এই ক্ষেত্রে পারিবারিক সুদৃঢ় বন্ধন থাকিতে পারে না। পুরুষদের মর্জি, তাহাদের অত্যাচারে যুগ যুগ ধরিয়া মুসলিম মহিলারা নিষ্পেষিত হইয়াছেন। এখনও অন্ধ ধর্মীয় গোঁড়ামী আছে। তবে, একথা সত্যি যে, শিক্ষার আলো যাহারা পাইতেছেন সেই সব মুসলিম জনগোষ্ঠী অন্ধ ধর্মীয় গোঁড়ামী হইতে মুক্ত হইতে চাহিতেছেন।

একথা অনেক বেশী সত্যি যে, আজ আমাদের দেশে মুসলিম মহিলারা বোরখা পরিয়া থাকেন। ইহার বিরুদ্ধে কিন্তু মহিলারাও সোচ্চার নহেন। মুসলিম মহিলদের গৃহবন্দী বা পর্দাসীন করিয়া রাখিবার মধ্যেই নারী মুক্তি নহে নারী বন্দীর নজিরই থাকিয়া যাইতেছ। মুসলমান নারীদের এই বন্দী দশা হইতে মুক্তির আন্দোলন তো নাই। এই বোরখা প্রথাও হয়ত মুসলীম ধর্মীয় অনুশাসনেরই অঙ্গ। আজ আমাদের প্রগতিশীল চিন্তানায়কদের এক্ষেত্রে মুসলীম নারীদের মুক্তির লক্ষ্যে সোচ্চার হইবার পথে অগ্রসর হইতে দেখা যাইতেছে না। পৃথিবী আগাইতেছে। রাষ্ট্রের অনেক বড় দায়িত্বে আজ মহিলাদের জয়জয়কার লক্ষ্যনীয়। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই মুসলীম মহিলারা পিছাইয়া থাকিতে পারেন না। শুধু তিন তালাকই নহে। মুসলীম হিন্দু বলিয়া কথা নহে। যে ধর্মে অন্ধ কুসংস্কার আছে, ধর্মের নামে অযৌক্তিক আচার আচরণ আছে তাহা খতাইয়া দেখিয়া বর্জনের পথ তৈরী করিতে হইবে। ধর্মের নামে অধর্ম কোনও মতেই বরদাস্ত করা উচিত হইবে না। যেখানে ধর্মের নামে অধর্মের অত্যাচার চলিবে সেখানেই সকলকে তাহা প্রতিরোধে কার্য্যকর ব্যবস্থা নিতে হইবে। তিন তালাক বিল সংসদে পাশ করাইয়া মোদি সরকার দেশ জুড়িয়া অভিনন্দন কুড়াইয়াছেন। একটি মধ্যযুগীয় প্রথা বাতিল করিয়া মুসলীম মহিলাদের পায়ে পরানো বেড়ি উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল বলা যাইতে পারে। এখন তিন তালাক দিলেই স্বামীর জেল জরিমানা। তবু, আশংকা থাকিয়া যায় যে, এই আইনের ফাঁক গলাইয়া মুসলীম নারীরা বিড়ম্বিত হইবেন কিনা। আইন প্রণয়ন হইলেই দায়িত্ব শেষ হইয়া যায় না। এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ হইতেছে কিনা, মুসলীম নারীরা কতখানি নিরাপদ তাহার অনুসন্ধানও জরুরী। দেশের নারী জাগরণের ইতিহাসে তিন তালাক আইনও একটি মাইলস্টোন বলা যাইতে পারে। যে আইন মহিলাদের সামনে আরও বেশী অধিকার বোধ তৈরীর ক্ষেত্রে সহায়ক হইতে পারে।

নেপালের নুয়াকোটে ওয়ার্ড অফিসে বিস্ফোরণ, মকবানপুরে উদ্ধার সন্দেহজনক বস্তু

কাঠমাণ্ডু, ৩১ জুলাই (হি.স.): নেপালের নুয়াকোট জেলায় জোরালো বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ওয়ার্ড অফিসউ বুধবার সকালে ওার্ড অফিসে জোরালো বিস্ফোরণ হয়উ সেই সময় ওয়ার্ড অফিসে কেউ উপস্থিত ছিলেন না, তাই হতাহতের কোনও খবর নেইউ কী কারণে বিস্ফোরণ তা খতিয়ে দেখা হচ্ছেউ তবে, বিস্ফোরণের জেরে ওয়ার্ড অফিসের ভিতরে থাকা সমস্ত জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছেউ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজনউ পুলিশ এই বিস্ফোরণের কারণ খতিয়ে দেখছে।

শুধুমাত্র নুয়াকোটের ওয়ার্ড অফিস নয়, নেপালের মকবানপুর জেলায় দু'টি গাড়ি আক্রমণের কবলে পড়েউ এছাড়াও মকবানপুর জেলার হেতৌড়ার চারটি জায়গা থেকে উদ্ধার করা হয় সন্দেহজনক বস্তুউ খবর পাওয়া পর ঘটনাস্থলে পৌঁছে সন্দেহজনক বস্তুগুলি খতিয়ে দেখে আর্মির বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড।

২৫ হাজার স্কুল পড়ুয়ায় মাদকাসক্ত, রাজ্যসভায় চাঞ্চল্যকর দাবি টি সুব্বারাম রেড্ডি

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.) : মাদকাসক্তির প্রবণতা দেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যে মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বুধবার পরিসংখ্যান তুলে ধরে এমনই দাবি করেছেন রাজ্যসভার সাংসদ টি সুব্বারাম রেড্ডি। এদিন রাজ্যসভায় জিরো আওয়ারে টি সুব্বারাম রেড্ডি জানিয়েছেন, দিল্লির ২৫ হাজার স্কুল পড়ুয়া মাদকাসক্ত। এই প্রবণতা কমানোর জন্য যে সরকারি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তা কোনও ভাবেই ফলপ্রসূ হয়নি। খুব সহজেই মাদকজাত দ্রব্য নাবালকদের হাতে নাগালে পৌঁছিয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র দিল্লিতে নয় গোটা উত্তর ভারতে একই ছবি দেখা দিয়েছে। বিষয়টি ইতিমধ্যে অবগত করানো হয়েছে রাজস্থান, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড এবং হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদের। পাকিস্তান এবং নাজিরিয়া থেকে পাচার হয়ে মাদক দ্রব্য ভারতে আসছে। মাদক বিরোধী অভিযান চালানোর জন্য এনআইএ এবং অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন টি সুব্বারাম রেড্ডি।

অন্যদিকে অবৈধ অঙ্গ পাচার রোধ করা নিয়ে এদিন সরব হন সাংসদ প্রভাকর রেড্ডি, ভেমি রেড্ডি। এই দুই সাংসদ জানিয়েছেন, অবৈধ ভাবে কিডনি, লিভার, হৃদযন্ত্র পাচার করা হচ্ছে। পাচারকারী রাষ্ট্র হিসেবে ভারত এক নম্বরে রয়েছে। এতে চিকিৎসকেরাও জড়িত বলে জানিয়েছেন তারা।

দলত্যাগে সদস্য পদ খোয়াতে আইন খুব জরুরী

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

পরপর কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল। দেশের রাজনীতি কিছুটা টগবগ করে থিতিয়েও গেল। নরেন্দ্র মোদির সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতাসীন হওযার পর এই দ্রুত থিতিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়মিত ঘটে চলেছে। গণতন্ত্রে যাকে বলে 'ব্রুট মেজরিটি', সেটাই এর কারণ। বিরোধীদের দম কমে গিয়েছে। কোনও ঘটনা নিয়ে দীর্ঘ সময় রাজনীতি করার ক্ষমতা তাঁদের এখন নেই, হুট করে লোকসভা বা রাজ্যসভার অভিবেশন বানচাল করার মুরদও শেষ। লোকসভার স্পিকার তাই দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলতে পারেন, কোনওভাবেই সভা মুলতবি করা হবে না। বলা ভাল, কোনও ঘটনা বা কোনও প্রতিবাদ কতটা গুরুত্ব পাবে ও কীভাবে পাবে---ইদানীং সেটাও নির্ভর করছে সরকার ও শাসক দলের মর্জির উপর। মোদির সেকেন্ড ইনিংসে এটাই দস্তুর।

একটা ঘটনা হল, প্রধানমন্ত্রীকে লেখা দেশের ৪৯ জন বিশিষ্ট নাগরিকের প্রতিবাদপত্র, যাতে ধর্মের নামে গণপিটুনি ও হত্যা বন্ধের আরজি জানানো হয়। খবরটা প্রচারিত হওয়ার দিন দুয়েকের মধ্যে পালটা খোলা চিঠি লিখলেন ৬২ ন বিশিষ্ট মানুষ। সেই চিঠিতে সমালোচনা করা হল ৪৯ জনের মানসিকতার, তাঁদের 'একচোখোমি'-র, বেছে বেছে প্রতিবাদী হওয়ার, ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষতার এবং সহ ধরনের ঘটনার প্রতিবাদ না-করার। শুধু তাই নয়, প্রবল বিরক্তি ঝরানো হল ওই ৪৯ জন এবং, তাঁদের সঙ্গে যাঁরা সহমত তাঁদের বিরুদ্ধে। কারণ, তাঁরা বিদেশের কাছে দেশকে খাটো করে তুলেছেন। দেশের মাথা উঁচু করে রাখতে প্রধানমন্ত্রী যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন, তা তাঁরা নষ্ট করতে চান। ওই প্রতিবাদেই ব্যাপারটা শেষ হল না, জানা গেলি, চিঠিতে যাঁরা সই করেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্যে মামলা করা হয়েছে ও হচ্ছে।

সংসদীয় অধিবেশন চলছে এখন। বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইড় সংশোধন করা হল। একটা তথ্য জানার অধিকার (আরটিআই) আইন। অন্যটা 'ইউএপিএ' আইনের সংশাধন। বিরোধীরা তাঁদের শক্তি অনুযায়ী প্রতিরোধ করে ব্যর্থ হল। কেন্দ্রীয় আরটিআই কমিশনার তো বটেই, রাজ্যের অধিকারও চলে গেল কেন্দ্রে হাতে। 'ইউএপিএ' আইন সংশোধনের মধ্য দিয়ে এবারথেকে সংগঠনের পাশাপাশি ব্যক্তি বিশেষকেও 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দেওয়া যাবে। গত কয়েক বছর ধরে 'আর্বান নকশাল' কথাটা বেশ চালু হয়ে গেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হেঁয়ালি না করে লোকসভায় জানিয়েছেন, এই মহলের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। বিরোধীরা বিভিন্ন বিল 'স্ট্যান্ডিং কমিটি' বা 'সিলেক্ট কমিটি'-তে পাঠানোর আরজি জানিয়ে ব্যর্থ। খুঁটিয়ে সবদিক বিবেচনা না করে এইভাবে 'তড়িঘড়ি' বিল পাঠানোর সমালোচনা, দেওয়ালে মাথা ঠোকার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু জনতার বিপুল রায়ে জয়ী দলের সরকার বুঝিয়ে দিচ্ছে, শাসক দলের ইচ্ছাই প্রথম ও শেষ কথা। বাদবাকি সব গৌণ।

এই অবস্থায় বিজেপি ফের কর্ণাটক দখল করে নিল। চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ৭৬ বছরের ইয়েদুরাপ্পা। ১৪ মাস আগের ভোটে বিজেপিই হয়েছিল একক গরিষ্ঠ দল। তাদের রুখতে কংগ্রেস আগুপিছু না ভেবে জোটে চলে গেল। 'ধর্মনিরপেক্ষ জনতা দল'-কে (জেডিএস) মুখ্যমন্ত্রিত্ব দিয়ে কোনওরকমে একটা জোড়াতালি ও নড়বড়ে সরকার খাড়া করল। শুরু থেকেই সেই জোট ও সরকার---উভয়ই ছিল ভঙ্গুর। পারস্পরিক আকচাআকচি ছিলনিত্য। বিজেপি তারই সুবিধা নিয়ে দল ভাঙিয়ে সরকার গড়েছে। রাজনীতির ধর্ম মেনে তারা যা করেছে, তা 'নৈতিক' না 'অনৈতিক'---সেই তর্ক, বৃথা। কেননা, দেশে এমন একটিও দল নেই যারা ওই ব্যাধি থেকে মুক্ত। সেই ব্যাধি গত অর্ধশতাব্দী ধরে ভারতীয় গণতন্ত্রকে ফোঁপরা করে দিয়েছে।

বিজেপি তাকেই হাতিয়ার করেতার রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণ করেছে। তবে এই কর্ণাটকী-কুনাট্য হুট করে খুলে দিয়েছে প্রবল এক সম্ভাবনার দরজা। রাজনৈতিক দল যা পারেনি, দেশের বিচার বিভাগ ও নির্বাচন কমিশন যদি তা পারে, তা হলে কঠিন ওই ব্যাধির হাত থেকে মুক্ত হতে পারে ভারতীয় গণতন্ত্র। এ এক মোক্ষম চ্যালেঞ্জ ও অভাবিত সুযোগ।

কর্ণাটক বিধানসভার স্পিকার কে আর রমেশ কুমার মোট ১৮ জন কংগ্রেস, জেডিএস ও নির্দলীয় পদত্যাগী বিধায়কের সদস্যপদ খারিজ করার পাশাপাশি ২০২৩ সাল পর্যন্ত (রাজ্য বিধানসভার পরবর্তী ভোট) তাঁদের উপনির্বাচনে দাঁড়ানোর অধিকারও হরণ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, শাস্তিপ্রাপ্ত বিধায়কদের আদালতে যাওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার তাঁরা প্রয়োগ করতে পারেন।

এতদ্দারা স্পিকার রমেশ কুমার বোঝাতে চেয়েছেন, দলত্যাগের মতো বিষ ঝেড়ে ফেলার প্রাথমিক দায়িত্বটুকু তিনি পালন করলেও বিচারবিভাগ তা সমর্থন করবে কি না, কিংবা নির্বাচন কমিশনকে এই বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দেবে কি না, তার উপরেই ঝুলে থাকছে এই প্রাচীন ব্যাধির বাঁচা-মরার প্রশ্ন। এটা এক দারুণ সুযোগ। শাস্তিপ্রাপ্ত বিদায়কদের কেউ কেউ ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। গণতান্ত্রপ্রিয় মানুষজনের দৃষ্টি এখন ওদিকেই ভারতীয় গণতন্ত্রে দলত্যাগের ইতিহাসের সঙ্গে 'আয়া রাম গয়া রাম' শব্দটি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। এই যে নিরন্তর আসা-যাওয়া, এর বয়সও ৫০ হয়ে গেল। এই অবসরে আজকের প্রজন্মকে এই গল্পটা একটু শোনানো উচিত বলে মনে করিছ। হরিয়ানা রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত ভগবত দয়াল শর্মা। ১৯৬৬ সালের নভেম্বর। পাঁচমাসের সমধ্যেই তাঁর সরকারের পতন ঘটে। সেই সময় পালওয়াল জেলার হাসানপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস বিদায়ক ছিলেন গয়া লাল। ১৯৬৭ সালের ওই টালমাটাল সময়ে তিনি একপক্ষ কালের মধ্যে তিন-তিনবার দল বদল করে বিখ্যাত হয়ে যান। কংগ্রেস থেকে জনতা পার্টি, তার পর ফের কংগ্রেসে এসে ন'—ঘণ্টারমধ্যে আবার জনতা পার্টির জোট সরকারে চলে গিয়েছিলেন। ফের যখন আবার তিনি কংগ্রেসে ফিরে আসেন, তখন কংগ্রেস নেতা রাও বীরেন্দ্র সিং গয়া লালকে চণ্ডীগড়ে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির করে বলেছিলেন, ইনিই সেই বিখ্যাত আয়া লাল গয়া লাল'। সেই 'আয়া লাল গয়া লাল' ক্রমে ক্রমে কালের নিয়মে 'আয়া রাম গয়া রাম' হয় দাঁড়ায়। বারবার দলবদলকারীরা পরিচিত ওই পরিচয়েই। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১, পাঁচ বছরে ভারতীয় সংসদে দলত্যাগের ঘটনা ঘটেছিল ১৪২টি এবং রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভায় দলবদলের ঘটনা ঘটে ১ হাজার ৯৬১টি। দলবদলের মধ্য দিয়ে ওই পাঁচ বছরে ৩২টি সরকারের পতন ঘটেছিল। ২১২ জন জলত্যাগীকে মন্ত্রী হিসাবে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল।(সূত্র:পিআরএস লেজিসলেটিভ রিসার্চ)।

কর্ণাটকী-কুনাট্য এই দলবদলের শেষ নমুনা। নির্বাচন সংস্কার নিয়ে আলোচনায় দলবদলের প্রবণতা ঠেকানোর বি,য়টি প্রতিবার উঠে আসে। কিন্তু অর্থের ঝনঝনানি ও মন্ত্রিত্বের প্রলোভন আদর্শকে শতেক যোজন পিছনে ঠেলে 'আয়া রাম গয়া রাম'দের আনুগত্য বিসর্জনে উৎসাহিত করে তোলে। নির্বাচন কমিশন এবং রাজনৈতিক দলগুলোও এই বিপজ্জনক প্রবণতাকে ঠেকানোর তেমন চেষ্টা করেনি। দলত্যাগ বিরোধী আইন চালু হয়েছে।

এক-তৃতীয়াংশের জায়গায় এখন দুই-তৃতীয়াংশের একযোগে দলত্যাগকে 'ভাঙন' হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আইনসভার অভ্যন্তরের সবকিছু নির্ভর করে বিধানসভা ও লোকসভার অধ্যক্ষের ওপর। সভার অভ্যন্তরের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র মালিক তিনিই। সেই অনুযায়ী কর্ণাটকের বিদ্রোহী বিধায়কদের তিনি শাস্তি দিয়েছেন। সেই শাস্তি উচিত না অনুচিত, সুপ্রিম কোর্ট তার বিচার করবে।

গণতন্ত্রের স্বার্থে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এমন আইন-ই হওয়া উচিত, নির্বাচিত সদস্য দলত্যাগ করলে সদস্যপদও তাঁকে খোয়াতে হবে। নতুন করে নির্বাচিত হতে হবে। দলত্যাগী শূন্য আসনে উপনির্বাচন কতদিনের মধ্যে করতে হবে, সুনির্দিষ্টভাবে সেটাও বলে দেওয়া উচিত। তামিলনাড়ু বিধানসভার স্পিকার ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'এআইএডিএমকে'র ১৮ জন বিদ্রাহী। বিধায়কের সদস্যপদ খারিজ করেছিলেন। সেই কেন্দ্রগুলোয় উপনির্বাচন হয়েছিল পাক্কা ১৯ মাস পর, ২০১৯ সালের এপ্রিলে।

'আয়া রাম গয়া রাম'-দের রুখতে কর্ণাটকের স্পিকার কে আর রমেশ কুমার একটা নিদান দিয়েছেন। এই নিদান আসলে ভারতীয় গণতন্ত্রে ব্যাধিমুক্তির দাওয়াই। সংস্কারের বলটা তিনি গড়িয়ে দিয়েছেন। কী করবে সুপ্রিম কোর্ট ও নির্বাচন কমিশন? সেদিকে তাকিয়ে অপেক্ষায় রইলাম।

(সৌজন্যেঃ প্রতিদিন)

> এক-তৃতীয়াংশের জায়গায় এখন দুই-তৃতীয়াংশের একযোগে দলত্যাগকে 'ভাঙন' হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আইনসভার অভ্যন্তরের সবকিছু নির্ভর করে বিধানসভা ও লোকসভার অধ্যক্ষের ওপর। সভার অভ্যন্তরের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র মালিক তিনিই। সেই অনুযায়ী কর্ণাটকের বিদ্রোহী বিধায়কদের তিনি শাস্তি দিয়েছেন। সেই শাস্তি উচিত না অনুচিত, সুপ্রিম কোর্ট তার বিচার করবে। গণতন্ত্রের স্বার্থে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এমন আইন-ই হওয়া উচিত, নির্বাচিত সদস্য দলত্যাগ করলে সদস্যপদও তাঁকে খোয়াতে হবে। নতুন করে নির্বাচিত হতে হবে। দলত্যাগী শূন্য আসনে উপনির্বাচন কতদিনের মধ্যে করতে হবে, সুনির্দিষ্টভাবে সেটাও বলে দেওয়া উচিত। তামিলনাড়ু বিধানসভার স্পিকার ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'এআইএডিএমকে'র ১৮ জন বিদ্রাহী। বিধায়কের সদস্যপদ খারিজ করেছিলেন। সেই কেন্দ্রগুলোয় উপনির্বাচন হয়েছিল পাক্কা ১৯ মাস পর, ২০১৯ সালের এপ্রিলে।

কংগ্রেস নেত্রী শীলা দীক্ষিতের প্রশংসায় বিজেপিও

জয়ন্ত ঘোষাল

রাজীব গান্ধী তখন প্রধানমন্ত্রী। লোকসভার গ্যালারিতে সাতসকালে পৌঁছে যেত অতি উৎসাহী এই নবীন সাংবাদিক। দেখতাম, রাজীব গান্ধী তখন আসেননি। তবে কিছু আগেই চলে এসেছেন তিনি। খুব ঝকঝকে অ্যাট্রাকটিভ এক মধবয়স্কা রমণী। খুব সুন্দর সুন্দর শাড়ি পরতেন। সাদা তাঁদের শাড়ি তো খুব পছন্দের ছিলতাঁর। আর জমিতে সোনালি কাজ। তিনি প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সংসদীয় প্রতিমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত। রাজীব বসচেন প্রথম সারিতে। শীলা বসতেন তাঁর ঠিক পিছনেই। দেখতাম, রাজীব কীভাবে ওঁর উরর নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন। শীলা রাজনীতিটা শিখেছিলেন শ্বশুরমশাই উমাশঙ্কর দীক্ষিতের কাছ থেকে। সেটা সে সময়ের সাজীবের জন্যও কিন্তু খুব জরুরী ছিল '৮৯ সালে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং আসার আগেই যখন সংসদে বিরোধীদের ডামাডোল, তখন সংসদে শীলা দীক্ষিত তাঁর ক্রাইসিস ম্যানেজার।

ইদল্লির চাণক্যপুরী পুলিশ থানার কাছে সার্কুলার রোড। সেখানে একদম একনম্বর বাড়িটা আজও 'বঙ্গভবন'। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় এই জমিতে বঙ্গভবন করেন। জ্যোতি বসুও চিরকাল এখানে থেকেছেন। তার পাশে বাড়িটার নামই হয়ে গিয়েছে 'উমাশঙ্কর দীক্ষিত মার্গ'। শ্বশুরমশাইয়ের এই বাড়িতেই দীর্ঘদিন ছিলেন শীলা। এক নজর মানুষে মতো এক-একটি বাড়িও আমাদের

শীলা দীক্ষিত ১৯৩৮-২০১৯

জীবনে চিরস্মরণীয় চরিত্র হয়ে ওঠে। উমাশঙ্কর দীক্ষিতের এই দুই নম্বর বাড়িটা এখন ভারতের বিদেশ সবিতের জন্য বরাদ্দ বাংলা। শিবশঙ্কর মেনন যখন বিদেশ সচিব রূপে ও বাড়িতে থাকতেন, তখন একবার তাঁর আমন্ত্রণে সে বাড়িতে নৈশভোজ গিয়ে ভিতেরর ঘরগুলি দেখছিলাম, আরমনে পড়ছিল শীলা দীক্ষিতের কথা।

মেননক বলছিলাম '৮৪ সালে সাংবাদিকতায় এসেছি। উমাশঙ্কর দীক্ষিত রাজ্যপাল হয়ে পশ্চিমবঙ্গেও গেলেন '৮৪ সালে। ইন্দিরা গান্ধী চলে গেলেন ৩১ অক্টোবর। আর উমাশঙ্কর দীক্ষিত পশ্চিমবাংলায় রাজ্যপাল হলেন ২ অক্টোবর। রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর শীলা তাঁর ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী হলেন। '৮৪ সাল থেকে '৮৯ সাল পর্যন্ত তিনিই ছিলেন সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী। শীলা শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে যেতেন। '৮৪ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পরাস্ত করে দিল্লি আসেন। শীলাজির সঙ্গে মমতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মমতাই প্রথম আমাকে শীলাজির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন '৮৭ সালে। তখন সবে দিল্লি এসেছিল। তারপর থেকে ওঁর সঙ্গে সম্পর্কটা কখনও অধোগতিপ্রাপ্ত হয়নি, ঊর্ধ্বগতি হয়েছে।

উমাশঙ্কর দীক্ষিত ৯০ বছর বয়সে মারা যান, শীলা মারা গেলেন ৮১ বছর বয়সে। খুব কাছ থেকে ওঁকে দেখার সুযোগ হয়েছিল আরও অনেকের মতোই। কারণ উনি মিশুকে মানুষ ছিলেন। আজ এত বছর পর মনে হয়, আমাদের দেশে কিছু নেতা হন, যাঁরা 'রাজনৈতিক নেতা'-ই রাজনীতিতেই শুরু, রাজনীতিতেই শেষ। ক্ষুদ্র সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে গিয়ে থাঁরা 'স্টেটসম্যান' হয়ে উঠতে পারেন না। দেশের নেতা, সকলের নেতা হয়ে উঠতে পারেন না। শীলা তা পেরেছিলেন। তিনি কংগ্রেস নেত্রী ছিলেন। কিন্তু আজ বিজেপি, এমনকী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো নেতাও তাঁর প্রশংসা করছেন। কেজরিওয়াল আজ পাঁচদিনের জন্য বৈষ্ণোদেবী দর্শনে যাচ্ছিলেন। সে যাত্রা নাকচ করে দিলেন। নরেন্দ্র মোদি শুধু নন, এমনকী বিজেপির দিল্লির রাজ্য সভাপতি মনোজ তিওয়ারি—যিনি শীলা-পুত্র সন্দীপকে এবার লোকসভা ভোটে পরাস্ত করেছেন।---তিনিও বলছেন, ওঁর ছেলেকে হারানোর পরও শীলা দীক্ষিত তাঁকে ফোন করে অভিনন্দন জানিযেছেন।

শীলা দীক্ষিতের সঙ্গে পুরানো কেল্লা রোডের ভবনে গিয়ে দেখা করে কতবার বলেছি, 'আমি কিছু জানি না। আমাদের চ্যানেলের ইভেন্টে আসতে হবে। অথবা বলেছ, কলকাতার বিতর্কসভায় যেতে হবে। কখনও তিনি 'না' বলেননি। মেনে নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিবাসে সাতসকালে ডাকতেন। আর্লি রাইজার ছিলেন। আমাকে ওঁর সঙ্গে প্রচুর পেঁপে খতে হত। উনি 'বেটা', 'বেটা' করে সকলেরসঙ্গে কথা বলতেন। পুরো প্লেটের পেঁপে যদি খেয়ে শেষ করতে পারি, তবে তিনি রাজি হতেন।

সবশেষে একটা কথা বলি, এখবার লালকৃষ্ণ আদবানিকে রসিকতার ছলে বলেছিলাম, 'মায়াবতী, জয়ললিতা থেকেউমা ভারতী, বসুন্ধরা রাজে---মহিলা নেত্রীদের নিয়ে আপিন সত্যিই বিপর্যস্ত। তা, যে দলেরই হোন না কেন, আপনারা সামলাতে পারেন না।'আদবানি হাসতে হাসতেই জবাব দিয়েছিলেন, 'একজন নেত্রী আমাদের দেশে ব্যতিক্রম। তিনি শীলা দীক্ষিত।'

খামখেয়ালি ছিলেন না। মিশুকে ছিলেন। আগাথা ক্রিস্টির উপন্যাস পড়তেন। অথবা, উস্তাদ আমজাদ আলিরসরোদ শুনতে চলে যেতেন সিরি ফোর্ট অডিটোরিয়ামে। সব মিলিয়ে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। দল বলেছিল তাই ২০১৯ লোসকভা ভোটে লড়তেও রাজি হন। অনেকে ওঁকে আবারও দিল্লির নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী হতে বলেছিলেন। নানা দিল্লির ভোটটা তাঁর আর দেখে যাওয়া হল না। নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী

(সৌজন্যেঃ প্রতিদিন)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

ডেঙ্গু মোকাবিলায় আমরা ইনশাআল্লাহ বিজয়ী হব : সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ৩১।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, এডিস মশা এমন শক্তিশালী কিছু নয় যে আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো না। ডেঙ্গু মোকাবিলায় আমরা ইনশাআল্লাহ বিজয়ী হব।

তিনি বুধবার রাজধানীর ধানমন্ডির আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ের পাশে ধানমন্ডি খালে সারাদেশে ডেঙ্গু প্রতিরোধে দলের তিন দিন ব্যাপী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান কর্মসূচির উদ্বোধনকালে একথা বলেন।আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন,এডিস মশা এমন শক্তিশালী কিছু নয় যে, আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো না, বিজয়ী হতে পারবো না। আমরা ইনশাআল্লাহ বিজয়ী হব।তিনি বলেন,এই কর্মকান্ড নিয়ে প্রশ্ন না করে আসুন, আমরা একযোগে কাজ করি। অ্যাকশন প্রোগ্রাম একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ, এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সবারই দায়িত্ব আছে। আসুন, আমরা একযোগে এ কর্মসূচিকে সফল করে তুলি।

তিনি আরো বলেন,প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আমরা ভয়ঙ্কর ডেঙ্গু মশার বিস্তাররোধকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি। শেখ হাসিনার নির্দেশে পরিচ্ছন্ন ডেঙ্গুমুক্ত বাংলাদেশ। আমরা সেটি সফল করার জন্য কাজ করছি। আমরা ভাষণে বিশ্বাস করি না। সারা বাংলাদেশের সব সিটি করপোরেশন, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড পর্যায়ে তিন দিনব্যাপী এ কর্মসূচি চলবে।ওবায়দুল কাদের বলেন,বৃষ্টিমুখর পরিবেশের মধ্যেও আমাদের দলের সব নেতারা এখানে সমবেত হয়েছেন। আমরা মশক নিধন কর্মসূচি পালন করছি। আমাদের নেতা-কর্মীরা ঢাকা সিটির প্রত্যেক ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে এ কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন। এ কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে সচেতনতামূলক।ওবায়দুল কাদের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন,আপনারা আপনাদের বাসস্থান ও আশপাশের জায়গাকে পরিষ্কার করুন। ডেঙ্গু মশা যেসব জায়গায় বিস্তার লাভ করতে পারে, সেসব জায়গাকে টার্গেট করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

তিনি বলেন, পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুধু এই নগরীতেই নয়, সারা বাংলাদেশে আমরা পরিচালিত করবো। বাংলাদেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা অ্যাকশন প্রোগ্রামে থাকবো।

চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা চিকিৎসকদের আহ্বান জানাচ্ছি, এটার জন্যে নামমাত্র ১০০ টাকা নিয়ে আপনারা চিকিৎসা করবেন। অনেক মানুষের পে ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকা দিয়ে এ রোগের জন্য রক্ত পরীা করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন,তাই আমি ডাক্তারদের আহ্বান জানাবো, মানবতার স্বার্থে নামমাত্র পয়সা কিংবা বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা দিন। সারা বাংলাদেশের 'স্বাচিপ' বিনা পয়সায় রক্ত পরীা করবে, বিএমএ'ও এই কাজটি করবে। এটা মানবতার স্বার্থে কাজ। সবাই মিলে আমরা ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবো।

এ সময় আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী, ড় আব্দুর রাজ্জাক, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন, বিএম মোজাম্মেল হক, বাহাউদ্দিন নাসিম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুস সবুর, ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দি, তথ্য গবেষণা সম্পাদক আফজাল হোসেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মারুফা আক্তার পপি।

গুজব প্রতিরোধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দায়বদ্ধতা রয়েছে : তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ৩১।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, গুজব প্রতিরোধে ফেইসবুক-টুইটারসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দায়বদ্ধতা রয়েছে।

বুধবার সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভা কে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।তথ্যমন্ত্রী বলেন, অধিকাংশেে ত্রে বিদেশ থেকে গুজব পোষ্ট দেয়া হয় ফেইক আইডি ব্যবহার করে। আমি যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা জানিয়েছে যে গুজব ছড়ায় তাকে শনাক্ত করে তার শাস্তির পাশাপাশি ও যারা সার্ভিস প্রোভাইডার তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তারা আইন বা নীতিমালা তৈরী করছে।তিনি বলেন,পরিকল্পিতভাবে সারাদেশে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। আমরা জেনেছি প্রথম গুজব ছড়ানো হয় লন্ডন থেকে একটি পোষ্টের মাধ্যমে।

সেখানে বলা হয় সরকারের অনুমোদন নিয়ে পদ্মা সেতু নির্মাণে এক লাখ শিশুর মাথা বলি দিতে হবে। সেটি সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হয় এবং আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। এতে কিছু দুস্কৃতিকারি সন্দেহজনকভাবে মানুষের উপর আক্রমণ করেছে, হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলাও হয়েছে। তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

ড় হাছান মাহমুদ বলেন, ওই ঘটনার পর নতুন গুজব ছড়িয়েছে বিদ্যুৎ থাকবে না, তখন ছেলে ধরা আসবে। সেটি যে মিথ্যা আমরা জনগণকে সেটি বুঝাতে সম হয়েছি। এরপর নতুন আরেকটি গুজব ছড়িয়েছে বেসিনে হারপিকসহ কেমিক্যাল ঢেলে দিলে ডেঙ্গু নিধন সম্ভব হবে। এটি অসত্য গুজব সেটির বিষয়ে সবাইকে সচেতন করছি। এভাবে গুজব ছড়াচ্ছে স্বার্থান্বেসী একটি মহল।তথ্যমন্ত্রী বলেন, গুজব শুধু আমাদের দেশের নয়, অনেক দেশের সমস্যা। ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক সমীায় দেখা গেছে, সেখানে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করাকে সমাজিক সমস্যা হিসাবে উল্লেখ করেছে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ মানুষ। কিন্তু আমাদের দেশে গণমাধ্যমের মাধ্যমে গুজব ছড়াচ্ছে না। আন ইডিটেড প্লাটফর্ম থেকে এগুলো ছড়াচ্ছে।গুজবের বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, কেউ গুজব ছড়াতে পোষ্ট দিলে, সেগুলোর বিরুদ্ধে সচেতন হতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে আমাদের ১৩ সদস্যের একটি কমিটি রয়েছে। আমাদের বৈঠকে গুজব প্রতিরোধের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হবে। কাল উচ্চ পর্যায়ের কমিটির আলোচনা হবে। তিনি বলেন, যারা গুজব প্রাণঘাতি গুজব ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আরো কঠোর শাস্তি দরকার বলে মনে করি। ভবিষ্যতে কেউ এমন গুজব ছড়ালে শাস্তি দিতে সরকার বদ্ধপরিকর।

জিয়া দাতব্য ট্রাস্ট মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন নাকচ করেছে হাই কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ৩১।। জিয়া দাতব্য ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় দণ্ডিত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন নাকচ করেছে হাই কোর্ট।টানা দুই দিন শুনানি নিয়ে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামানের হাই কোর্ট বেঞ্চ বুধবার আবেদনটি খারিজ করে দেয়। তলবের দুই মাসের মধ্যে গত ২০ জুন এ মামলার রেকর্ড (মূল নথি) হাই কোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় জমা পড়লে গত ২৩ জুন নথিভুক্ত জামিন আবেদনটি উপস্থাপন করেন খালেদা জিয়ার আইনজীবী জয়নুল আবেদীন।এরপর মঙ্গলবার আবেদনের ওপর শুনানি শুরু হয়। বুধবার খালেদা জিয়ার আইনজীবী ও দুদকের আইনজীবীর বক্তব্য শোনে আদালত।

খালেদা জিয়ার পে শুনানি করেন আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন, জয়নুল আবেদীন ও মাহবুবউদ্দিন খোকন। দুদকের পে শুনানি করেন আইনজীবী খুরশীদ আলম খান। রাষ্ট্রপে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম।অপরাধের গুরুত্ব, সংশ্লিষ্ট আইনের সর্বোচ্চ সাজা এবং বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে খালেদাসহ অন্য আসামিদের করা আপিল শুনানির জন্য প্রস্তুত- এ তিনটি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আবেদনটি সরাসরি খারিজ করা হয়েছে বলে অ্যাটর্নি জেনারেল জানিয়েছেন। জিয়া দাতব্য ট্রাস্টের নামে আসা প্রায় সোয়া ৩ কোটি টাকা আত্মসাতের দায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াসহ চার আসামির সবাইকে সাত বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে গত বছর ২৯ অক্টোবর রায় দেয় বিচারিক আদালত।পাশাপাশি তাদের ১০ লাখ টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আর ট্রাস্টের নামে কেনা কাকরাইলের ৪২ কাঠা জমি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হয়।

ঢাকার পঞ্চম বিশেষ জজ আখতারুজ্জামান এ মামলার রায় ঘোষণা করেছিলেন। রায়ের সত্যায়িত অনুলিপি হাতে পাওয়ার চার দিন পর গত বছর ১৮ নভেম্বর খালেদার দণ্ড বাতিল ও খালাস চেয়ে হাই কোর্টে আপিল করেন তার আইনজীবীরা।৬৩৮ পৃষ্ঠার মূল রায়সহ প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার এই আপিলের সঙ্গে হাই কোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় খালেদার জামিন আবেদনও করা হয়।গত ৩০ এপ্রিল ওই আপিল আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করে হাই কোর্ট।সেদিন বিচারিক আদালতের রায়ে দেওয়া অর্থদণ্ড স্থগিত এবং সম্পত্তি জব্দের আদেশে স্থিতাবস্থা দেওয়ার পাশাপাশি খালেদার জামিন আবেদনটি নথিভুক্ত করে মামলার নথি তলব করে হাই কোর্ট।

দেশের কিছু হাসপাতালকে ডেঙ্গু সেন্টার হিসেবে ঘোষণা করুন : ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ৩১।। কিছু হাসপাতালকে ডেঙ্গু সেন্টার হিসেবে ঘোষণা করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় খন্দকার মোশাররফ হোসেন। তিনি বলেন, ডেঙ্গু মহামারী আকার ধারণ করেছে। এটি মোকাবিলা করতে হলে সিটি করপোরেশন ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

বুধবার (৩১ জুলাই) জাতীয় প্রেসকাবে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) আয়োজিত 'ডেঙ্গু রোগ, বর্তমান প্রোপট ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন।খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, এডিস মশা আগেও ছিল, এখনো আছে। আমরা জনগণের সরকার ছিলাম বলেই ডেঙ্গুকে মহামারী আকারে যেতে দেইনি। সবার সমন্বিত উদ্যোগে এর মোকাবিলা করেছি। এখন ডেঙ্গু মহামারী আকার ধারণ করলেও সিটি করপোরেশন আর মন্ত্রণালয় ভিন্ন ভিন্ন কথা বলছে। জনগণের সরকার না হলে এমন বলাই স্বাভাবিক। এখনো সময় আছে, সমন্বিত উদ্যোগ নেন, মহামারী দূর করুন।তিনি বলেন, আমাদের সরকারের সময় পাঁচশ' জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে, এখন জুলাই মাস পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১৫ হাজার ছাড়িয়েছে। হাসপাতালে সিট খালি নেই। আমাদের আহ্বান থাকবে. কিছু হাসপাতালকে ডেঙ্গু সেন্টার হিসেবে খোলা হোক, সেখান থেকে আক্রান্তরা চিকিৎসা নেবেন। তাছাড়া, অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে ভালো মানের ওষুধ এনে এডিসের লার্ভা ধ্বংস করুন। আগামীর জন্য প্রস্তুতি নেন।

ড্যাব সভাপতি ডা. হারুন আল রশিদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ডা. আব্দুল মান্নান, ডা. আব্দুস সেলিম, ডা. দিদারুল ইসলাম, ডা. নিলুফার ইয়াসমিন, ডা. একেএম কবির রিয়াজ, সাংবাদিক নেতা শওকত মাহমুদ, কাদের গনি চৌধুরী প্রমুখ।

ডেঙ্গু রোধে প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে কাজে লাগান : মোহাম্মদ নাসিম

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ৩১।। সিনেমার স্টাইলে প্রধান রাস্তায় মশা মারার ওষুধ দিলে কাজ হবে না বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিম। তিনি বলেছেন, এডিস মশার যেখানে জন্ম সেসব জায়গায় ওষুধ দিতে হবে। প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে কাজে লাগাতে হবে ডেঙ্গু প্রতিরোধে।

বুধবার (৩১ জুলাই) দুপুরের জাতীয় প্রেসকাবের আবদুস সালাম মিলনায়তনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। 'ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যকরি পদপে গ্রহণ এবং সামাজিক অস্থিরতা' শীর্ষক সভাটির আয়োজন করে বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (এমএল)।শিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাবেক এ স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, অভিভাবকরা বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন, কিছুদিন পর ঈদের ছুটিতে এমনিতেই স্কুল-কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হবে। তাই আমি শিমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, আপনারা স্কুল-কলেজে ছুটি ঘোষণা করুন।আওয়ামী লীগের সব সহযোগী সংগঠন এবং ১৪ দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে নাসিম বলেন, এখন মিটিং-মিছিলের দরকার নেই। আপনারা প্রতিদিন নিজেদের এলাকায় ডেঙ্গু নিধনে কাজ করা হচ্ছে কি-না পর্যবেণ করুন। ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে সব শক্তি নিয়ে সমন্বিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।সাবেক এই স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, সিনেমার স্টাইলে মেইন রাস্তায় মশা মারার ওষুধ দিলে কাজ হবে না। এডিস মশার যেখানে জন্ম সেসব জায়গায় ওষুধ প্রয়োগ করেন। প্রয়োজনে সমস্ত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এবং সেনাবাহিনীকে কাজে লাগান ডেঙ্গু নির্মূলে। সবার সম্মিলিত এবং কার্যকরী উদ্যোগের মাধ্যমে ডেঙ্গু নির্মূল করা সম্ভব। কারণ বাঙালি পরাজিত হতে জানে না। বাঙালির জন্মই হয়েছে জয়ী হওয়ার জন্য। সভায় সভাপতিত্ব করেন সাবেক শিল্পমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া। সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, ঢাকা মহানগর ১৪ দলের সমন্বয়ক ও ঢাকা মহানগর দণি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ, জেপির প্রেসিডিয়াম সদস্য এজাজ আহমেদ মুক্তা, সাম্যবাদী দলের পলিট ব্যুরোর সদস্য লুতফর রহমান, গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক ডা. শাহাদত হোসেন প্রমুখ।

বাংলাদেশের কুমিল্লায় ট্রাক উল্টে দুর্ঘটনা, মৃত্যু তিনজন ব্যবসায়ীর

চট্টগ্রাম, ৩১ জুলাই (হি.স.): বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ডিভিশনের কুমিল্লায় ট্রাক উল্টে প্রাণ হারালেন তিনজন ব্যবসায়ীঊ মৃত্যু হয়েছে ট্রাকের থাকা তিনটি গোরুরঊ বুধবার সকাল ছ'টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের চিওড়া এলাকায় (চৌদ্দগ্রাম উপজেলা)ঊ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল, খোকন মিয়া (৪০), সামিউল ইসলাম (৪৫) ও আনোয়ার হোসেন (৪২)।

আব্দুল কালাম নামে পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, বুধবার সকালে একটি ট্রাক ঝিনাইদহ থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে যাচ্ছিলঊ সকাল ছ'টা নাগাদ চিওড়া এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটি উল্টে যায়ঊ ওই ট্রাকে বেশ কয়েকটি গোরুও ছিলঊ ট্রাক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিনজনেরঊ এছাড়াও ট্রাকে থাকা ছ'টি গোরুর মৃত্যু হয়েছেঊ কী কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল ট্রাকটি, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার সময় বিপত্তি ! বাংলাদেশে মৃত্যু ছ'জন শ্রমিকের

ঢাকা, ৩১ জুলাই (হি.স.): সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে নেমে বিপত্তি! বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে জয়পুরহাট জেলায় সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার সময় ঝাঁঝালো গ্যাসের দুর্গন্ধে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল ছ'জন শ্রমিকেরঊ বুধবার সকাল দশটা নাগাদ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর উপজেলার জাফরপুর গ্রামেঊ নিহত নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিঊ তবে, তাঁরা প্রত্যেকেই পেশায় নির্মাণ শ্রমিকঊ ওসি কিরণ কুমার রায় জানিয়েছেন, বুধবার সকালে জাফরপুর গ্রামে অবস্থিত একটি বাড়িতে সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে নামেন কয়েকজন শ্রমিকঊ সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার সময় বিষাক্ত ঝাঁঝালো গ্যাসের গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়েন শ্রমিকরাঊ তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ছ'জন শ্রমিককে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরাঊ মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশঊ হিন্দুস্থান সমাচার/ রাকেশ

বিদেশমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব নিযুক্ত হলেন রবি কুমার আরোরা

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের ব্যক্তিগত সচিব নিযুক্ত হলেন গুজরাট ক্যাডার আইএএস রবি কুমার আরোরা। একটি সরকারি নির্দেশের ভিত্তিতে বুধবার গুজরাট ক্যাডার ২০০৬ ব্যাচের এই আইএএস অফিসারকে বিদেশমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব (পার্সোনাল সেক্রেটারি) হিসাবে নিয়োগ করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী ও প্রশিক্ষণ বিভাগের এদিনের ওই নির্দেশে বলা হয়েছে, 'বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসাবে রবি কুমার আরোরাকে, পাঁচ বছরের জন্য ডেপুটি সেক্রেটারি হিসাবে বা কো-টার্মিনাসের ভিত্তিতে (সবচেয়ে দ্রুত যা সম্ভব), নিয়োগের প্রস্তাবকে অনুমোদন দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

গত মে মাসে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন প্রাক্তন বিদেশসচিব এস জয়শঙ্কর। এরপর এদিন তাঁর ব্যক্তিগত সচিব নিযুক্ত হলেন গুজরাট ক্যাডার আইএএস অফিসার রবি কুমার আরোরা।

প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবস্থা নিলে বাংলাদেশে ডেঙ্গু মহামারীর আকার ধারণ করতো না : হাইকোর্ট

ঢাকা, ৩১ জুলাই (হি. স.) : হাইকোর্ট ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবস্থা নিলে আজ মহামারী আকার ধারণ করত না বলে মন্তব্য করেছে। সারা দেশে ডেঙ্গু বিস্তারে উদ্বেগ প্রকাশ করে আদালত বলেছে, ডেঙ্গু নিয়ে সাধারণ মানুষের ন্যায় আমরাও উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত। ডেঙ্গু থেকে নিরাপত্তা চেয়ে করা এক রিটের শুনানিতে হাইকোর্ট এমন মন্তব্য করেছে। বুধবার বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহসান ও বিচারপতি কামরুল কাদেরের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে রিটের শুনানি হয়। রিটের শুনানি শেষে আদালত সারা দেশে কেন নিরাপত্তা জোরদার করা হবে না, এ মর্মে চার সপ্তাহের রুল জারি করে। ওই রিটের শুনানিকালে হাইকোর্ট বলেছে, গত ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা দুই সিটি কর্পোরেশনের দুই প্রধান নির্বাহীকে তলব করেছিলাম। ডেঙ্গু মহামারী আকার ধারণ করার আগেই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলেছিলাম। কিন্তু তারা ব্যবস্থা নিলেন না। যখন এটি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল, মহামারী আকার ধারণ করল, তখন তারা নড়েচড়ে বসলেন। একেবারে শেষ সময়ে এসে তারা তৎপর হলেন। এই যদি হয় অবস্থা, তা হলে সাধারণ মানুষ যাবে কোথায় ? প্রশ্ন করে আদালত বলেন, তাদেরতো গাড়ি-বাড়ি সব ধরনের সুবিধা দেয়া হয়েছে। এগুলোতো সবই জনগণের টাকায় কেনা। আমাদের কেন এ বিষয়ে বলতে হবে ? আমরা এসব নিয়ে দেশবাসীর মতো উদ্বিগ্ন। রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট ইশরাত হাসান।

এদিকে ডেঙ্গু জ্বরে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৩ জনে। এর মধ্যে বুধবার ও গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় তিনজন এবং বরিশালে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এবার ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা আগের সব রেকর্ড ভেঙেছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্যই বলছে, গতকাল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে ১৫ হাজার ৩৬৯ জন রোগী। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু শনাক্ত হওয়া ১ হাজার ৩৩৫ জন রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, যা চলতি বছর এক দিনে ভর্তি হওয়া রোগীর দিক থেকে সর্বোচ্চ।

সরকারি হিসাবে গতকাল পর্যন্ত দেশের ৬০টি জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগী ভর্তি ছিল। জয়পুরহাট, বরগুনা, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগী না থাকার কথা জানিয়েছে সরকার। তবে তথ্য অনুযায়ী, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গতকাল ১০ জন ও বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে ৫ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি ছিল। সে হিসাবে ৬৪ জেলার মধ্যে ৬২ জেলাতেই ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে। গতকাল বেশ কয়েকটি জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্ত এমন রোগী পাওয়া গেছে, যারা গত কয়েক মাসেও ঢাকায় আসেনি। এর আগে দেখা গিয়েছিল, আক্রান্ত ব্যক্তিদের বেশির ভাগ ঢাকা থেকে ওই সব এলাকায় গিয়েছিল। ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আজ সকালে ঢাকায় পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) উপপরিদর্শক (এসআই) কোহিনুর আক্তার মারা যান। সোমবার দিবাগত রাতে ও মঙ্গলবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। স্বজনেরা হাসপাতাল থেকে তাঁদের লাশ নিয়ে গেছেন।

এদিকে আওয়ামি লিগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এদিন সকালে সারাদেশে দলের ঘোষিত তিন দিনব্যাপী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান কর্মসূচির উদ্বোধন করে দলটির বলেছেন,এডিস মশা এমন শক্তিশালী কিছু নয় যে, আমরা ডেঙ্গু মোকাবিলা করতে পারবো না। আজ আওয়ামি লিগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ের পাশে ধানমন্ডি লেকে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির সূচনায় করে একথা বলেন। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আমরা বাংলাদেশ আওয়ামি লিগ ভয়ঙ্কর ডেঙ্গু মশার বিস্তার রোধকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি। হাসিনার নির্দেশ পরিচ্ছন্ন ডেঙ্গুমুক্ত বাংলাদেশ।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ডায়াবেটিসের ওষুধ দূর করবে অ্যালঝেইমারও

অ্যালঝেইমার বা মস্তিষ্কের স্মৃতিহীনতা রোগ হলে মানুষ স্মৃতিশক্তি হারাতে থাকে। এক সময় নিজের যাপিত জীবনের কিছুই আর মনে থাকে না তার। আবার টাইপ ২ ডায়াবেটিস অ্যালঝেইমারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ফ্যাক্টর এবং এটি এ রোগ বাড়াতে সহায়ক। এতোদিন নিদারুণ রোগটির তেমন কোনো চিকিৎসা না থাকলেও এখন চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলছেন, ডায়াবেটিসের ওষুধই অ্যালঝেইমারের উপসর্গগুলো দূর করতে সাহায্য করতে পারে।

বিজ্ঞানীরা সম্ভাব্য ওষুধ উদ্ভাবন করেছেন, অ্যালঝেইমারের উপসর্গে ব্যবহার করা যেতে পারে। ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় প্রাথমিকভাবে তৈরি ওষুধটি ইদুরের ওপর প্রয়োগ করে দেখা গেছে, এটি উল্লেখযোগ্যহারে স্মৃতিশক্তি হারানোর বিপরীতে কাজ করতে সমর্থ।

জানা গেছে, ল্যাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অধ্যাপক ক্রিশ্চিয়ান হোলসকারের নেতৃত্বে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলেছেন, 'ওষুধটির অ্যালঝেইমার রোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী নিউরোডিজেনরেটিভ ডিসঅর্ডারের জন্য নতুন চিকিৎসা পদ্ধতিতে উন্নীত হওয়ার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি রয়েছে।' এটি মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ফ্যাক্টরের মাত্রা বাড়িয়েছে, যা স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা রক্ষা করে, মস্তিষ্কের অ্যালজাইমার, দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেনের সাথে সংযুক্ত অ্যাইয়াইলয়েড ফলকগুলোর পরিমাণ হ্রাস করে। ওষুধটি স্নায়ুকোষের ক্ষতির হারও নিচে নামিয়ে আসে।'

অ্যালঝেইমার রোগ ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশতার সবচেয়ে সাধারণ কারণ। এটি একটি বর্ধনশীল রোগ, যা স্মৃতিশক্তি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মানসিক কার্যকারিতা ধ্বংসকরে। ডিমেনশিয়া সংক্রান্ত গবেষণা দাতব্য প্রতিষ্ঠান অ্যালঝেইমার সোসাইটির মতে, ২০৫১ সালের মধ্যে ব্রিটেনের ২০ লাখের বেশি মানুষের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অ্যালঝেইমার সোসাইটির গবেষণা ও উন্নয়ন পরিচালক ড: ডগ ব্রাউন বলেন, এ ওষুধটির কাজ করলে আগামী ১৫ বছর কোনো নতুন চিকিৎসার সঙ্গে অ্যালঝেইমার মোকাবেলার নতুন উপায় খুঁজতে হবে না।' 'ওষুধটিকে উন্নত করা গেলে এটি অ্যালঝেইমার ও ডিমেনশিয়ার অন্যান্য ফর্মগুলোর সঙ্গে মানুষের উপকার করতে পারে। গবেষণার এ পদ্ধতিটি তাদের প্রয়োজনে নতুন ওষুধের প্রতিশ্রুতিও লাভ করতে পারে।'যদিও ডিমেনশিয়া বা অ্যালঝেইমারের কোনো নির্দিষ্ট প্রতিকার নেই। তবে মস্তিষ্কের শক্তি বাড়াতে পুষ্টিকর ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার ও শরীরচর্চা সহায়ক। বায়তানাথের ক্লিনিক্যাল অপারেশনস অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন ম্যানেজার ড: আশুতোষ গৌতম বলেন, 'অশ্বগন্ধা ও ব্রাহ্মীর মতো উদ্ভিদগুলো মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তি ফাংশনকে মনোযোগ ও ঘনত্বের মতো উন্নতি এবং স্নায়ুকোষের ক্ষতি প্রতিরোধে সাহায্য করে।'

ভিটামিন সি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চলাফেরা এবং ভিটামিন বি বয়সজনিত মস্তিষ্কের সংকোচন ও জ্ঞানীয় ক্ষতিকারকতা থেকে রক্ষা করে। কালো মুরগির মাংস, চিংড়ি মাছ, ফল, মাছ, সবুজ শাক-সবজি, মাশরুম, চিনাবাদাম, তিলের বীজ, ডিম মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে সংশোধন করে।

একটি পুষ্টিকর বীজ ও বাদাম উল্লেখযোগ্যভাবে মস্তিষ্কের শক্তি বাড়াতে সাহায্য করতে পারে কুমড়ার বীজ স্মৃতিশক্তিকে তীক্ষ্ম করতে দুর্দান্ত ভূমিকা পালন করে। আখরোটও মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ও স্মৃতিশক্তি দক্ষতার গুরুত্বপূর্ণ অন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুলোয় একটি ভাল উৎস। সূর্যমুখী বীজসহ অন্যান্য বাদাম এবং বীজ ভিটামিন ই এর ভালো উৎস, যা মস্তিষ্ক শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যায়াম ও হৃদস্পন্দনকে বাড়িয়ে দেয় যা মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহিত করে, যাস্মৃতিশক্তিকে ধারালো রাখে, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য, চেতনা ও হিপোকাম্পাসকেও বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। প্রতিদিন অন্তত ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট হাঁটা, সাইকেল চালানো, সাঁতারকাটা বা নাচাও মস্তিস্কের দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতির অনুঘটক।

কচুশাক কেন খাবেন ?

কচুশাক একটি সহজলভ্য সবজি। কচুপাতা ভর্তা ও তরকারি বেশি জনপ্রিয়। ইলিশ, চিংড়ি, ছোট মাছ বা শুঁটকি মাছ দিয়ে কচুশাকের তরকারি বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয়। কচুশাককে অনেকেই গুরুত্ব দিতে চান না। তবে আপনি জানেন কি কচুশাকের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে। কিন্তু এই কচুশাকই দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদার অনেকখানি পূরণ করতে পারে।

কচুশাকের পুষ্টিগুণ

কচুশাকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন ও খনিজ উপাদানসমুহ। প্রতি ১০০ গ্রাম কচুশাকে থাকে ৬.৮ গ্রাম শর্করা, ৩.৯ গ্রাম প্রোটিন, ১০ মিলিগ্রাম লৌহ, শূন্যদশমিক ২২ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি ১ থায়ামিন , শূন্য দশমিক ২৬ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি ২ (রাইবোফ্লেবিন), ১২ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ১.৫ গ্রাম স্নেহ বা চবি, ২২৭ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম এবং ৫৬ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি।

আসুন জেনে নিই কচুশাক কেন খাবেন-

রাতাকানা রোগ

কচুশাক ভিটামিন এ এর খুব ভালো উৎস। রাতাকানা রোগসহ ভিটামিন এ এর অভাবে হওয়া সবধরনের রোগপ্রতিরোধে কচুশাক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কচুশাকে ভিটামিন এ থাকে, যা আমাদের রাতকানা, ছানি পড়াসহ চোখের বিভিন্ন রোগপ্রতিরোধসহ দৃষ্টিশক্তি বাড়িয়ে দেয়।

হিমোগ্লোবিন

কচুশাক আয়রণসমৃদ্ধ বলে এর সমাদর অনেক বেশি। আমাদের শরীরে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলে সব ডাক্তারই কচুশাক খাওয়ার পরামর্শ দেন। কচুশাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রণ থাকে, তই রক্তশূন্যতায় ভোগা রোগীদের জন্য কচুশাক খাওয়া একরকম আবশ্যক বললেই চলে।

মুখ ও ত্বকের রোগ

ভিটামিন এ এর পাশাপাশি এতে রয়েছে ভিটামিন বি ও সি। তাই মুখ ও ত্বকের রোগপ্রতিরোধেও কচুশাক সমান ভূমিকা রাখে।

হৃদরোগ ও স্ট্রোক

কচুশাকে রয়েছে উচ্চমাত্রায় পটাশিয়াম, তাই হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকিও কমায়। তাছাড়া কচুশাক খেলে রক্তের কোলেস্টেরেল কমে তাই উচ্চরক্তচাপের রোগীদের জন্য কচুশাক এবং কচু বেশ উপকারী। নিয়মিত কচুশাক খেলেকোলন ক্যান্সার ও ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকিও কমে।

কোষ্ঠকাঠিন্য

কচুশাকে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ থাকে, যা খাবারকে সহজে হজম করতে সাহায্য করে থাকে। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা আছে, তারা কচুশাক খেতে পারেন।

শরীরে ক্ষত

কচুশাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' থাকায় এর লৌহ উপাদান আপনার দেহে সহজে আত্তীকরণ হয়ে যায়। তাছাড়া ভিটামিন সি শরীরের ক্ষত সারাতে সাহায্য করে। তাই শিশুদের ছোটবেলা থেকেই কচুশাক খাওয়ানো উচিত।

অক্সিজেন সরবরাহ

আমাদের শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ সচল রাখতে কচুশাক অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা পালনকরে থাকে। এ শাকের আয়রন ও ফোলেট রক্তের পরিমাণ বাড়ায়। ফলে অক্সিজেন সংবহন পর্যাপ্ত থাকে। এতে উপস্থিত ভিটামিন কে রক্তপাতের সমস্যা প্রতিরোধ করে।

দাঁত ও হাড়ের গঠন

কচুশাকের সবচেয়ে বড় উপকারিতা হল এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাংগানিজ ও ফসফরাস। আমাদের দাঁত ও হাড়ের গঠন ও ক্ষয়রোগ প্রতিরোধে কচুশাকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গর্ভবতী নারী

কচুশাকে বিদ্যমান নানা রকমের ভিটামিন এবং খনিজ উপাদান গর্ভবতী মা ও শিশুর জন্য অনেক উপকারী। কচুশাক সহজলভ্য তাই দরিদ্র পরিবারের গর্ভবতী নারীরা ভিটামিন ও আয়রনের চাহিদা পূরণের জন্য কচু বা কচুশাক খেতে পারেন।

সতর্কতা

কচুশাক বা কচু খেলে অনেক সময় গলা চুলকায়। কারণ এতে অক্সলেট নামক উপাদান থাকে। তাই কচু রান্না করার সময় লেবুর রস বা সিরকা ব্যবহার করা উচিত। তবে যাদের শরীরে অ্যালার্জির সমস্যা আছে, তাদের কচু বা কচুশাক না খাওয়াই ভালো।

শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশে অজানা ৩ কথা

আপনি জানেন কি শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় জানা অত্যন্ত জরুরি। অনেক বাবা মা হয় তো জানেন না শিশুর মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে কোনো তিনটি জিনিস জানা জরুরি।

আপনি হয় তো জানেন শিশুর শারীরিক বিকাশের জন্য ঠিক কতটা পুষ্টির প্রয়োজন। কিন্তু আপনি কি এটি জানেন যে, কোন শিশুর প্রাথমিক বছরগুলোতে, তার মস্তিস্কের সব থেকে দ্রুত বিকাশ ঘটে এবং সেইবিকাশের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পুষ্টির।

প্রাথমিক বছরগুলোতে মস্তিষ্কের বিকাশ

২-৬ বছর বয়সের মধ্যে শিশুদের মস্তিষ্কের বহুল মাত্রায় বিকাশ ঘটে। পুষ্টিবিজ্ঞান বলেছে, মাত্র ৬ বছরের মধ্যেই বাচ্চাদের মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটে যায় ৯০ শতাংশ।

এই সময়ের মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১০ লাখ নিউরাল সংযোগ হয়। দক্ষ কার্যকারিতার জন্য, একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সংযোগকারিতা হ্রাস পায়, যারনাম প্রাণিং।

এটিহিল সেই সময়, যখন মস্তিষ্ক তার ভেতরের জটিল নেটওয়ার্ক সংযোগগুলোকে পুনর্বিন্যাস করে, যা পরবর্তী জীবনে কোনো মানুষের উপলব্ধি , সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং সামাজিক দক্ষতা ইত্যাদি তৈরি হওয়ার নেপথ্যে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

এই প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট আকর্ষণীয়ও বটে। প্রথমে দেখা ও শোনার মতো গুরুত্ব পূর্ণ প্রক্রিয়াগুলোর জন্য সংযোগ এবং সংবেদনশীল উপায়গুলো বিকশিত হয়। এর পরবর্তী ধাপে শিশুদের ভাষা ও অন্যান্য জ্ঞানের বিকাশঘটে।

এই সময়ে বাবা মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা এবং তাদের শিশুদের যত্ন নেওয়াটা ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি শিশুদের মস্তিষ্কের সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি সুনিশ্চিত করা

শারীরিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য শিশুর ঠিক কতটা পুষ্টি প্রয়োজন, তার দিকে সর্বদাই খেয়াল রাখতে চান বাবা মায়েরা। কিন্তু কীভাবে তারা বাচ্চাদের মস্তিষ্কের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রদান করতে পারেন? নিচে এমন কিছু অপরিহার্য পুষ্টির কথা বলাহল, যা বাচ্চাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ডেকোসাহেক্সানোয়িক অ্যাসিড

ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড

মূল নার্ভাস সিস্টেমের অন্তবর্তী ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড মস্তিষ্কের ভেতরে থাকা কুঠুরিগুলোর বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। প্রতিদিন এ ধরনের পুষ্টিগ্রহণ যে কোনো শিশুর বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

ডিএইচ এ

ডিএইচ এর অভাবের ফলে শিশুদের বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন মানসিক চাপ, আবেগপ্রবণতা ইত্যাদি। কিন্তু শিশুদের রোজকার ডায়েটে খুব কম পরিমাণেই ডিএইচএ পাওয়া যায়।

ক্লোরিন

স্মৃতিশক্তি তৈরি এবং তা ধারণ প্রক্রিয়ায় সহায়তার মাধ্যমে ক্লোরিন বিশেষভাবে শিশুদের মস্তিষ্কের সামগ্রিক বিকাশে সাহায্য করে।

আয়রন

রক্তে অক্সিজেনের বাহক হিসেবে আয়রন যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা সবারই জানা। শিশুদের বেড়ে ওঠার সময় আয়রনের অভাব নার্ভাস সিস্টেমেরমধ্যে প্রতিকূল প্রভাব ফেলে। শিশুদের শেখার বা শিখতে চাওয়ার অভ্যাসকে ধরে রাখার জন্য আয়রন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন বি

ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের মধ্যে ৮ টি ভিটামিন রয়েছে। এ ভিটামিনগুলো মস্তিষ্কের নিউরো ট্রান্সমিটার এবং শিশুদের সামগ্রিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আয়োডিন ও জিংক নার্ভাস সিস্টেম ও সাধারণ মস্তিষ্ক বিকাশের ক্ষেত্রে আয়োডিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে স্বাদ গন্ধের মতো সংবেদনশীল প্রক্রিয়াগুলোর বিকশের নেপথ্যে রয়েছে জিংক।

প্রাথমিক বছরগুলোতে কোনো শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশের জন্য এ পুষ্টিগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তুঅনেক বাবা মায়েই জানেন নাযে বাচ্চাদের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিদিন ঠিক কতটা পরিমাণে পুষ্টিগ্রহণ প্রয়োজন।

পাশাপাশি খিদেকমপাওয়ার দরুণ বাচ্চারা খায়ও কম। বলাবাহুল্য, কোনো প্রাপ্তবয়স্কের তুলনায় বাচ্চাদের তিন ভাগের এক ভাগ খিদে পায়। ফলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পুষ্টিগুলো গ্রহণ করা হয়ে পড়ে আরও কঠিন।

কেন নারীরা পুরুষদের চেয়ে খাটো হয় ?

প্রাণীজগতের প্রায় সব ক্ষেত্রেই পুরুষদের গড় উচ্চতা নারীদের চেয়ে বেশি। এটা জটিল ও কঠিন বিষয়। বেশিরভাগ জীববিজ্ঞানী মনে করেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পুরুষ ও নারীর উচ্চতায় পার্থক্য এসেছে।

অতীতে প্রাণীজগতে নারীসঙ্গী লাভের জন্য পুরুষদের মধ্যে তীব্র লড়াই হতো। লম্বা ও শক্তিশালী পুরুষদের জয়লাভের সম্ভাবনা বেশি বলে তাদের সন্তানদের একই গুণাবলি অর্জনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ফলে বিবর্তনের ধারায় গড় উচ্চতা বেশি— এমন পুরুষ ও মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সন্তান জন্মদানের সময় খাটো মেয়েদের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে বিবর্তনের ধারায় অপেক্ষাকৃত লম্বা মেয়েদের টিকে থাকার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েদের গড় উচ্চতা ছেলেদের চেয়ে কম।

ভালো, পুষ্টিকর ও বেশি খাবার সাধারণত পুরুষেরাই আদিকাল থেকে পেয়ে আসছে। এখনো এই প্রথা অব্যাহত আছে। কম খাওয়া জুটলে উচ্চতাও তুলনামূলক কমে যায়। সমাজবিদেরা মনে করেন, মেয়েদের গড় উচ্চতা কম হওয়ার পেছনে এ সামাজিক বৈষম্য কাজ করেছে। তবে নারী পুরুষদের উচ্চতার এই পার্থক্যের কারণ মূলত জেনেটিক। মেয়েদের কয়েক বছর আগে থেকে লম্বা হওয়া বন্ধ হয়ে যায় নারীর মাঝে হরমোনের পরিবর্তনটা খুবই লক্ষণীয়।

সাইজে বড় হওয়ার কারণে সুবিধা আছে অনেক, তবে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো তুলনামূলক বেশি খাবার খেতে হয় অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে পড়ে পুরুষদের। অথচ নারী যদি তুলনামূলক লম্বা হয়, তাহলে নানা দিক দিয়েই ভালো।

আকর্ষণীয়তার প্রথম প্লাস পয়েন্ট। এই পশ্চিমা দেশে নারী ফিগার বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। মেয়ে মানুষদের জন্য কত সব বিবরণ। কার্ভি মেয়ে, অর্থাৎ এই পশ্চিমা দেশে ৩৬-২৪-৩৬ ইঞ্চি সাইজকে কার্ভি বলা হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে আপেল কলা এবং পেয়ার সেইপও আছে।

এক সমীক্ষায় জানা যায়, বেশির ভাগ দেশেই গড়ে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নারীদের চেয়ে ৪-৯ শতাংশ লম্বা। যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে ৬ ইঞ্চি লম্বা। সমীক্ষায় জানা যায়, বেশির ভাগ দেশেই গড়ে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মহিলাদের চেয়ে ৪-৯ শতাংশ লম্বা।

গুগল ক্রোমের চেয়ে বেশি নিরাপদ এজ

প্রযুক্তির বিশ্বে ওয়েব ব্রাউজারের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এখন গুগল ক্রোম। একটা সময় ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার বা মজিলা ফায়ারবক্স শীর্ষ ওয়েব ব্রাউজার থাকলেও এখন গুগল ক্রোমের ধারে কাছেও নেই কোনোটি।

কিন্তু নিরাপত্তারপ্রশ্নে এগিয়ে কোনটি? এ বিষয়ে একটি সমীক্ষা দাবি করছে, গুগল ক্রোমের চেয়েও ব্যবহারকারীর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ মাইক্রোসফট নতুন ওয়েব ব্রাউজার 'এজ'।

যুক্তরাষ্ট্রের সাইবার সিকিউরিটি ফার্ম এনএসএস ল্যাবের এক সমীক্ষা শেষে দাবি করা হয়েছে, স্ক্যাম বা ভুয়া প্রতারক সাইটগুলো থেকে সুরক্ষা দিতে 'এজ' সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

স্ক্যাম সাইটগুলোর উদ্দেশ্যে থাকে মানুষকে ভুল তথ্যের মাধ্যমে বিভ্রান্তি করে বা লোভ দেখিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিগত তথ্য; যেমন পাসওয়ার্ড , ঠিকানা, মেসেজ, ক্রেডিট কার্ড নাম্বার ইত্যাদি জেনে নেওয়া। এ পদ্ধতিটাকে ফিশিংও বলা হয়ে থাকে। আধুনিক ওয়েব ব্রাউজারগুলো এসব স্ক্যান সাইটের সন্দেহজনক ইউআরএল শনাক্ত করার ক্ষমতা রাখে। তবে প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এসব স্ক্যাম সাইটগুলোর কর্মপন্থাও উন্নত হচ্ছে এবং আরও অভিনব উপায়ে ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে তারা।

এনএসএস ল্যাব এমন নিরাপত্তার প্রশ্নে তিনটি জনপ্রিয় ব্রাউজার ক্রোম, ফায়ারফক্স ও এজের ওপর ৩৬ হাজার ১শ ২০ টি সন্দেহজনক ইউআরএলের পরীক্ষা চালায়।

পরীক্ষায় ক্ষতিকর ইউআরএল ব্লক কর্য, নিরাপত্তার ধারাবাহিকতা ও নতুন সৃষ্ট হুমকি থেকে নিরাপত্তা প্রদানে কোন ব্রাউজার কতোটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, তা খতিয়ে দেখা হয়।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, মাইক্রোসফট ঞ্জেজ ৯২.৩ শতাংশ ফিশিং ইউআরএল ব্লক করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে গুগল ক্রোমের সফলতার হার ৭৪.৫ শতাংশ এবং ফায়ারফক্সের সফলতা ৬১.১ শতাংশ।

ক্ষতিকর সাইটগুলো থেকে সুরক্ষার জন্য আধুনিক ব্রাউজার.গুলো ইউআরএলগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে। এরপরকোন শ্রেণির ইউআরএল কতোটা নিরাপদ তা বিবেচনা করে সে সংক্রান্ত তথ্য ক্লাউডে সংরক্ষিত রাখে। ব্যবহারকারী কোনো ক্ষতিকর ইউআরএলে প্রবেশ করতে চাইলে ব্রাউজার এর শ্রেণি অনুযায়ী ক্লাউডের পারমিশন চায়। যদি ব্যবহারকারীর ইউআরএল ক্ষতিকর শ্রেণির হয়ে থাকে, তবে ব্রাউজার সতর্কবার্তা দেখাবে। আর নিরাপদ ইউআরএলের ক্ষেত্রে ব্রাউজার সেখানে প্রবেশ করবে।

নতুন ধরনের ম্যালওয়ার 'জিরো আওয়ার' ফিশিং স্ক্যামের ক্ষেত্রেও এজ তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে এগিয়ে । এজ ৮১.৮ শতাংশ জিরো আওয়ার ফিশিং স্ক্যাম ব্লক করতে সক্ষম। এক্ষেত্রে ক্রোম ৫৮.৬ শতাংশ ও ফায়ারফক্স ৫০.৭ শতাংশ সফল।

গুগল ক্রোম বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে সহজ ব্যবহার, দ্রুত গতি ও ব্যাপক কার্যপরিধির কারণে। অপরদিকে মাইক্রোসফট এজ উইন্ডোজ-১০ এর একটি ডিফল্ট ব্রাউজার। সম্প্রতি এন্ড্রয়েড ও আইওএস অপারেটিং সিস্টেম চালিত ডিভাইসের জন্য এর অ্যাপ বাজারে এসেছে।

বুধবার কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ে যুব কংগ্রেস কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ছবি- নিজস্ব।

খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন খারিজ আদালতের

ঢাকা, ৩১ জুলাই (হি.স.) : জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপির চেয়ারপার্সন তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন খারিজ করল আদালত। বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেয়। গতকাল মঙ্গলবার খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা জামিনের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। আজ বুধবার রাষ্ট্রপক্ষ তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করে। এর পর আদালত খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন খারিজ করে দেন।

আদালতে খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানি করেন বরিষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন, অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদিন ও ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন। এ সময় বিএনপির আইনজীবী নিতাই রায় চৌধুরি, ব্যারিস্টার কায়সার কামাল ও মীর হেলাল উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের শুনানি করেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পক্ষে ছিলেন খুরশীদ আলম খান।

মঙ্গলবার জামিন আবেদনের শুনানিকালে খালেদা জিয়ার আইনজীবী জয়নুল আবেদিন বলেছিলেন, খালেদা জিয়া এ মুহূর্তে গুরুতর অসুস্থ। এ মামলায় তাকে সর্বোচ্চ সাজা দেয়া হয়েছে। তিনি তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী। শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাকে এ মামলায় আসামি করে সাজা দেয়া হয়। আমরা সাজার বিরুদ্ধে (কথা বলব না) যাব না। শুধু জামিনের বিষয়ে কথা বলব। জয়নুল আবেদীন বলেন, মামলার বাদী এজাহারে আসামি হিসেবে খালেদা জিয়াকে অভিযুক্ত করেননি। তিনি জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের নামে টাকা আত্মসাৎ করেছেন এ ধরনের কোনো কথাও বলেননি। কিন্তু এ মামলার তৃতীয় তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগ গঠনের সময় খালেদা জিয়াকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। আদালত তা গ্রহণ করে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে সর্বোচ্চ সাজা দিয়ে দিলেন। কী চার্জ হল, কী সাক্ষ্য হল, আর কী জাজমেন্ট হল? যেখানে বাদী নিজে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খালেদা জিয়া টাকা আত্মসাৎ করেননি। জয়নুল আবেদীন বলেন, জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ছিল রেজিস্ট্রিকৃত ট্রাস্ট। এখানে কোনো অনিয়ম হয়নি। ট্রাস্টের টাকা ট্রাস্টে আছে। ডা. ফারজানা নামে একজন ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে দুদক মামলা করল। অথচ তাকে সাক্ষী হিসেবে দেখানো হয়নি। এটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য করা হয়েছে। পার্টির লোকজন এখানে টাকা জমা দিয়ে থাকে। আমরা এসব আপিল শুনানিকালে বলব। তবে কয়েকটি যুক্তিতে জামিন চাই। তা হলো- খালেদা জিয়া অসুস্থ হয়ে প্রায় অচল হয়ে গেছেন। তার ডায়াবেটিস ১৬ থেকে কমে আসছে না। বেশিরভাগ সময় ২২ থেকে ২৭ পর্যন্ত থাকে। এ ছাড়া মামলার বাদী এবং প্রথম তদন্ত কর্মকর্তা নিজেই বলেছেন, খালেদা জিয়া কোনোরূপ টাকা আত্মসাৎ করেননি। তিনি ক্ষমতার অপব্যবহারও করেননি। এর আগে সাত বছর সাজাপ্রাপ্ত অনেক আসামিকে আপনারা জামিন দিয়েছেন। এ ধরনের কয়েকটি মামলার রেফারেন্স দিলাম। বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তাররা চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু তারা বলছেন, এখানে খালেদা জিয়ার পর্যাপ্ত চিকিৎসা সম্ভব নয়। আমরা খুবই বিনয়ের সঙ্গে বলছি, তাকে যেন জামিন দেয়া হয়। এর পর খালেদা জিয়ার অপর আইনজীবী ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন আদালতকে বলেন, খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ট্রাস্টের টাকা ট্রাস্টে রয়েছে। আইনের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। একজন অফিসার্স অব দ্য কোর্ট হিসেবে আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন। এ মুহূর্তে খালেদা জিয়ার বাঁ হাত বিকল হয়ে বাঁকা হয়ে গেছে। একটি ৭৫ বছরের বৃদ্ধাকে এ বয়সে কারাগারে রাখা অমানবিক। তিনি নিজে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। বসতে পারেন না। তাকে ধরে ধরে বসাতে হয়। বাথরুমে ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের ছোট্ট একটি সিটে তাকে রাখা হয়েছে। তিনি নড়াচড়া করতে পারেন না। আদালত মানবিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে জামিন দিতে পারেন।

২০১৮ সালের ২৯ অক্টোবর জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াকে সাত বছরের কারাদন্ড ও ১০ লাখ টাকার অর্থদন্ড দেয় আদালত। এর পর ওই বছরের ১৮ নভেম্বর বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে জামিন ও খালাস চেয়ে হাইকোর্টে আপিল করেন খালেদা জিয়া। সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী এখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ৩৬টি মামলা রয়েছে।এর মধ্যে দুর্নীতির মামলা ৫টি- জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট, জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, নাইকো, গ্যাটকো ও বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি দুর্নীতির মামলা। এ ৫টি মামলাই সাবেক তদারকি সরকার আমলের। অন্য ৩১টি মামলা ২০১৪ সালের পর হয়েছে। এর মধ্যে ২৬টি ঢাকায়, কুমিল্লায় ৩টি এবং পঞ্চগড় ও নড়াইলে একটি করে। মূলত রাষ্ট্রদ্রোহ, হত্যা, ইতিহাস বিকৃতি, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কটুক্তি, ভুয়া জন্মদিন পালন ও ঋণখেলাপির অভিযোগে এসব মামলা হয়েছে। এসব মামলার মধ্যে দুটি ছাড়া সবকটি মামলায় খালেদা জিয়ার জামিন মঞ্জুর হয়েছে। জিয়া চ্যারিটেবল ও অরফানেজ ট্রাস্ট মামরায় জামিন পেলেই খালেদা জিয়ার মুক্তির আশা করছেন তার আইনজীবীরা। জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের নামে অবৈধভাবে তিন কোটি ১৫ লাখ ৪৩ হাজার টাকা লেনদেনের অভিযোগে ২০১০ সালের ৮ আগস্ট রাজধানীর তেজগাঁও থানায় মামলাটি করে দুর্নীতি দমন কমিশন। এ মামলার অন্য আসামিরা হলেন খালেদা জিয়ার সাবেক রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী, হারিছের তখনকার সহকারী একান্ত সচিব ও বিআইডব্লিউটিএর নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জিয়াউল ইসলাম মুন্না এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার একান্ত সচিব মনিরুল ইসলাম খান।

ডিমা হাসাওয়ে বনবিভাগের জমির উপর প্রধানমন্ত্রী আবাসের ঘর, ব্যবস্থা নিতে চিঠি বিডিওকে

হাফলং (অসম), ৩১ জুলাই (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় বনবিভাগের জমির উপর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে গৃহ নির্মাণ করাকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি অনুদান নিয়ে আবার সরকারি জমিতে গৃহ নির্মাণ করার অভিযোগ উঠেছে জনৈক বুধিরাম শর্মা নামের ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে সরকারি জমিতে বুধিরাম শর্মা নির্মাণ করেছেন গৃহ। ডিমা হাসাও জেলার সাংবার ব্লকের অধীনে উমরাংসো গরমপানি রেঞ্জের ক্রুংমিন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের উমরাংসো-লংকা সড়কের ১৯ কিলো এলাকায় বন বিভাগের জমির উপর বুধিরাম শর্মা নামের ওই ব্যক্তি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে এই ঘর নির্মাণ করেছেন। আর এ-নিয়ে দেখা দেয় বিতর্ক। বন বিভাগের জমির উপর ঘর নির্মাণ করা নিয়ে এবার ডিমা হাসাও জেলার বন বিভাগের পক্ষ থেকে আপত্তি তুলে সাংবার ব্লকের বিডিও-র কাছে গত ২৯ জুলাই এক চিঠি পাঠানো হয়েছে।

উমরাংস গরমপানি রেঞ্জের অফিসার জে এল হোজাই সাংবার ব্লকের বিডিও-র কাছে যে চিঠি পাঠিয়েছেন, তাতে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, গরমপানি রেঞ্জের ক্রুংমিন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের উমরাংসো-লংকা সড়কের কাছে বন বিভাগের জমির উপর বুধিরাম শর্মা নামের ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে ঘর নির্মাণ করেছেন যা সম্পূর্ণ অবৈধ। কারণ, বুধিরাম শর্মা যেখানে ঘর নির্মাণ করেছেন সেই জায়গাটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। তাই এ-ব্যাপারে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাংবার ব্লকের বিডিও-কে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার জে এল হোজাই।

ভারত ফের বিশ্বগুরুতে পরিণতি হবে মোহন ভাগবত

সিমডেগা (ঝাড়খণ্ড), ৩১ জুলাই (হি.স.) : ভারত ফের বিশ্বগুরুতে পরিণতি হবে। বুধবার সিমডেগার রামরেখা ধামে গিয়ে এমনই জানিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত।

বিখ্যাত এই ধামে পুজো দেন সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক। তিনি জানিয়েছেন, এই পবিত্রস্থানের জায়গা তিনি আগে শুনেছিলেন। এখানে আসতে পেরে নিজেকে ভাগ্যমান করছেন তিনি। এদিন ধাম বিকাশ সমিতি, হিন্দু ধর্ম রক্ষা সমিতি এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি। মোহন ভাগবত জানিয়েছেন, ভারত একদিন ফের বিশ্ব গুরুতে পরিণত হবে। মহন্ত উমাকানমহারাজের আমন্ত্রণে এদিন এই ধাম পরিদর্শনে আসেন তিনি। এই ধামের উন্নতি জন কাজ করে যাবে ঝাড়খণ্ড সরকার। উল্লেখ করা যেতে পারে পুরাণ মতে রাম, সীতা, লক্ষণ ১৪ বছরের বনবাস কালে কিছুদিন এখানে কাটিয়ে যান। একটি গুহার মধ্যে রাম, সীতা, লক্ষণের মূর্তি রয়েছে। কার্তিক মাসে বিশাল পুজোর আয়োজন করা হয়।

রবিবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি.স): রবিবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে। উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার থেকে উপকূলের জেলাতে ভারীবৃষ্টির সম্ভাবনা। রাজস্থান থেকে মৌসুমি অক্ষরেখা জামশেদপুর ও দিঘা হয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে বিস্তিত। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলাতেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই দুদিনে অর্থাৎ ৪৮ ঘণ্টায় দার্জিলিং সহ উত্তরের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে।

উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে ভারীবৃষ্টি চলছে। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে গত ২৪ ঘন্টায় ২০০মিমি পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের কারনে রবিবার থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে মানা। যারা সমুদ্রে রয়েছেন তাদের শনিবার সন্ধের মধ্যে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

কেননা, শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে । শনিবার উপকূলের জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে । রবি থেকে মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে । ৭ আগস্ট পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে সক্রিয় থাকবে মৌসুমি অক্ষরেখা। রবিবার বঙ্গোপসাগরে ফের নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে । পরের শুক্রবার

ছয়ের পাতায়

জম্মু ও কাশ্মীরে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে বাড়ির একাংশ ভেঙে নিহত এক ও আহত দুই

উধমপুর, ৩১ জুলাই (হি.স.) অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে বাড়ির একাংশ ভেঙে বিপত্তি। নিহত এক। পাশাপাশি আহত আরও দুই। বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরে ঘটেছে। হুড়মুড়িয়ে বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। বাকি দুইজনের চিকিৎসা চলছে। আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে চিকিৎসকেরা। অন্যদিকে উধমপুরে ধসের জেরে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জেলার ডেপুটি পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, এল কে তানেজা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে ভূমি ধস হয়েছিল। রাস্তার পরিষ্কারের কাজ এখনও চলছে। রাস্তা বন্ধ হওয়ার কারণে বহু গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বাংলার সম্পদ দিদি, দাবি পার্থর

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি.স.): জনসংযোগ বাড়াতে হবেঊ এমন নির্দেশ অনেক আগেই জারি করেছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বঊ শুরু হয়েছে ‘দিদিকে বলো’ কর্মসূচিঊ বলা হয়েছে বিভিন্ন নেতা মন্ত্রীদের জনসংযোগ বাড়িয়ে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে এই কমসূচীকেঊ সেইমত বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ‘দিদিকে বলো’ নিয়ে প্রচারের জন্য ময়দানে নামলেন তৃনমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

এদিন তাঁর মাপে ‘দিদিকে বলো’ লেখা গেঞ্জি পাওয়া না যাওয়ায় হাতে গেঞ্জি নিয়েই ছবি তুললেন পার্থবাবুঊ তিনি এদিন জানান, “আমরা বারবারই গিয়ে মানুষদের নম্বরটা দেব। যাতে সবাই কথা বলার সুযোগ পায়।‘তৃণমূলের সম্পদ যেমন কর্মী,তেমন বাংলার সম্পদ হচ্ছেন দিদি”। পাশাপাশি তাঁর আরও দাবি, “ আজ বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক হিসাবে আমি বলছি, আমরা মানুষের জন্য কাজ করছি ও আমার সবাইকে সুযোগ দিতে চাইছি সবাই যাতে দিদির সাথে কথা বলতে পারেন। জনসংযোগ করাই এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। দিদির সাথে কথা বললে সাধারণ মানুষও শান্তি পায়। এখানে সরাসরি মানুষ সুবিধা-অসুবিধার কথা বলতে পারবে। জনগনের সাথে দিদির শুধু একটি ফোনের ব্যবধান। আমরা জানি, মানুষ সেটা ব্যবহার করবেন”। লোকসভা নির্বাচনে পায়ের তলার জমি হারিয়ে কার্যত দিশাহীন হয়ে পরেছে ঘাসফুল শিবিরঊ এহেন অবস্থায় দিশা দেখাতেই পথ প্রদর্শক হয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ প্রশান্ত কিশোরঊ এই‘দিদিকে বলো’ কর্মসূচি তাঁর মস্তিস্কপ্রসূত বলেই মনে করা হচ্ছেঊ এর ফলে মানুষের সাথে যোগাযোগ অনেকটা পোক্ত হবে বলেই আশাবাদী তাঁরা। এতে যিনি বহু দূরে থাকেন,তিনিও উপকৃত হবেন। এতে আমারাও অনেক বেশি উৎসাহী। সব বিষয় মুখ্যমন্ত্রীর কানে যাবে বলেও দাবি ঘাসফুল শিবিরের।

সোপিয়ানে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের গুলি লড়াইকে ঘিরে চাঞ্চল্য

শ্রীনগর, ৩১ জুলাই (হি.স.) : নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াইয়ে চাঞ্চল্য ছড়াল জম্মু ও কাশ্মীরের সোপিয়ানে। গোপন সূত্রে থেকে খবর পেয়ে সোপিয়ানের বাদরাহামা তল্লশি অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী। সামরিক পরিভাষায় এমন ধরণের তল্লাশিকে কর্ডন এণ্ড সার্চ অপারেশন বলা হয়। অভিযান চালানোর সময় জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা। গুলির লড়াই এখনও চলছে বলে জানা গিয়েছে। এলাকার ঢোকার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় মোবাইল ও ইণ্টারনেট পরিষেবা।

উল্লেখ করা যেতে পারে বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরির নোসেরা সেক্টরে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করেছে পাকিস্তান। এদিন দুপুরে ভারতীয় সেনা ছাউনি এবং গ্রামগুলিকে লক্ষ্য করে অবিরাম ধারায় গোলাবর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী। দুই তরফের মধ্যে চলে তুমুল গুলির লড়াই। ভারতের গোলার আঘাতে ব্যাপক ক্ষতি হয় পাকিস্তানি সেনা ছাউনিগুলির।

রহস্যের সমাধান করতে হাজির ঋত্বিক

কলকাতা,১৬ জুলাই (হি.স.): রহস্যর সমাধানে নেমে পরেছে টলিপাড়ার নতুন গোয়েন্দা ঋত্বিক চক্রবর্তীঊপরিচালক প্রীতম ডি গুপ্তার নতুন ছবি ”শান্তিলাল ও প্রজাপতি রহস্য”-র সমাধানে এবার ঋত্বিকঊআজ বুধবার মুক্তি পেল ”শান্তিলাল ও প্রজাপতি রহস্য”-র প্রথম গান । পরিচালক প্রীতম ডি গুপ্তার নিজের লেখা চিত্রনাট্য ”ইঙ্ক”-এর উপর ভিত্তি করেই তৈরি হচ্ছে ”শান্তিলাল ও প্রজাপতি রহস্য”-র গল্প ।ছবিটা মূলত ইনভেস্টিগেটিভ থ্রিলার ঘরানার ঊছবির নামের মধ্যেই রয়েছে রহস্যের গন্ধ ঊকারন ছবির গল্প অনুযায়ী গোয়েন্দা ‘শান্তিলাল’ নামবে ‘প্রজাপতি’-র রহস্যের সমাধানে ঊএই ছবিতে গোয়েন্দা শান্তিলাল ভট্টাচার্যের ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তীকে। ঋত্বিকের বিপরীতে দেখা যাবে পাওলি দামকে।এই ছবিতে পাওলি, ঋত্বিক ছাড়াও দেখা যাবে গৌতম ঘোষ, চিত্রঙ্গদা চক্রবর্তী, অম্বরিশ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যদের।গায়ক আর্কের গলায় মুক্তি পেল ছবির প্রথম গানঊপ্রেক্ষাগৃহে ১৫ অগস্ট মুক্তি পাবে ‘শান্তিলাল ও প্রজাপতি রহস্য”।

অসমে বন্যা : মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে উকাপা স্বশাসিত পরিষদের ২৫ লক্ষ টাকার অনুদান

হাফলং (অসম), ৩১ জুলাই (হি.স.) : রাজ্যের বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়াল উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃপক্ষ। রাজ্যের বন্যাক্রান্তদের সাহায্যার্থে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের পক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার অনুদান দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে।

এবার রাজ্যে বন্যায় প্রায় ৫৭ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। বন্যায় ঘরবাড়ি হারিয়ে এখনও আশ্রয় শিবিরই অনেকের আস্তানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বন্যাক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন দল সংগঠন থেকে শুরু করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এরই মধ্যে বন্যা দুর্গতদের সাহায্যে আর্থিক সাহায্য প্রদান করল উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ।

বুধবার দিশপুরে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসা, চেয়ারপার্সন রানু লাংথাসার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ২৫ লক্ষ টাকার চেক উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত সোনাইয়ের বিজেপি বিধায়ক আমিনুল হক

গুয়াহাটি, ৩১ জুলাই (হি.স.) : চতুর্দশ অসম বিধানসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নয়া উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন কাছাড় জেলার অন্তর্গত সোনাইয়ের বিজেপি বিধায়ক বঙ্গভাষী আমিনুল হক লস্কর। রাতাবাড়ির তদানীন্তন বিধায়ক কৃপানাথ মালাহ উপাধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দিলে গত ২ জুন থেকে এই আসন শূন্য হয়ে পড়েছিল। প্রসঙ্গত, রাতাবাড়ির বিধায়ক কৃপানাথ মালাহ ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনে করিমগঞ্জ তফশিলি সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন।

বুধবার বিধানসভায় নবনির্বাচিত উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কর গত ২০১৬ সালের নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে ১০ নম্বর সোনাই আসনে লড়ে বিজয়ী হয়েছিলেন। তিনি এবারই প্রথম বিধায়ক হয়েছেন। তাছাড়া রাজ্যের ক্ষমতাসীন বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে তিনিই একমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি।

উপাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত আমিনুল হক লস্করের সমর্থনে তিনটি মনোনয়নপত্র পেশ করা হয়েছিল। প্রথম মনোনয়নের প্রস্তাবক ছিলেন মন্ত্রী ভবেশ কলিতা। তাঁর প্রস্তাবে সমর্থন করেন বিধায়ক বিমল বরা। দ্বিতীয় প্রস্তাব রাখেন মন্ত্রী কেশব মহন্ত। তাঁর প্রস্তাবকে সমর্থন করেন উৎপল দত্ত। তৃতীয় মনোনয়নপত্র পেশ করেন মন্ত্রী প্রমীলারানি ব্রহ্ম। তাঁর প্রস্তাবে সমর্থন করেছেন বিধায়ক মনেশ্বর ব্রহ্ম। এদিকে উপাধ্যক্ষ পদে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় বিধানসভার অধ্যক্ষ হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী নতুন উপাধ্যক্ষ হিসেবে আমিনুল হক লস্করকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করেন।চতুর্দশ অসম বিধানসভার নতুন উপাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত আমিনুল হক লস্করকে শাসক-বিরোধী সকলে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁকে তাঁর নিজের আসন পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যান। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল নয়া উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্করকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আমিনুল হককে উপাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত করায় সন্তোষ ব্যক্ত করে সদনের সকল সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছাত্রাবস্থায় সারা অসম ছাত্র সংস্থার নেতা, পরবর্তীতে অসম গণ পরিষদ এবং সাম্প্রতিককালে বিজেপি-র একজন একনিষ্ঠ নেতা হিসেবে স্বকীয় গুণে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন উপাধ্যক্ষ আমিনুল।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমিনুল হক লস্কর সর্বস্তরের জাতি-জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ঐকান্তিকভাবে কাজ করছেন। আশা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন উপাধ্যক্ষের নেতৃত্বে সদনের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি হবে। পাশাপাশি বরাক-ব্রহ্মপুত্র-পাহাড়-সমতলের সকল প্রতিনিধির প্রতি সমমর্যাদা প্রদান করবেন তিনি, আশা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

একইভাবে বিরোধী কংগ্রেসের দলপতি দেবব্রত শইকিয়া বরাক উপত্যকার বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর উপাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। দেবব্রত বলেন, আমিনুল হক উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ায় কংগ্রেসও আনন্দিত। নতুন উপাধ্যক্ষ রাজ্য বিধানসভার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

অগপ-র পক্ষে দলের সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বরা, এআইডিইউএফ-এর হাফিজ বসির আহমেদ, বিপিএফ-এর প্রমীলারানি ব্রহ্ম, বিজেপি বিধায়ক তথা প্রাক্তন অধ্যক্ষ রাঞ্জিতকুমার দাস, কংগ্রেসে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ এবং অধ্যক্ষ হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী নতুন উপাধ্যক্ষ হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত আমিনুল হক লস্করকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর কাছে বিধানসভায় সমমর্যদা-সহ নিরপেক্ষ ভূমিকার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

এদিকে উপাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত তাঁকে নির্বাচিত করায় বিধানসভার সকল সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন আমিনুল হক লস্কর। বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তিনি ছাত্রাবস্থায় সারা অসম ছাত্র সংস্থার সঙ্গে জড়িত এবং পরবর্তীতে অসম গণ পরিষদ ও ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করে এখন পর্যন্ত সকলের কাছ থেকে যে সহায়-সহযোগিতা পেয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। উপাধ্যক্ষ হিসেবে সদনের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রেখে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এ-ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করেছেন আমিনুল হক লস্কর।

উল্লেখ্য, গতমাসে কোনও অজ্ঞাতপরিচয় সংগঠন থেকে লাল কালি দিয়ে বাংলাভাষায় তাঁকে ১৫ দিনের মধ্যে বিজেপি থেকে পদত্যাগ করতে হুলিয়া জারি করা হয়েছিল। চিঠির সঙ্গে পয়েন্ট (.) ৩২ পিস্তলের দুটি গুলিও আমিনুল হকের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

অসমের বর্তমান বিধানসভায় প্রথমে উপাধ্যক্ষের পদে ছিলেন রাজ্যের অন্যতম মর্যাদাসম্পন্ন শিলচর বিধানসভা আসনের দুবারের বিজেপি বিধায়ক দিলীপকুমার পাল। কিন্তু ‘প্রটোকলের যাঁতাকলে পিষ্ট’ হওয়ায় ২৩ মাস ৬ দিনের মাথায় ‘মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়তে’ উপাধ্যক্ষ পদে গত বছরের ৮ মে ইস্তফা দিয়েছিলেন দিলীপ পাল। পরবর্তীতে গত বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন ১ নম্বর তফশিলি সংরক্ষিত রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজেপি-র কৃপানাথ মালাহ। কিন্তু তাঁকে এবারের লোকসভা নির্বাচনে করিমগঞ্জ থেকে বিজেপি প্রার্থিত্ব দেয়। জয়ীও হয়েছেন। ফলে শূন্য পদে ফের বরাক উপত্যকার আরও এক তরুণ বিধায়ক, আমিনুল হক লস্কর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আজ নির্বাচিত হয়েছেন।

কারোর সম্পত্তি জোর করে দখল করতে দেব না : মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি.স): ‘কারোর সম্পত্তি জোর করে দখল করতে দেব না’, বুধবার নবান্নে এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।নরেন্দ্রপুর ও নেতাজি নগরের বৃদ্ধ দম্পতি খুনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য।

গত ৪৮ ঘণ্টায় কলকাতা ও শহরতলিতে পর পর দুই নিঃসন্তান দম্পতি খুন হয়েছেন। একটি ঘটনা ঘটেছে নেতাজি নগরে, অন্যটি নরেন্দ্রপুরে। তা নিয়ে যখন গোটা শহর জুড়ে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে, তখন পুলিশ প্রশাসনকে কঠোর বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই খুনের ঘটনা নিয়ে যথেস্থ উদ্বিগ্ন। বুধবার প্রকাশ্যে এই ঘটনায় মুখ খোলেন তিনি। শহরে বৃদ্ধ দম্পতিদের নিরাপত্তা নিয়ে আরও কড়া মুখ্যমন্ত্রী। নাম না করেই প্রমোটারদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘কারোর সম্পত্তি জোর করে দখল করে নেওয়া যাবে না। খুন করে জায়গা দখল করে কেউ রেহাই পাবে না। পুরসভা, পঞ্চায়েতগুলোকেও এবিষয়ে কড়া ভূমিকা নিতে হবে’।

শহরে একাকী বৃদ্ধ দম্পতি খুনের ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। কিন্তু এই প্রথম এই ঘটনায় মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলনে এই খুনের ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ করেন তিনি। প্রমোটারদের উদ্দেশে বলেন, ‘যদি কেউ মনে করে থাকে, একাকী বৃদ্ধ দম্পতি খুন করে তাঁদের সম্পত্তি দখল করে রেহাই পেয়ে যাবে, তাহলে তারা ভুল করছে। এই ঘটনায় পুলিশ প্রশাসন আরও কড়া পদক্ষেপ করবে’। পাশাপাশি পুরসভাগুলোকেও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, এলাকায় এই ধরনের একাকী দম্পতি থাকলে, তাঁদের নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখতে। এই ধরনের নৃশংস ও নিন্দনীয় ঘটনা যাতে না ঘটে। বুধবার নবান্নে সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘পুলিশকে বলেছি, নিঃসন্তান দম্পতির এ ভাবে খুন হলে ওই বাড়ি যেন কোনও ভাবেই প্রোমোটার দখল করতে না পারে। এলাকার মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। বাড়িটি ওই দম্পতির স্মৃতিতে সংগ্রহশালা করা যেতে পারে’।

এবিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাও করেন মুখ্যমন্ত্রী। এলাকায় যে বাড়িগুলিতে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, সেগুলিতে স্তম্ভ বসিয়ে দেওয়া হবে। সেই স্তম্ভগুলিতে যে দম্পতিদের খুন করা হয়েছে, তাঁদের নাম লেখা থাকবে। অর্থাৎ অসৎ প্রমোটাররা যাতে তাদের উদ্দেশ্যে সফল না হয়, তা রুখতেই মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা। অসৎ প্রমোটাররা যাতে ওই ধরনের জমি বা বাড়িগুলি দখল করে নিতে না পারে, তার জন্য আরও কড়া নজর রাখা হবে। এই জমি ও বাড়িগুলিকেও চিহ্নিত করে দেওয়া হবে।

গতকাল,সোমবার সকালে নেতাজিনগর এলাকার একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বছর ৮০-র দিলীপ মুখোপাধ্যায় এবং বছর ৭২-এর স্বপ্না মুখোপাধ্যায়ের দেহ। তাঁরা বাড়িতে একাই থাকতেন।

নেতাজিনগরে বৃদ্ধ দম্পতি খুনে নয়া তথ্য উঠে আসছে তদন্তকারীদের হাতে। ছ'ঘণ্টার সিসিটিভি ফুটেজে এক ব্যক্তির সন্দেহজনক গতিবিধি ধরা পড়েছে। তদন্তকারীরা আরও মনে করছেন, আততায়ীরা কেউই পেশাদার নয়। তাছাড়াও এই বাড়ির ওপর প্রমোটারদের নজর ছিল। প্রমোটার যোগ রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শহরেরর পুরনো বাড়ি দখলের জন্য এলাকার প্রোমোটারের অত্যাচারের কাহিনী কলকাতায় নতুন নয়। হুমকি, শাসানি থেকে শুরু করে খুন খারাপির ঘটনা

ছয়ের পাতায়

মহারাষ্ট্রের সোলাপুরে ভেঙে পড়ল ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ বিল্ডিংয়ের ছাদ, প্রাণহানির আশঙ্কা

সোলাপুর (মহারাষ্ট্র), ৩১ জুলাই (হি.স.): ফের বহুতল বিপর্যয় মহারাষ্ট্রেউ এবার মহারাষ্ট্রের সোলাপুর জেলায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ বিল্ডিংয়ের ছাদউ ধ্বংসস্তূপের তলায় কমপক্ষে ২০ জন চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছেউ তাঁদের মধ্যে গ্রাহক ও ব্যাঙ্ক কর্মীরাও রয়েছেনউ এখনও পর্যন্ত ১০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছেউ পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার দুপুর ১২.৩০ মিনিট নাগাদ সোলাপুর জেলার কারমালা তালুকায় অবস্থিত ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ বিল্ডিংয়ের ছাদ ভেঙে পড়ে।

সেই সময় ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র-র কারমালা ব্রাঞ্চ বিল্ডিংয়ের ভিতরে উপস্থিত ছিলেন ব্যাঙ্ক কর্মী ও গ্রাহকরাউ ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে যান কমপক্ষে ২০ জনউ ডেপুটি পুলিশ সুপার বিশাল হিরে জানিয়েছেন, দুপুর ১.১৫ মিনিট পর্যন্ত ১০ জনকে উদ্ধার করা হয়উ বাকিদের উদ্ধার করার চেষ্টা চলছেউ ঠিক কতজন ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে রয়েছেন, সে বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে কিছুই জানানো হয়নি।

যাবতীয় রহস্যের অবসান : নেত্রাবতী নদীর তট থেকে উদ্ধার সিসিডি-র কর্ণধারের দেহ, শোকস্তব্ধ পরিজন-শুভাকাঙ্ক্ষীরা

ম্যাঙ্গালুরু, ৩১ জুলাই (হি.স.): যাবতীয় উৎকণ্ঠা ও রহস্যের অবসান! প্রায় ৩৬ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে নিখোঁজ থাকার পর কর্ণাটকের দক্ষিণ কন্নড় জেলার উল্লালের কাছে (মাঙ্গালুরুর হৈগে বাজারের কাছে) নেত্রাবতী নদীর তট থেকে উদ্ধার হল কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণার জামাই তথা ক্যাফে কফি ডে (সিসিডি)-র প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক ভি জি সিদ্ধার্থর দেহ। বুধবার সকালে নেত্রাবতী নদীর তটে ভি জি সিদ্ধার্থের দেহ প্রথমে দেখতে পান মৎস্যজীবীরা। মৎসজীবীরাই পুলিশ ও উদ্ধারকারী দলকে অবগত করেন। তৎক্ষণাৎ ভি জি সিদ্ধার্থর দেহ উদ্ধার করে ওয়েনলক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা জানান, ”ক্যাফে কফি ডে (সিসিডি)-র প্রতিষ্ঠাতা আর বেঁচে নেই।” রিতেশ নামে একজন মৎসজীবী জানিয়েছেন, ”মাছ ধরার সময় দেখতে পাই একটি দেহ ভাসছে। তৎক্ষণাৎ পুলিশকে জানাই। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আমি নিজেও উদ্ধারকাজে হাত লাগাই।”

আয়কর হানা নিয়ে তীব্র অর্থ সঙ্কট দেখা দিয়েছিল সংস্থায়, কর্মীদের উদ্দেশে লিখে গিয়েছিলেন ভারতের কফি ”বাদশা” ভি জি সিদ্ধার্থ। নেত্রাবতী নদী সেতুর উপর গাড়ি থেকে নামার পরই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন সিসিডি-র কর্ণধার ভি জি সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থর খোঁজে মঙ্গলবার দিনভর নেত্রাবতী নদীতে জোরদার তল্লাশি চলে। উপকূলরক্ষী বাহিনী, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) ও ম্যাঙ্গালুরু পুলিশের যৌথ উদ্যোগে জোরদার তল্লাশি চলে নেত্রাবতী নদীতে। শেষমেশ মৃতদেহই উদ্ধার হল সিসিডি-র কর্ণধারের। পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার সকালে মাঙ্গালুরুর হৈগে বাজারের কাছে নেত্রাবতী নদীর তট থেকে উদ্ধার হয় কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণার জামাই তথা ক্যাফে কফি ডে (সিসিডি)-র প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক ভি জি সিদ্ধার্থর দেহ। সিদ্ধার্থর মরদেহ উদ্ধার হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বাক্যহারা তাঁর পরিবারের সদস্যরা। শোকস্তব্ধ শুভাকাঙ্ক্ষীরাও।

সিদ্ধার্থর মৃত্যু প্রসঙ্গে শৃঙ্গেরী বিধায়ক টি রাজেগৌড়া জানিয়েছেন, ”আয়কর দফতরের অত্যাচারে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। সমস্ত ঋণ পরিশোধ করার জন্য নিজের দু-তিনটি সম্পত্তি বিক্রি করবেন বলেও ভেবেছিলেন।” বিধায়ক টি রাজেগৌড়া আরও জানিয়েছেন, ”পরিবারের সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, পৈতৃক ভিটে বেলুড় তালুকে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গন্ডাছড়ায় স্কুল পরিদর্শন শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই ।। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ ধলাই জেলার গন্ডছড়া সফর কালে বুধবার বেশ কয়েকটি স্কুল পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে স্কুলগুলির বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী বিস্তারিতভাবে অবহিত হন। এদিন সকাল ৯টায় তিনি প্রথমেই যান গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে।

তারপর একে একে গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, আনন্দমোহন রোয়াজা হাইস্কুল, পূর্ব বুলংবাসা হাই স্কুল পরিদর্শন করেন। সবশেষে শিক্ষামন্ত্রী কবিগুরু ররীন্দ্রনাথ স্মৃতি বিদ্যাভবন দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন। সফরকালে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী। ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছ থেকে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। গন্ডাছড়া সফরকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রত্যন্ত গন্ডাছড়া মহকুমা স্কুলগুলিতে বিষয় শিক্ষক, পরিশ্রুত পানীয় জল, শৌচাগার সহ অন্যান্য কিছু পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তর পরিচালিত ছাত্রাবাসগুলিও কিছু কিছু সমস্যায় জর্জরিত। এইসব বিষয় খতিয়ে দেখেছেন শিক্ষামন্ত্রী।

তিনি বলেন, বিদ্যালয়গুলিতে পঠন পাটনের কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। আগাম কোন কিছু না জানিয়েই বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত রয়েছে কিছু শিক্ষক। বিষয়টি নজরে এসেছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্য সর্বত্রই গুণগত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, উনার ধারনা ছিল হয়ত প্রত্যন্ত গন্ডাছড়া স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পঠন পাঠনে ঘাটতি থাকবে। কিন্তু সেই ভুল ভেঙে গেছে। ঐ এলাকার ছাত্রছাত্রীও যথষ্ট মেধা সম্পন্ন তাদের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। যেসব সমস্যা নজরে এসেছে সেগুলি শীঘ্রই সমাধানের চেষ্টা করবেন বলে আশ্বস্থ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার কৈলাসহর কলেজের নবীন বরণ উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। গন্ডাছড়াতেই তিনি রাত্রি যাপন করেছেন। সেই সুবাদে বুধবার সকালে এলাকার কিছু স্কুল ও ছাত্রাবাস পরিদর্শন করে ঐ এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন তিনি ।

এদিকে, শিক্ষার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যারই সমাধান সম্ভব। প্রকৃত শিক্ষাই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আজ স্থানীয় টাউন হলে গন্ডাছড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন হতে হবে। তবেই তারা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বাবা-মাকে যেমন শ্রদ্ধা করতে হবে তেমনি প্রতিবেশীর দুঃখ কষ্টেও ঝাপিয়ে পড়তে হবে। ছোটবেলা থেকেই এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠলে সমাজই লাভবান হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা বলেন, মহকুমার গরিব অংশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা গন্ডাছড়া কলেজের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন। তিনি এই কলেজটির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন এবং বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে মহাবিদ্যালয়ে একটি সাইকেল স্ট্যান্ড তৈরি করে দেবার ঘোষণা দেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. শৌভিক বাগচি। অনুষ্ঠানে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

আমবাসায়

● প্রথম পাতার পর

একটি এলসিডি টিভি উদ্ধার করে পুলিশ। খবর পেয়ে টিভির মালিক দীপক দেব ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।খবর দেওয়া হয় আমবাসা থানায়। তারপর ধৃতদের আমবাসা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মিছিল

● প্রথম পাতার পর

থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে আবার কংগ্রেস ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। মিছিলে যুব কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের পাশাপাশি, মহিলা কংগ্রেস এবং এনএসইউআই-এর সদস্য সদস্যারা অংশগ্রহণ করেছেন।

ধুন্ধুমার

● প্রথম পাতার পর

লোকজন এগিয়ে এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। কেউ বলছেন দোকান মালিকের দোষ, আবার কেউ বলছেন স্কুটি চালকের ভুল হয়েছে।

গেমের উদ্বোধন

আটের পাতার পর

সেই মতো এই গেমটি এদিন উদ্বোধন হয়। গেমটি খুললেই দেখা যাবে তার মধ্যে লেখা রয়েছে আমি আকাশপথের যোদ্ধা গর্বিত এবং নির্ভীক। প্রতিটি পদক্ষেপেই দেশের মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষিত করব। শত্রু এলাকায় গভীরে ঢুকে হামলা চালিয়ে ফিরে আসব। এই গেমটি অভিনব বর্তমানের মতো একটি চরিত্র রয়েছে। দেশের তরুণ প্রজন্মকে আরও বেশি উৎসাহী করতে যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এদিন তা ফের স্পষ্ট করে দেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বের একমাত্র পাইলট হিসেবে এফ১৬ বিমান গুঁড়িয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন অভিনন্দন বর্তমান।

সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

পাচের পাতার পর

পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে দফায় দফায় বৃষ্টি চলবে ।

বৃহস্পতিবার কলকাতার আকাশ থাকবে প্রধানত মেঘলা। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভবনা। আদ্রতা জনিত অস্বস্তি থাকবে। বুধবার অবশ্য কলকাতার আকাশ ছিল মেঘলা। দফায় দফায় কয়েক পশলা বৃষ্টিও হয়েছে। আবহাওয়াবিদরা জানান, এদিন রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন, ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে বেশি। বাতাসে অপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯২ শতাংশ। সর্বনিম্ন,৬৫ শতাংশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় নি।

মুখ্যমন্ত্রী

পাচের পাতার পর

পর্যন্ত হয়েছে অতীতে। শুধু কলকাতা কেন, ইদানীং শহরতলিতেও এ ধরনের ঘটনার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি হিন্দমোটরের বৈদিকপাড়ায় এক প্রৌঢ়ার মৃত্যুর পর তাঁর বাড়ি দখলের চেষ্টায় নেমেছিল স্থানীয় কিছু প্রোমোটার। কিন্তু এলাকার মানুষের বাধায় তা সফল হয়নি।

খুনের ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার আগেই এদিন তিনি উদ্বেগ জানান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি পুলিশকে বলেছি নেতাজি নগর ও নরেন্দ্রপুর, দু'টি খুনের ঘটনা নিয়েই যেন সিরিয়াসলি তদন্ত করে। দোষীদের দ্রুত ধরার ব্যবস্থা করে। এ ব্যাপারে তদন্তও ঠিকঠাক এগোচ্ছে। এর পরই প্রোমোটার চক্রের কারসাজি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাড়ছে কর

● প্রথম পাতার পর

জলের জন্য আগরতলা শহরে ৩টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট রয়েছে। তাঁর দাবি, সব মিলিয়ে প্রতি বছর জল সরবরাহে ৫ কোটি টাকা শুধু জলের অপচয়ের কারণে খরচ হচ্ছে।

স্বাভাবিক

● প্রথম পাতার পর

বিলও আংশিক সমর্থন করে আইএমএম-র ত্রিপুরা শাখা। তাতে, সংগঠনের অভ্যন্তরে মতানৈক্য দেখা দিতে পারে। এ-বিষয়ে ডা. সৌভিক জানিয়েছেন, বিলের কিছু অংশ রাজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ফলে, রাজ্য সরকার ওই বিষয়ে চিকিৎসকদের স্বার্থে আইন আনলে, তাতে কোনও আপত্তি নেই। তিনি বলেন, গতকাল এ-সমস্ত বিষয় নিয়ে আইএমএ ত্রিপুরা শাখার সদস্যদের সাথে বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে বিষয়গুলি নিয়ে রাজ্যে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে বলে স্থির হয়েছে।

মানহানি

● প্রথম পাতার পর

ধারার ওই মামলা করেছিলেন দাস। এর পর থেকে আদালতে শুনানি শুরু হয়। বাদি-বিবাদি উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনেছেন আদালত। তাছাড়া, বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ আদালতে পেশ করা হয়েছে। আজ ওই মামলায় চূড়ান্ত শুনানির আদালত অভিযুক্তদের সমস্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। আদালত থেকে বেরিয়ে রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে মানহানির কোনও প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন অভিযোগকারী। কারণ, ওই সময় সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের সম্মাননা নিয়ে প্রকৃত সত্যই তুলে ধরেছিলাম। তাই, আজ আদালত মানহানির মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

ইভিএম

● প্রথম পাতার পর

দাঁড়িয়ে তাঁকে সমর্থন জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।এরপরই তিনিও বলেন, ‘ব্যালটের দাবিতে ২১ জুলাই সভা করেছি আমরা। ২১ আগস্ট মুম্বইতে একই রকমের সভা করবে রাজ ঠাকরের দল । এখানে আসার আগে রাজ ঠাকরে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন । আজ আমার সঙ্গে দেখা করলেন। আমরা সবাই ইভিএম নয়, ব্যালট চাই’। এই ইস্যুতে যে আগামিদিনে আন্দোলন আরও জোরদার করবে বিরোধীরা সেই ইঙ্গিতও দেন তৃণমূল নেত্রী ।

কয়েক মাসের মধ্যেই মহারাষ্ট্রে হতে চলেছে বিধানসভা নির্বাচন। সূত্রের খবর, তখন নবনির্মাণ সেনার প্রচারে অংশগ্রহণ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাজ ঠাকরে । এবং তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো । রাজনৈতিক মহলের মতে, মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস-এনসিপির দুর্বলতার কথা মাথায় রেখে বিজেপিকে জোর টক্কর দিতে চাইছে মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা । এবং সেজন্য আসন্ন মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে কোমর বেঁধে ঝাঁপাতে চাইছেন রাজ ঠাকরে । রাজ্যে বিজেপি বিরোধী প্রধান মুখ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন বাল ঠাকরের ভাইপো ।

আগামী ২১ অগাস্ট ইভিএম নয় ব্যালটের দাবিতে মহারাষ্ট্রের আয়োজিত সভায় তৃণমূল কংগ্রেস থাকাবে বলেও আজ জানান তৃণমূনেত্রী। পাশাপাশি দেশজুড়ে যে ভাবে সিবিআইকে কাজে গালিয়ে দেশের শিল্পপতিদের ভয় দেখানো হচ্ছে সেই প্রসঙ্গেও এদিন আবারও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাসপেন্ড

● প্রথম পাতার পর

হয়েছিল। পুলিশ সুপার ভীষণ বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, সাব-ইন্সপেক্টর দীপাঞ্জনা সিনহা কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবও দেননি। তাই, তাঁর বিরুদ্ধে থানায় মামলা করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি তিনি ওই পাঁচটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা অন্য আধিকারিকদের হস্তান্তর করেন।

উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ওই মহিলা পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তেও দোষ প্রমাণিত হয়েছে। তিনি কখনওই দায়িত্ব পালনে যত্নশীল ছিলেন না। শুধু তা-ই নয়, মানুষের প্রতি পুলিশের দায়বদ্ধতা নিয়েও তিনি উদাসীন বলে মনে হয়েছে। তাই, পদের অপব্যবহার, গাফিলতি, কর্তব্যে অবহেলা এবং দায়িত্ব পালনে অবাধ্যতার জন্য সাব-ইন্সপেক্টর দীপাঞ্জনা সিনহাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

ভানুপদবাবু বলেন, পুলিশ জনসাধারণের নিরাপত্তায় নিয়োজিত। তাই, পুলিশের প্রতি মানুষের অগাধ আস্থা থাকা খুবই জরুরি। কিন্তু, দায়িত্ব পালনে অবহেলা জনসাধারণের কাছে পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে। তা কখনওই বরদাস্ত করা উচিত নয়। তাই, এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, আগামীদিনেও এভাবেই দায়িত্বহীন পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন, বলেন তিনি।

তরজা

● প্রথম পাতার পর

মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় আজ ই-রিকশা নিয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, কোনও বেআইনি কাজে রাজ্য সরকার চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। ফলে, ১ আগস্ট থেকে ই-রিকশায় নিষেধাজ্ঞা জারির সিদ্ধান্তে কোনও বদল আনা হবে না। তাঁর বক্তব্য, অন্তত ৭ মাস ধরে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু, অনেক ই-রিকশা পরিবহণ দফতরের অধীনে নথিভুক্ত হয়নি। তাঁর কথায়, অনুমোদন ছাড়া ই-রিকশা চলাচলে জননিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ফলে, জনগণের নিরাপত্তার সাথে কোনও আপস করা সম্ভব হবে না। কারণ, অনুমোদনহীন ই-রিকশা দুর্ঘটনার কবলে পড়লে যাত্রীরা বিমার সুযোগ পাবেন না। তাছাড়া, ওই ই-রিকশা চালকের বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া যাবে না।

এদিন তিনি প্রাক্তন পরিবহন মন্ত্রীকে বিঁধে বলেন, অনেক দেরিতে তাঁর বোধগম্য হয়েছে। তবে, আগে এ-নিয়ে চিন্তা করলে আজ ওই ই-রিকশা চালকরা সমস্যায় পড়তেন না। প্রণজিৎ সিংহরায়ের কথায়, পূর্বতন বাম সরকার বেআইনি ব্যবসাকে উৎসাহ দিয়ে মানুষের অনেক ক্ষতি করেছে। তার খেসারত এখন আমাদের দিতে হচ্ছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকারও ই-রিকশা চালকদের নিয়ে চিন্তিত। কারণ, আমরা তাঁদের বিরুদ্ধে নই। তবে বেআইনি কোনও কিছুই বরদাস্ত করা হবে না, সাফ জানালেন তিনি।

তাঁর কথায়, আগামীকাল থেকে অনুমোদনহীন ই-রিকশা নিয়ে প্রশাসন আইন মেনে ব্যবস্থা নেবে। ফলে, ওই ই-রিকসা চালকদের যানবাহন নিয়ে রাস্তায় বের না হওয়াই উচিত। তিনি জানিয়েছেন, আগামীকাল থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রশাসন সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছে।

কংগ্রেস সাংসদ

আটের পাতার পর

যদি গোটা দেশ তাঁর পাশে থাকে, তবে আমিও তাঁর সঙ্গে থাকতে চাই। রাজ্যসভা এবং পার্টির সদস্যপদ থেকে আমি পদত্যাগ করেছি।’ এরপর এদিন স্ত্রী, উত্তর প্রদেশে অল ইন্ডিয়া প্রফেশনাল কংগ্রেস পার্টির প্রাক্তন চেয়ারপার্সন, অমিতা সিংয়ের সঙ্গেই বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জে পি নাড্ডার উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিলেন সঞ্জয় সিং।

ইয়েদুরাপ্পা

আটের পাতার পর

আধিকারিকদের হয়রানির শিকার হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন ভি জি সিদ্ধার্থ’, এমন দাবি করে এদিন লোকসভায় মুলতুবি প্রস্তাব দেন কংগ্রেস সাংসদ মনীশ তিওয়ারি। সিদ্ধার্থর মৃত্যু প্রসঙ্গে শৃঙ্গেরী বিধায়ক টি রাজেগৌড়া জানিয়েছেন, ”আয়কর দফতরের অত্যাচারে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। সমস্ত ঋণ পরিশোধ করার জন্য নিজের দু-তিনটি সম্পত্তি বিক্রি করবেন বলেও ভেবেছিলেন।” বিধায়ক টি রাজেগৌড়া আরও জানিয়েছেন, ”পরিবারের সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, পৈতৃক ভিটে বেলুড় তালুকে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।”

যোগ দিলেন দলত্যাগী এনসিপি বিধায়কেরা

মুম্বই, ৩১ জুলাই (হি.স.): যাবতীয় জল্পনার অবসান। শিবেন্দ্র রাজে-সহ মোট তিনজন এনসিপি বিধায়ক বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিলেন। মহারাষ্ট্রে ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) বিধায়ক শিবেন্দ্র রাজে ভোসালে, চিত্রা ওয়াঘ এবং নবি মুম্বইয়ের এনসিপি বিধায়ক সন্দীপ নায়েক এদিন যোগ দিলেন বিজেপিতে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ। মহারাষ্ট্রের বিধানসভার স্পিকার হরিভাউ বাগাড়ের কাছে মঙ্গলবার নিজেদের পদত্যাগপত্র জমা দেন শিবেন্দ্র রাজে ভোসালে, চিত্রা ওয়াঘ এবং সন্দীপ নায়েক। এরপর এদিন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপি যোগ দিলেন তাঁরা।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের

● প্রথম পাতার পর

বিজয় মিছিলটি এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছে। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী এলাকার শান্তি সম্প্রতির পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে, রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে ফলাফলকে ঘিরে কৈলাসহরে উত্তেজনায় পুলিশের লাঠিচার্জে ৬ জন আহত হয়েছেন। তবে, এই ঘটনার জন্য প্রশাসনকেই দায়ি করা হচ্ছে। কংগ্রেস নেতা বীরজিৎ সিনহার অভিযোগ, আগাম ঘোষণা ছাড়াই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। তাছাড়া, গত বছর ১৪৪ ধারা গণনা কেন্দ্রের ১০০ মিটার এলাকায় বলবৎ করা হয়েছিল। এবছর তা বাড়িয়ে ২০০ মিটার করা হয়েছে। ফলে, জমায়েতকে ঘিরে পুলিশের ভূমিকায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। তাতে, লাঠিচার্জে কয়েকজন আহত হয়েছেন।

আজ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণায় কৈলাসহর কোর্ট চত্বরে উত্তেজনায় শাসক-বিরোধী উভয় শিবিরের কর্মীরা পুলিশের মার খেয়েছেন। তবে, বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, নির্বাচনী ফলাফল কংগ্রেসের অনুকূলে দেখেই বিজেপি যুব মোর্চার কর্মীদের উপর চড়াও হন কংগ্রেস কর্মীরা। তাতে, বিজেপি ঊনকোটি জেলা যুব মোর্চা সভাপতি আহত হয়েছেন।

এই ঘটনায় পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা ছুটে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। তাতে, রাজনৈতিক দলের কর্মীরা যেখানে জমায়েত হয়েছিলেন সেখান থেকে তাদের সরিয়ে দেয় পুলিশ। মূলত, ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকায় গণনা কেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকায় জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। অথচ, এ-বিষয়ে কোন রাজনৈতিক দলই অবগত ছিল না। ফলে, তখন পুলিশের রাজনৈতিক দলের কর্মীদের খন্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঊনকোটি জেলা পুলিশ সুপার লাকি চৌহান লাঠিচার্জের নির্দেশ দেন। তাতে, কংগ্রেস ও বিজেপি দলের ছয়জন কর্মী আহত হয়েছেন।

এ-বিষয়ে ঊনকোটি জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। জমায়েতকে ঘিরে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু, নিরাপত্তা কর্মীদের হস্তক্ষেপে এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। তিনি জানান, এলাকায় পুলিশ, টিএসআর সহ সিআরপিএফ জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়েছে।

পদ্মফুল

● প্রথম পাতার পর

সুধাংশু ভট্টাচার্য বিজয়ী হয়েছেন। এছাড়া পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের জিরানীয়া ব্লকের ২টি আসনের মধ্যে ৭ নং আসনে বিজেপি প্রার্থী বর্ণালী দেব, ৮ নং আসনে বিজেপি প্রার্থী রেখা দাস (কর্মকার) জয়ী হয়েছেন।

এদিকে, সোনামুড়া মহকুমার কাঁঠালিয়া ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতির দুইটি আসন এবং জিলা পরিষদের দুইটি আসনে নির্বাচন হয়। পঞ্চায়েত সমিতির ১ নং আসনে বিজেপি প্রার্থী মনিকা বেগম জয়ী হন। কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির ৪ নং আসনে বিজেপি প্রার্থী শ্রীদাম শীল জয়ী হয়েছেন। কাঁঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত সিপাহীজলা জিলা পরিষদের ১২ নং আসনে বিজেপি প্রার্থী রতন দাস বিজয়ী হয়েছেন। জিলা পরিষদের ১৩ নং আসনে বিজেপি প্রার্থী মায়া রাণী দেবনাথ বিজয়ী হয়েছেন।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাতচাঁদ ব্লকের দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ৩টি আসনেই বি জে পি প্রার্থীগণ জয়লাভ করেছেন। জিলা পরিষদের ১৪ নং আসনে বি জে পি প্রার্থী কাকলি দাস (দত্ত), ১৫ নং আসনে বি জে পি প্রার্থী দেবাশিষ মজুমদার এবং ১৬ নং আসনে বি জে পি প্রার্থী কণা দে জয়লাভ করেছেন।

এদিকে, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিরানীয়া ব্লকের বড়জলা বীণাপানি পঞ্চায়েতের ৩, ৪, ৫ ও ৭ নং আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ জয়ী হয়েছেন। এই ব্লকের হরিজয় চৌধুরী গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং আসনেও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী বিজয়ী হন।

জিরানীয়া ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ৭নং আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী বর্ণালী দেব, ৮নং আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী রেখা দাস (কর্মকার) জয়ী হয়েছেন।

এদিকে, জিলা পরিষদ নির্বাচনে বিশালগড় আর ডি ব্লকের অন্তর্গত ৫টি আসন ও চড়িলাম ব্লকের ২টি আসন রয়েছে। এই ৭টি আসনের মধ্যে বিশালগড় ব্লকে ১,২,৩ এবং ৪নং আসনে ও চড়িলাম ব্লকের ২টি আসনে বি জে পি প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন। এর মধ্যে জিলাপরিষদের ৫নং আসনে বি জে পি প্রার্থী দিলীপ কুমার দাস জয়লাভ করেছেন। আজ বিশালগড় আর ডি ব্লক কার্যালয়ের গণনা কেন্দ্রে সকাল ৮টা থেকে ১৪টি টেবিলে ভোট গণনা শুরু হয়। চড়িলাম ব্লকের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ১২৫টি আসনে বি জে পি প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন। চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতির ১১টি আসনে বি জে পি প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন। বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত ৩৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৪৩টি আসনে ও পঞ্চায়েত সমিতির ১৫টি আসনে বি জে পি প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বদ্বিতায় বিজয়ী হন।

তেপানীয়া আর ডি ব্লকের অন্তর্গত গোমতী জিলা পরিষদের ১, ২, ৩ এবং ৪ নং আসনে বি জে পি প্রার্থীগণ বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন। ১ নং আসনে বি জে পি প্রার্থী টিটন পাল, ২ নং আসনে বি জে পি প্রার্থী পুতুল দাস (মণ্ডল), ৩ নং আসনে বি জে পি প্রার্থী স্বপন অধিকারি এবং ৪ নং আসনে বি জে পি প্রার্থী শিবন দাস জয়ী হয়েছেন। উল্লেখ্য, তেপানিয়া পঞ্চায়েত সমিতির ১৩টি আসন এবং ব্লকের ১৯টি পঞ্চায়েতের ১৯৫টি আসনে বি জে পি প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছেন।

সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত নলছড় ব্লকে জিলা পরিষদের ৯ নং আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী বেলা দেবনাথ জয়ী হয়েছেন। তাছাড়া নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির ৯ নং আসনে নির্দল প্রার্থী চন্দন দেবনাথ জয়ী হয়েছেন। নলছড় ব্লকের আর ও সঞ্জিব চাকমা এ তথ্য জানান।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে শান্তিরবাজার মহকুমার জোলাইবাড়ি ও বোকাফা ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ৪টি আসনের মধ্যে জোলাইবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ১১ নং আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী সুভাষ নন্দী, ১২ নং আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী সুমন চন্দ্র দাস, ১৩ নং আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী রুমা বৈদ্য পাল এবং বোকাফা ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ৭ নং আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী মন্দিরা মজমদার দাস জয়ী হয়েছেন। উল্লেখ্য, জোলাইবাড়ি ব্লকের ১৪টি গ্রাম প'ায়েতের ১৪০টি আসনে এবং পঞ্চায়েত সমিতির ১১টি আসনে পূর্বেই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। অপরদিকে, বোকাফা ব্লকের ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮০টি আসনে এবং পঞ্চায়েত সমিতির ৯টি আসনে ইতিপূর্বেই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বদ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। জোলাইবাড়ি এবং বোকাফা ব্লকের রিটার্নিং অফিসার এই সংবাদ জানিয়েছেন।

এদিকে, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের অন্তর্গত খোয়াই জিলা পরিষদের ১০ ও ১২ নং আসনে ভোট গণনা সম্পন্ন হয়েছে। খোয়াই জিলা পরিষদের ১০ নম্বর আসনে বি জে পি প্রার্থী শেখর কুমার দাস এবং ১২ নম্বর আসনে বি জে পি প্রার্থী সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস জয়ী হয়েছেন। তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের অন্তর্গত খোয়াই জিলা পরিষদের ৪টি আসনের মধ্যে ২টি আসনে পূর্বেই বি জে পি প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

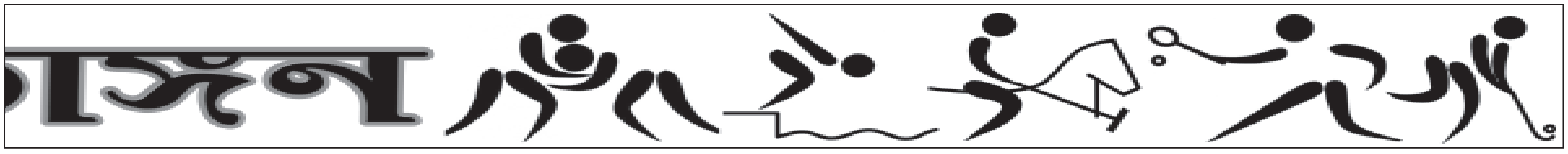

সংশয়ের জবাব দিতে গতি বাড়াচ্ছে 'ধিং এক্সপ্রেস'

অখ্যাত গ্রামের মেয়ে এখন জাতীয় সেলিব্রিটি। চেয়েছিলেন ফুটবলার হতে। এখন অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাকে ঝড় তোলেন। হিমা দাসের উত্তরণ নিয়ে লিখলেন অনির্বাণ সেনগুপ্ত।কানধুলিমারি গ্রামের নাম শুনেছেন? ব্রহ্মপুত্রের তীরে হাজার পাঁচেক জনসংখ্যার সেই গ্রামকে কে—ই বা চিনত এক বছর আগে! গরিব পরিবারগুলোর নিস্তরঙ্গ জীবনে ব্রহ্মপুত্রের ঢেউ কোনও পরিবর্তন আনতে পারেনি এতকাল। সেই কানধুলিমারি এখন তার এক মেয়ের জন্য গর্বিত। সেই কানধুলিমারি এখন আনন্দে উদ্বেল সেই মেয়ের জিয়নকাঠির স্পর্শে। সেই অখ্যাত কানধুলিমারির এখন জগৎজোড়া নাম। সেই মেয়ের সৌজন্যে।আসামের নগাঁও জেলাসদর থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে ধিং শহর। সেখান থেকেই যাওয়া যায় অধুনা বিখ্যাত গ্রামে। মেয়েটি তখন পড়ত ধিং পাবলিক হাইস্কুলে। ফুটবল খেলতে কী ভালই না বাসত! স্কুলের মাঠে ছেলেদের সঙ্গে টক্কর নিত ফুটবলে। সেই মেয়ের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠত না ছেলেবন্ধুরা। এভাবেই বাড়ছিল ফুটবলের প্রতি আসক্তি। বড় স্ট্রাইকার হতে হবে। দেশের নাম উজ্জ্বল করতে হবে। শীর্ণ শরীর। কিন্তু চোখ দুটো স্বপ্নমেশানো অশ্রুসিক্ত। দারিদ্র্যের ছাপ শরীরে। তবু অদম্য মনোবল এনে দিত ছেলেদের পা থেকে বল কেড়ে নেওয়ার অফুরন্ত শক্তি। জওহর নবদয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক শামসুল হক। উঁচু ক্লাসে মেয়েটা তখন ওই স্কুলেই পড়ত। সেখানেই ফুটবলে মেয়েটির তাক লাগানো গতি দেখে অবাক হন শামসুল। কয়েকদিন পর্যবেক্ষণের পর মেয়েটিকে ডেকে বিদ্যালয়ের ক্রীড়াশিক্ষক গৌরীশঙ্কর রায়ের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। নিজেও বোঝালেন, ভারতে মহিলা ফুটবলের ভবিষ্যৎ কোথায়? বরং...।গত বছরের ১২ জুলাই। ফিনল্যান্ডের ট্যামপেয়ারে ৪০০ মিটারের ফাইনালে দৌড়চ্ছেন সেই মেয়ে। ১০০ মিটার বাকি। তিনজনের পেছনে তিনি। ধীরে ধীরে গতি বাড়ালেন। পেছনে ফেললেন একজনকে। পরে বাকি দু'জনকেও। ভারতের অ্যাথলেটিক্স ইতিহাসে তৈরি হল সোনার অধ্যায়। অনূর্ধ ২০ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে সোনা জিতলেন সেই মেয়ে। গতিকে কাজে লাগিয়ে শেষ ১০০ মিটারে তিনজনকে একে একে টপকে বাজিমাত করছেন এক সোনার মেয়ে। ইউটিউবে সেই দৃশ্য লক্ষ মানুষের হৃদয় জিতেছিল।জহুরি জহর চেনে। শামসুল চিনেছিলেন হিমা দাসকে। ছাত্রীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ফুটবল নয়, অ্যাথলেটিক্সের ট্র্যাকে দৌড়তে। স্যারের কথা শুনেছিলেন বাধ্য ছাত্রী। শুনেছিলেন বলেই হিমা হারিয়ে যাননি অন্ধকারে। শুনেছিলেন বলেই এক সম্ভাবনার জন্ম হয়েছিল ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সে।ট্র্যাককে আপন করলেও ফুটবলের প্রতি ভালবাসা একটুও কমেনি হিমার। একবার ধিংয়ে মহিলা ফুটবলের আসর বসেছিল। অ্যাথলেটিক্সের প্রস্তুতির ফাঁকেই কানে গিয়েছিল খবর। হিমা খেলতে চাইলেন। অনেক অনুরোধের পর একটি দলের হয়ে সুযোগ পেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ার্ধে নেমেই গোল। তারপর থেকে এলাকায় কোনও প্রতিযোগিতা হলে হিমাকে 'ভাড়া' করত ওই দলটি। ম্যাচ পিছু পেতেন ৪০০—৫০০ টাকা! বাবা রণজিৎ দাস কৃষক। মা জোনালিও চাষের কাজে সাহায্য করেন স্বামীকে। পাঁচ ভাই—বোনের মধ্যে ১২ ক্লাস পাশ হিমা বড়। অ্যাথলেটিক্সে তাঁর প্রথম কোচ বাবা রণজিৎই। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরও মেয়ের সঙ্গে দৌড়তেন ভোর ৪টেয় উঠে। ভাল মাঠ ছিল না গ্রামে। তাই হিমাকে দৌড়তে হত ধানখেতের ওপর দিয়েই।বছর আড়াই আগে গুয়াহাটিতে হয়েছিল আন্তঃ জেলা মিট। সেখানেই কোচ নিপন দাসের নজরে পড়েন হিমা। সেই দেখার অভিজ্ঞতা পরে বলেছেন নিপন, 'খুব অল্পদামের জুতো পরেছিল মেয়েটা। তবু জিতেছিল ১০০ আর ২০০ মিটারে সোনা। দৌড়চ্ছিল হাওয়ার বেগে। ওই বয়সে এমন ট্যালেন্ট আমি এর আগে দেখিনি।' তিনিই হিমাকে নিয়ে গেলেন গুয়াহাটির স্পোর্টস অ্যাকাডেমিতে। সেই সিদ্ধান্তও বদলে দিয়েছে হিমার জীবন। যে সিদ্ধান্ত অনুঘটকের কাজ করেছে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সকে আলোকিত করতে।২০১৮ সালে জাকার্তা এশিয়ান গেমসে বড় সাফল্য পেয়েছেন হিমা। ৪০০ মিটারে রুপো জেতেন ৫০.৭৯ সেকেন্ডে, যা জাতীয় রেকর্ড। ৪শ্র৪০০ মিটার রিলে এবং ৪শ্র৪০০ মিটার মিক্সড রিলেতে সোনা জেতেন। সামগ্রিকভাবে ২০১৮ সাল হিমাকে আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্সে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তাই এশিয়ান গেমসের পরই অ্যাডিডাস চুক্তি সেরে ফেলেছে 'অর্জুন' হিমার সঙ্গে। ভারতের প্রথম ইউথ অ্যাম্বাসাডর হিসেবে তাঁকেই বেছে নিয়েছে ইউনিসেফ। ১৯---এর মেয়ে ১৯ দিনে জিতেছেন পাঁচটি সোনা! হিমা এখন গোটা দেশের কাছে সেলিব্রিটি। যাঁকে একডাকে চেনেন দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ক্রিকেট অধিনায়ক, বলিউডের তাবড় নায়ক—নায়িকারা। কিন্তু অনবরত সাফল্যেও মাথা ঘুরে যায়নি হিমার। পা আছে মাটিতেই। পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্রে পরপর সোনা জেতার সময়েও ভুলে যাননি নিজের রাজ্যের কথা। বিধ্বংসী বন্যায় ভাসছে অসম। অসহায় মানুষের কথা ভেবেই হিমা জানিয়ে দিয়েছেন, মাসিক বেতনের অর্ধেক তিনি দান করবেন অসমের বন্যাত্রাণে। লড়াকু হিমার মানবিক রূপ দেখেছে গোটা দেশ। তবুও সংশয়। তবুও প্রশ্ন। পাঁচটি সোনা জিতলেও হিমার সময় নিয়ে অনেকেই পারছেন না সন্তুষ্ট হতে। কেউ বলছেন, হিমার আসল পরীক্ষা তো শুরু এবার। দোহায় অনুষ্ঠেয় আসন্ন বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের জন্য কি যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন তিনি? কেউ বলছেন, টোকিও অলিম্পিকে যাওয়ার স্বপ্ন এখনও অনেক দূরে। কিন্তু তিনি? এত কথায় মন নেই তাঁর। প্রথম ১০০ মিটারে সোনা জেতার সময় বয়স ছিল মাত্র ১৩! তখন কি কেউ ভেবেছিল পাঁচ---ছ'বছর পর ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম হবে হিমা দাস? তিনি জানেন, লক্ষ্যে অবিচল থাকলে সাফল্য ধরা দেবেই। তৈরি হচ্ছেন 'ধিং এক্সপ্রেস'। গতি বাড়িয়ে সব সংশয় দূর করতে। সব প্রশ্নের জবাব দিতে। অপেক্ষায় আসমুদ্রহিমাচল। অপেক্ষায় কানধুলিমারিও। যে গ্রামের নানা জায়গায় এখন ব্যানারে লেখা থাকে 'হিমা দাসের গ্রামে আপনাকে স্বাগত'।

খেলরত্ন না পাওয়ার আক্ষেপ যাচ্ছে না হরভজন সিংয়ের

রাজীব গান্ধী খেলরত্ন সম্মানের জন্য দেশের প্রাক্তন স্পিনার হরভজন সিংয়ের মনোনয়ন বাতিল করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই দুঃখ ভুলতেই পারছেন না টার্বুনেটর। এর জন্য পাঞ্জাব সরকারের গাফিলতিকেই দায়ী করেছেন ভাজ্জি।সূত্রের খবর, খেলরত্ন সম্মান প্রাপকের যোগ্যতা অর্জনের জন্য কোনও ব্যক্তিকে যে সময়ের মধ্যে নিজ সম্পর্কিত নথি জমা দিতে হয়, তা দেরিতে দিয়েছেন হরভজন। যদিও তিনি নিজে ঠিক সময়েই নথি জমা দিয়েছেন বলে দাবি টার্বুনেটরের।নিজের ইউ টিউব চানেলে এ সংক্রান্ত এক আবেগঘন ভিডিও পোস্ট করেছেন হরভজন সিং। যেখানে তিনি তাঁর রাজীব গান্ধী খেলরত্ন সম্মানের জন্য মনোনয়ন বাতিলের দায় পাঞ্জাব সরকারের ঘাড়েই চাপিয়েছেন। জানিয়েছেন, কেন্দ্র নির্ধারিত ২০ মার্চের মধ্যেই তিনি নিজের সব নথি জমা দিয়েছেন। সেই নথি কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পাঞ্জাব সরকারের ছিল বলে স্মরণ করিয়েছেন টার্বুনেটর।কিন্তু কোনও কারণে কিংবা কারও গাফিলতিতে সেই নথি সঠিক সময়ে কেন্দ্রের কাছে পৌঁছয়নি বলে মনে করেন হরভজন সিং। নিজের ইউ টিউব চ্যানেলে পোস্ট করা ভিডিও-তে ঘটনার সত্য সন্ধানে পাঞ্জাব সরকারের কাছে তদন্তের আবেদন জানিয়েছেন।বেদনাহত হৃদয়ে ভাজ্জি বলেছেন, রাজীব গান্ধী খেলরত্ন সম্মান পাওয়ার বাসনা প্রতিটি খেলোয়াড়ের মনে থাকে। এ ধরনের সম্মান খেলোয়াড়দের কাছে অনুপ্রেরণার সমান বলেও জানিয়েছেন হরভজন। পাশাপাশি পাঞ্জাব সরকারের কাছে টার্বুনেটরের আবেদন, তাঁকে যেন আরও একবার খেলরত্নের জন্য মনোনয়ন করা হয়।

ডোপিং, ৮ মাস নির্বাসিত পৃথ্বী

আজকালের প্রতিবেদন: বড় ধাক্কা খেলেন ভারতের উদীয়মান ওপেনার পৃথ্বী শ। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে অ্যান্টি ডোপিং পরীক্ষায় ধরা পড়লেন মুম্বইয়ের এই ক্রিকেটার। 'টারবুটালাইন' কাশির ওষুধ খেয়েছিলেন পৃথ্বী। যা নিষিদ্ধ ওষুধের তালিকায় পড়ে। ভারতীয় বোর্ডের অ্যান্টি ডোপিং টেস্টে চলতি বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতার সময় পৃথ্বীর মূত্রে নিষিদ্ধ কাশির ওষুধের নমুনা ধরা পড়ে। ফলস্বরূপ ভারতীয় বোর্ডের অ্যান্টি ডোপিং নিয়ম অনুসারে পৃথ্বী শ ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত নির্বাসিত হয়েছেন। ভারতীয় বোর্ড মঙ্গলবার সরকারিভাবে জানিয়েছে। ১৬ জুলাই পৃথ্বীর বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত নেয়ছে বোর্ডের অ্যান্টি ডোপিং বিভাগ।কমিশনের সামনে নিজের সাক্ষ্যপ্রমাণে পৃথ্বী স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন, তিনি জানতেন না বিশ্বের অ্যান্টি ডোপিং সংস্থা 'ওয়াডা'র নিষিদ্ধ তালিকায় রয়েছে কাশির ওষুধ 'টারবুটালাইন'। পৃথ্বী নিজেও জানতেন না এই ধরনের ওষুধ খেলে খেলার পারফরমেন্স বৃদ্ধি পেতে পারে। কাশি হওয়ায় তিনি না জেনেই কাশির সাধারণ ওষুধ হিসেবে তা ব্যবহার করেছেন। কমিশন শুনেছে পথ্বীর বক্তব্য। কিন্তু নিয়ম অনুসারে তাঁকে সাসপেন্ড করতেও বাধ্য হয়েছে।ভারতীয় বোর্ডের অ্যান্টি ডোপিং নিয়মভঙ্গের নিয়ম অনুযায়ী দণ্ডবিধির ২.১ ধারায় শাস্তি দেওয়া হয়েছে পৃথ্বীকে। শাস্তিতে উল্লেখ রয়েছে, ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত পৃথ্বী ভারতীয় বোর্ডের অধীনস্থ কোনও রাজ্য সংস্থার হয়ে এমনকী কোনও ক্লাবের হয়ে ক্রিকেট খেলতে পারবেন না। তাঁকে নির্বাসিত অবস্থায় ১৫ নভেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত কাটাতে হবে। নিয়ম অনুসারে শাস্তির মেয়াদ ৮ মাসের হওয়ার কথা। কিন্তু পৃথ্বী শ সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল স্বীকার করায় ভারতীয় বোর্ডের অ্যান্টি ডোপিং সিস্টেম ১০.১০.২ ধারায় পেছনের তারিখ ধরে পৃথ্বীকে ২২ ফেব্রুয়ারি তাঁর মূত্র---নমুনা সংগ্রহের দিন থেকে ধরে নিয়েছে। ফলস্বরূপ পৃথ্বীকে এবারের ঘরোয়া ক্রিকেটের বেশিরভাগ ম্যাচে খেলতে দেখা যাবে না। মাঝে কোমরের পেছনের অংশে চোট পাওয়ায় পৃথ্বীকে বেশ কিছুদিন ক্রিকেটের বাইরে থাকতে হয়। যে কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের টেস্ট সিরিজে তাঁর নাম বিবেচনা করা হয়নি। সত্যি, সব মিলিয়ে বেশ খারাপ সময় যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটের উদীয়মান ক্রিকেটার পৃথ্বী শ—এর।গোটা বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন পৃথ্বী নিজে। টুইট করে জানিয়েছেন, 'ভারতীয় বোর্ডের সিদ্ধান্ত জানতে পেরেছি। নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমি ক্রিকেট খেলতে পারব না। এই কষ্ট কাউকে আমি বোঝাতে পারব না। আমি জানতাম না। সৈয়দ মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতায় মুম্বইয়ের হয়ে ইন্দোরে খেলার সময় সর্দি---কাশিতে খুব ভুগছিলাম। ফলস্বরূপ নিজের অজান্তেই কাশির ওষুধ খেয়েছিলাম। পরে জেনেছি সেটি নিষিদ্ধ। আমি এখনও নিজের পায়ের চোটের চিকিৎসা করাচ্ছি। তার মাঝে এই খবর আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। আমি ভারতীয় বোর্ডের নির্দেশ যথাযথ পালন করব। যাঁরা সবসময় আমার পাশে থেকেছেন এবং থাকেন তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ভারতীয় বোর্ডের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।'ভারতীয় বোর্ডও তাদের বিবৃতিতে জানিয়ে দিয়েছে, অ্যান্টি ডোপিং নিয়ে তাদের কড়া অবস্থান থেকে বোর্ড কখনও সরে যাবে না। কড়াভাবেই ডোপিংয়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে।

থাইল্যান্ড ওপেনে এগোলেন সাইনা, শ্রীকান্ত

ব্যাংকক: সাড়া জাগিয়েই কোর্টে ফিরলেন সাইনা নেহওয়াল। চোটের কারণে ইন্দোনেশিয়া ওপেন ও গত সপ্তাহে জাপান ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহারের পর স্ট্রেট সেটে জয় দিয়ে থাইল্যান্ড ওপেনে অভিযান শুরু করলেন বেজিং অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী শাটলার। থাইল্যান্ড ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার পথে হায়দরাবাদি শাটলার স্ট্রেট সেটে পরাজিত করলেন থাইল্যান্ডেরই বছর আঠারোর শাটলার ফিত্তায়াপর্ন চাইওয়ানকে।সপ্তম বাছাই সাইনার পক্ষে প্রথম রাউন্ডে ম্যাচের ফল ২১-১৭, ২১-১৯। এর আগে চোটের কারণে শেষ মুহূর্তে ইন্দোনেশিয়া ওপেন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন সাইনা। এরপর চোট সারিয়ে সম্পূর্ন ফিট হয়ে থাইল্যান্ড ওপেনে ফিরে আসার কারণে জাপান ওপেন থেকেও নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন প্রাক্তন বিশ্বের এক নম্বর। সেক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়া ও জাপান ওপেনে মহিলা সিঙ্গলসে দেশের একমাত্র মুখ হিসেবে ছিলেন পুসরেলা ভেঙ্কট সিন্ধু।ইন্দোনেশিয়া ওপেনের ফাইনালে ও জাপান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে আকানে ইয়ামাগুচির কাছে হেরে চলতি মরশুমে পদকজয়ের স্বপ্ন অধরাই রয়ে যায় সিন্ধুর। থাইল্যান্ড ওপেন থেকে আবার শেষ মুহূর্তে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন রিও অলিম্পিকের ব্রোঞ্জজয়ী। তাই চলতি টুর্নামেন্টের মহিলা সিঙ্গলসে ভারতের আশা-নিরাশা আবর্তিত হচ্ছে সাইনাকে কেন্দ্র করেই। দ্বিতীয় রাউন্ডে সাইনা মুখোমুখি হবেন জাপানের সায়াকা তাকাহাশির। সাইনার পাশাপাশি থাইল্যান্ড ওপেনে প্রথম রাউন্ডের বাধা টপকালেন দেশের পুরুষ শাটলাররা। ব্যতিক্রম সৌরভ বর্মা।দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত, পারুপল্লী কাশ্যপ, এইচএস প্রণয় ও শুভঙ্কর দে। প্রথম রাউন্ডে এক ঘন্টা সাত মিনিটের লড়াইয়ে পঞ্চম বাছাই শ্রীকান্ত হারালেন চিনের রেং পেং বো''কে। খেলার ফল শ্রীকান্তের পক্ষে ২১-১৩, ১৭-২১, ২১-১৯। স্ট্রেট সেটে প্রথম রাউন্ডের বাধা টপকালেন এইচএস প্রণয়। প্রণয়ের পক্ষে ম্যাচের ফল ২১-১৬, ২২-২০। প্রথম সেটে পিছিয়ে পড়ে জয় ছিনিয়ে নিলেন পারুপল্লী কাশ্যপও।বিশ্বের এক নম্বর জাপানের কেন্তো মোমোতার বিরুদ্ধে ওয়াকওভার পেয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডের যোগ্যতা অর্জন করলেন শুভঙ্কর দে। তবে প্রথম রাউন্ডের বাধা টপকাতে ব্যর্থ হলেন সৌরভ বর্মা। ৬৪ মিনিটের লড়াইয়ে টুর্নামেন্টের সপ্তম বাছাই জাপানের কান্তা সুনেয়ামার কাছে ২১-২৩, ২১-১৯, ৫-২১ ব্যবধানে পরাজিত হয়ে থাইল্যান্ড ওপেন থেকে বিদায় নিলেন তিনি।

ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের ঘুরিয়ে বাংলাদেশ চলে যেতে বললেন তথাগত রায়, বিতর্ক তীব্র

আজকাল ওয়েবডেস্ক: এ দেশে বসে আবার ইস্টবেঙ্গলকে সমর্থন করা যায় নাকি? প্রশ্ন তুলে দিলেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায়। ধুমধাম করে চলছে ইস্টবেঙ্গলের শতবার্ষিকী উদযাপন। এরই মধ্যে ফের বিতর্কিত টুইট করে মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায় লিখলেন, 'ইস্টবেঙ্গল অ্যাথলেটিক ক্লাব (মূলত ফুটবল) ক্লাব। এই ক্লাবের কর্মকর্তা থেকে সমর্থকরা কেন পশ্চিমবঙ্গে থেকে ইস্টবেঙ্গলকে সমর্থন করছেন?' এই টুইটের পর বিতর্ক তীব্র হয়েছে। এর আগে বাঙালি মেয়েদের বার ডান্সার বলে অপমান করেছিলেন তথাগত। সেবার টুইট করে বলেছিলেন, 'বাংলার মেয়েরা মুম্বইয়ে গিয়ে বার ডান্সারের কাজ করছে। আর ছেলেরা সাফাইকর্মী হচ্ছে। তাহলে হিন্দিতে কথা বলতে আপত্তি কেন?' মানে সোজা কথায় তিনি বোঝাতে চাইছেন লাল---হলুদ সমর্থকরা বাংলায় না থেকে বাংলাদেশ চলে যান। তবে টুইটের শুরুতে তিনি একটি ভুল করে ফেলেছেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নামটাই ভুল লিখেছেন। কোন যুক্তিতে তিনি ইস্টবেঙ্গল নামের পাশে অ্যাথলেটিক ক্লাব জুড়লেন তা বোধগম্য হচ্ছে না বাংলার ক্রীড়ামহলের। তবে বিতর্ক তীব্র হয়েছে বিজেপির প্রাক্তন সাংসদের টুইটের পর। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফেও এই বিষয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে। এরপরেই ঢোক গিলেছেন তথাগত। সন্ধ্যের পর আবারও টুইট করে তিনি লিখেছেন, আমার কথার ভূল ব্যখ্যা করা হচ্ছে। আমি বলেছিলাম, আমরা ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক। কিন্তু সমর্থন করতে বসলেই আমাদের ভূলে যাওয়া ওপার বাংলার শিকড়ের কথা মনে পড়ে যায়। যে শিকড়ের দেশে আমরা আজ আর ফিরতে পারি না। শুধুমাত্র ধর্মের কারণে। তাই বলেছিলাম এ কথা। ততক্ষণে যা হাওয়ার হয়ে গিয়েছে। যদিও ড্যামেজ কন্টোল করতে এর পরেই একের পর এক টুইট করতে শুরু করেন তথাগত। সেখানে বলেন, 'আমার কথায় অনেকেই মর্মাহত হয়েছেন। অনেক ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক দুঃখ পেয়েছেন। আমি তার জন্য দুঃখিত। আমিও ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক। আমার বেদনা থেকেই এই কথা বলেছি। অনেকে আমাকে কাঁচা গালাগালিও করেছেন, কী আর বলব, ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলে ধরে নিচ্ছি আর কি।' যদিও তথাগত রায়ের এই কথার পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকরা ফেসবুকে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। অনেকেই বলেছেন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাসটাই জানেন না তথাগত। দেশভাগের আগেই, অবিভক্ত বাংলায় তৈরি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। এখন এসব ভেদাভেদের কথা কেন বলছেন তথাগত? ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ইস্টবেঙ্গলও। ক্লাবের শীর্ষকর্তা ড় শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত বলেছেন, 'উনি তো খুব শিক্ষিত মানুষ বলে জানতাম। তারপরও এই মন্তব্য কেন করলেন উনি? ওনার কাজ রাজনীতি করা, আমাদের কাজ খেলার ময়দান। নিজেদের এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকলেই তো ভাল। আমরা যাঁরা খেলার ময়দানে থাকি, তাঁদের মন এত সংকীর্ণ নয়। আমরা ভৌগলিক সীমারেখা দিয়ে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ফারাক করতে চাই না। আমরা যে ক্লাব করি, শতবর্ষের অনুষ্ঠান করছি, এসবই সমর্থকদের চাহিদা মেনে হচ্ছে। আমাদের ক্লাবটা সমর্থকদের। তবে রাজনীতির জন্য এমন মন্তব্য উনি করতেই পারেন। এর আগে বিধান রায়ও তো এধরণের কথা বলেছিলেন, তখন আমাদের সাত বছর কলকাতা লিগে খেলতে দেওয়া হয়নি। পরে ডুরান্ড কাপে আমাদের খেলতে দেওয়া হয়, আমরা তখন চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেখিয়ে দি। এরপর আমরা যখন আশিয়ান কাপ জিতেছিলাম, তখন এসব ভেদাভেদ ছিল না। তখন ইস্টবেঙ্গলের পতাকার সঙ্গে তেরঙ্গা পতাকাও উড়েছিল। তখন বলা হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল আশিয়ান জয় করে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছে। তাহলে এখন এসব কথা আসছে কেন?' অপর কর্মকর্তা দেবব্রত সরকার জানিয়েছেন, 'ওনার মতো শিক্ষিত মানুষের থেকে এমন মন্তব্য কাম্য নয়।'

এবার সিএবির জীবনকৃতি সম্মান পেতে চলেছেন অরুণলাল

আজকালের প্রতিবেদন: চলতি বছরে সিএবি জীবনকৃতি সম্মান জানাতে চলেছে বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং বর্তমান কোচ অরুণলালকে। মঙ্গলবার সিএবি সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলির পৌরহিত্যে জীবনকৃতি সম্মানের জন্য বেছে নেওয়া হয় অরুণলালকে। বাংলার ক্রিকেটে তাঁর বিশাল অবদানের জন্যই।জীবনকৃতি সম্মানে সম্মানিত হতে চলেছেন তা জানতেন না অরুণলাল। মঙ্গলবার রাতে 'আজকাল' মারফৎ প্রথম খবর পান অরুণলাল। ঠান্ডা লেগে জ্বরে ভুগছেন। ভাল করে কথা বলার মতো অবস্থায় ছিলেন না অরুণলাল। খবরটি শোনার পর তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া: 'তাই নাকি! শুনে নিশ্চয়ই ভাল লাগছে। তবে, আমার কাছে এই সম্মানের থেকেও বড় হল বাংলার ক্রিকেটের পারফরমেন্স। সেটাই আসল। পরে তো সম্মান। আমার দায়িত্ব রয়েছে বাংলাকে এবার ভাল জায়গায় নিয়ে যাওয়ার। সেই কাজটাই মন দিয়ে করে যেতে চাই।'জীবনকৃতি সম্মান পেয়ে কি দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল? হেসে ফেললেন বাংলার বর্তমান কোচ। 'না, না দায়িত্ব আমার আছেই। নিঃসন্দেহে ভাল লাগছে। আমার কাছে এখন বাংলার ক্রিকেট দল ছাড়া আর কোনও কিছুই মুখ্য নয়। কীভাবে নতুন মরসুমে ভাল পারফরমেন্স করা যায় সেটা নিয়েই ভাবছি। ছেলেদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভা রয়েছে। এবার সেগুলো মাঠে কাজে লাগাতে হবে। আমার কাছে পারফরমেন্সই আসল কথা। আমি নিজে যখন খেলতাম তখনও আমার কাছে পারফরমেন্সই ছিল প্রধান বিষয়। বাকি সব গৌণ ছিল।'ত্যিই, তাই। বাংলার রনজি জয়ে অরুণলালের অবদান ভোলার নয়। তিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। নিজেই জানালেন ক্রিকেটার হিসেবে '৮২ সাল থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত বাংলার হয়ে ব্যাট ধরেছেন। জিতিয়েছেন বহু ম্যাচ। চোদ্দ বছর চাট্টিখানি কথা নয়। না, নিজের কথা বেশি বলতে কখনও চান না অরুণলাল। এদিনও তার ব্যতিক্রম হল না। 'আমার নিজের কিছু বলার

কোয়েসের মতোই ইস্টবেঙ্গলও আর সম্পর্ক রাখতে চায় না

আজকালের প্রতিবেদন: সম্পর্ক তলানিতে। কোনও সন্দেহ নেই। যত দিন যাচ্ছে ততই তিক্ততার বাতাবরণ তৈির হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল এবং বিনিয়োগকারী সংস্থা কোয়েসের সঙ্গে। কোয়েসের কর্ণধার অজিত আইজ্যাক জানিয়ে দিয়েছেন, কোয়েস আর সম্পর্ক রাখতে চায় না ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে। তেমনই ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকারও পাল্টা জানিয়ে দিয়েছেন, তারাও কোনও সম্পর্ক রাখতে চান না।

মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে বসে দেবব্রত সরকার জানিয়ে দিলেন, 'কাঁধে বন্দুক রাখতে দেওয়া হবে না। শুনেছি কোয়েসের নিজস্ব সমস্যা রয়েছে। কিন্তু তাই বলে ইস্টবেঙ্গলের কাঁধে বন্দুক রাখতে দেব না।' পাশাপাশি এমন কথাও বলছেন দেবব্রত, 'আমরা দুঃসময়ে পাশে থেকে সাহায্য করতে চাই। আমাদের আগে সরকারীভাবে জানাক তারপর আমরাও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব। যদি সত্যিই আর্থিক সমস্যা থাকে তাহলে আমাদের জানাক।' আসলে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, কোয়েস যদি ছেড়ে দিতে চায় তাহলে ইস্টবেঙ্গলের আর কোনও আপত্তি থাকবে না। সম্মানজনক পদ্ধতিতেই কোয়েস এবং ইস্টবেঙ্গলের বিচ্ছেদ হবে।কেন সম্পর্ক এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো? উত্তর দিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার। 'আমরা প্রথম কয়েক দিন পরেই বুঝে গিয়েছিলাম কাপড়টা ভাল নয়। ভাল কাপড় না হওয়ায় জামা যে ভাল হবে না সেটা বুঝে গেছিলাম। তাই তখন থেকেই অন্য ভাবনা মাথায় ঘুরছিল।' তাহলে কি নতুন বিনিয়োগকারী সংস্থা অথবা স্পনসর পেয়ে গেছেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা? সেটা খুলে বলতে চাইছে না ইস্টবেঙ্গল। তবে, তলায়,তলায় যে কোয়েস বিচ্ছেদের গন্ধ পেয়ে 'নতুন বন্ধু' খোঁজার কাজ চলছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গল সূত্র থেকে জানা গেল এখনও কোয়েসের পক্ষ থেকে সরকারীভাবে বিচ্ছেদের ই---মেল পৌঁছয়নি ক্লাবে। শোনা গিয়ে ছিল কোয়েসের বোর্ড মিটিং হবে মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুতে।

তবে, সেই মিটিংয়ে ইস্টবেঙ্গলকে ডাকা হয়নি সেটা ক্লাবের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়। এরই মধ্যে সোমবার বেঙ্গালুরুতে কিংফিশারের সঙ্গে দেবব্রত সরকারের মিটিং নিয়েও ময়দানে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। সে প্রসঙ্গে দেবব্রত সরকারের মন্তব্য হল,'আমাদের শতবর্ষে যাবতীয় অনুষ্ঠানে কিংফিশার সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আগরতলা মিউনিসিপাল এলাকার সমস্ত রেজিষ্টেশন বিহিন ই-রিক্সা/ই-কার্টের মালিক এবং চালকদের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে আগামী ১লা আগষ্ট ২০১৯ হইতে রাস্তায় চালানো নিষেধ বলিয়া বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে।

এই উদ্দেশ্যে সমস্ত মালিক বা চালকগণকে পুনরায় অনুরোধ করা হইতেছে যে স্ব স্ব ডিলারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করে রেজিষ্টেশন করিয়ে নিন। গাড়ি কেনার সময় অবশ্যই ডিলারের কাছ থেকে ট্রেড সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া নেবেন। ইনসুরেনস, রেজিষ্টেশন ও নাম্বার প্লেট বিহিন কোন গাড়ি চালানো আপনার এবং পরিবারের জন্য যেমন বিপদজনক তেমনি যাত্রীদের এই সমস্ত গাড়িতে চলা সমানভাবে বিপদজনক। রেজিষ্টেশন বিহিন ই-রিক্সা রাস্তায় চলাচল করিলে প্রশাসন কঠোর ভাবে আইন প্রয়োগ করিতে বাধ্য হবে।

(শ্রী দিব্যেন্দু চক্রবর্তী)
জয়েন্ট ট্রান্সপোর্ট কমিশনার

ICA/D/615/19-20

Request for Proposal

Government of Tripura
Directorate of Skill Development
Department of Industries & Commerce
Indranagar, Agartala-799006
Phone: (0381)2353166, Fax-(0381)2353167
e-mail : skilltripura@gmail.com

Request for Proposal is invited from the prominent advertising agencies for development of **Audio Visual Clip on skill development training programme.** The eligible interested agencies may submit sealed prbposal as per prescribed format by 5th August, 2019, 4:00 P.M. The complete RFP document may be downloaded from the website of the Directorate of Skill Development www.skill.tripura.gov.in and State Government portal www.tripura.gov.in.

The Technical proposal would be opened on 7th August, 2019 at 11 A.M.

Sd/-Director,
Skill Development,
Government of Tripura

ICA/D/622/19-20

জাগরণ 1 August, 2019, Thursday আগরতলা ১ আগস্ট, ২০১৯ ইং, ১৫ শ্রাবণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

বুধবার উমাকান্ত বাংলা মিডিয়ামে আয়োজিত কৃতি সংবর্ধনা ও বনমহোৎসব অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ছাড়া কেউ ভিআইপি নয়, বাকিরা রাষ্ট্রের চাকর : হাইকোর্ট

ঢাকা ৩১ জুলাই (হি.স.) ভিআইপি প্রটোকল সম্পর্কে হাইকোর্ট বলেছে, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আর কেউ ভিআইপি নয়, বাকিরা সবাই রাষ্ট্রের চাকর। আজ বুধবার মাদারীপুরের কাঁঠালবাড়ি এক নম্বর ফেরিঘাটে একজন যুগ্ম সচিবের অপেক্ষায় প্রায় তিন ঘণ্টা ফেরি না ছাড়ায় স্কুলছাত্র তিতাস ঘোষের মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষতিপূরণ চেয়ে করা রিটের শুনানিকালে আদালত এ মন্তব্য করেছে। বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহসান ও বিচারপতি কে এম কামরুল কাদেরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে রিটের শুনানি হয়। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী জহির উদ্দিন লিমন।

নড়াইল কালিয়া পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র তিতাস ঘোষ মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলে তাকে খুলনার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ৫০ হাজার টাকা ভাড়া করা একটি আইসিইউ সম্বলিত অ্যাম্বুলেন্সে গত বৃহস্পতিবার তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির উদ্দেশে রওনা দেন মা-বোনসহ পরিবারের লোকজন। রাত ৮টার দিকে কাঁঠালবাড়ি-শিমুলিয়া নৌ-রুটের মাদারীপুরের কাঁঠালবাড়ি ১ নম্বর ভিআইপি ফেরিঘাটে পৌঁছায় অ্যাম্বুলেন্সটি। তখন কুমিল্লা নামে ফেরিটি ঘাটে যানবাহন পারাপারের অপেক্ষায় ছিল। সরকারের এটুআই প্রকল্পের যুগ্ম সচিব আবদুল সবুর মন্ডল পিরোজপুর থেকে ঢাকা যাবেন বলে ওই ফেরিকে অপেক্ষা করতে ঘাট কর্তৃপক্ষকে বার্তা পাঠানো হয়। পুলিশ, নৌ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা কর্মচারীদের হাতে-পায়ে ধরেন তিতাসের মা ও বোন। কিন্তু তাদের মন গলেনি ভিআইপির কারণে। তিন ঘণ্টা অপেক্ষার পর ভিআইপি এলে ফেরিতে ওঠার সুযোগ পায় অ্যাম্বুলেন্সটি। কিন্তু এর মধ্যে মস্তিষ্কে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে অ্যাম্বুলেন্সেই মারা যায় তিতাস। এ ঘটনা তদন্তে সোমবার তিনটি কমিটি গঠন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড় আসিফ নজরুল লিখেছেন, রাস্তা ছাড়েন, ফ্ল্যাগ নামান। রাস্তা কি আপনার ? রাস্তা কেন বন্ধ থাকবে আপনার জন্য ? ফেরি-রেল-বিমান কি আপনার টাকায় কেনা ? কেন থেমে থাকবে এসব আপনার অপেক্ষায় ? কেন লাখ লাখ মানুষ প্রতিদিন কষ্ট পাবে আপনার আরামের জন্য ? মানুষের করের টাকায় বেতন পান তাদের সেবা করার জন্য। আপনার গাড়িতে কেন থাকবে ফ্ল্যাগ ? কেন বাজবে মানুষকে থামানোর জন্য হুইসেল, দেখানো হবে পুলিশের লাল ডান্ডা। কোন অধিকারে ? প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী আর অ্যাম্বুলেন্সের মানুষ ছাড়া কারও চলার সময়ে এক মিনিটও রাস্তা বন্ধ থাকতে পারবে না। মন্ত্রিপর্যায়ের নিচে কারও গাড়িতে ফ্ল্যাগ থাকতে পারবে না। এসব দাবি তুলতে হবে আমাদের।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত অধ্যাপক আলি রিয়াজ লিখেছেন, ভিআইপি এবং তাদের দেওয়া সুবিধাদি বিষয়ে বিস্তর আলোচনা শুনতে শুনতে আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগলো - একটি গণপ্রজাতন্ত্রে ভিআইপি-আক্ষরিক অর্থে 'ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পারসন' তো পাঁচজন হলেই যথেষ্ট নির্বাহী বিভাগের প্রধান (রাষ্ট্রপতি), আইন বিভাগের তিনটি শীর্ষস্থানীয় পদাধিকারী (নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, নির্বাচিত বিরোধী দলীয় প্রধান, সংসদের স্পিকার) এবং বিচার বিভাগের প্রধান (প্রধান বিচারপতি)। বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালতের সদস্যরা বিবেচিত হবেন সম্মানীয় বলে। রাষ্ট্র ও সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাকিরা হয় প্রজাতন্ত্রের 'কর্মচারী' নতুবা নাগরিকদের 'প্রতিনিধি'। রাষ্ট্রের মালিক জনগণের কিংবা গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এর চেয়ে বেশি 'ভিআইপি' কি আদৌ দরকার আছে ?

প্রবীণ সাংবাদিক পীর হাবিবুর রহমান-এর মন্তব্য, তিতাসকে কে খুন করেছে ? মাদারীপুরের ডিসি ওয়াহিদুল ? নাকি যুগ্ম-সচিব সবুর ? তদন্ত কমিটি আমলাদের দিয়ে কেন ? সংসদীয় কমিটি করে দোষীদের বের করে শাস্তি চাই। দেশটা কি একদল আমলা ও ডিসির বাপ-দাদার ? বঙ্গবন্ধুর ডাকে এজন্য কি এতো রক্তে দেশ স্বাধীন হয়েছিল ? এক ধরনের আমলা আছে যারা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হলেও জেলা প্রশাসক হয়ে নিজেদের জেলার জমিদার মনে করে ! কিছু সরকারি কর্মচারীকে বাড়ির চাকর বানায়। তাদের বউরা নিজেদের মহারানি মনে করে। এদের দিয়ে হাটবাজার করায়। মাদারীপুরে ফেরি সময়মতো ছাড়তে কিশোর তিতাসের মা ও বোন পা ধরে আকুতি জানালেও ছাড়েনি। তিতাসকে বহন করা অ্যাম্বুলেন্স তিন ঘণ্টা আটকে রেখেছিলো। ডিসি বলেছে, ভিআইপি যাবে ! তাই বলে তিন ঘণ্টা এক যুগ্ম-সচিবের জন্য ফেরি আটকে মর্যাদা ! বিনিময়ে বিলম্ব হওয়ায় পথেই অধিক রক্তক্ষরণে তিতাস নামের ফুটফুটে কিশোরের মৃত্যু ! যুগ্ম-সচিব নাকি আগে ওখানকার ডিসি ছিলেন। ডিসিতে ডিসিতে মাসতুতো ভাই। এর আগে দুই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (টিএনও), এক ডাক্তার ও এক শিক্ষককে পা ধরিয়েছে। এরা যদি এমপি-মন্ত্রী হয়, জনগণকে শায়েস্তা করতে আর কিছু লাগতো না। বিমান আটকে দিতো। ঘরে ঘরে খাজনা তুলতো। ময়মনসিংহের এক ডিসি তো বিদায়বেলা নিজের বউকে রাজা রানীর পোশাকে সাজিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে শহরঘুরে দেশে হাসির খোরাক হয়েছিলেন। এরা ডিসি, টিএনও, যুগ্ম-সচিব হলেও মানুষ হয়নি। এরা সংখ্যায় কম, কিন্তু বড় ঘটনা, ভয়ংকর অপরাধে শীর্ষে।

উন্নাও ধর্ষিতার গাড়ি দুর্ঘটনা : কুলদীপ সেঙ্গার-সহ ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা, বিশেষ টিম গঠন করল সিবিআই

উন্নাও ও লখনউ, ৩১ জুলাই (হি.স.): উন্নাও নিয়ে এককাট্টা বিরোধীরাউ সংসদেও উন্নাও নিয়ে সরব হয়েছেন সমাজবাদী পার্টি, কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধী সাংসদরাউ উত্তর প্রদেশের রায়বরেলীতে উন্নাও ধর্ষিতার গাড়ি দুর্ঘটনার তদন্তভার ইতিমধ্যেই তুলে দেওয়া হয়েছে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর হাতেউ তদন্তভার হাতে নেওয়ার পরই ততর সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)উ উন্নাও ধর্ষিতার গাড়ি দুর্ঘটনা মামলায় বহিষ্কৃত বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গার-সহ মোট ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে সিবিআইউ এছাড়াও আরও ২০ জনের বিরুদ্ধে (অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি) অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র (৫০৬), খুন (৩০২), খুনের চেষ্টা (৩০৭) ও অপরাধমূলক ভীতিপ্রদর্শনের ধারায় মামলা দায়ের করেছে সিবিআইউ গাড়ি দুর্ঘটনার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দলও গঠন করেছে সিবিআইউ সিবিআই সূত্রের খবর, উন্নাও ধর্ষিতার গাড়ি দুর্ঘটনায় জেরা করা হতে পারে কুলদীপ সিং সেঙ্গার ও নিরাপত্তা রক্ষী (ধর্ষিতা তরুণীর নিরাপত্তা রক্ষী)-কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে।

উল্লেখ্য, গত রবিবার উত্তর প্রদেশের উন্নাও থেকে রায়বরেলী যাওয়ার পথে একটি ট্রাক ধাক্কা মারে ধর্ষিতার গাড়িতেউ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন ধর্ষিতার কাকিমা ও তাঁর বোনউ ধর্ষিতা নিজে ও তাঁর আইনজীবী মহেন্দ্র সিং গুরুতর জখম অবস্থায় লখনউয়ের হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেনউ উন্নাও নিয়ে শুরু থেকেই সিবিআই তদন্তের দাবি জানাচ্ছিলেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদবউ অবশেষে উন্নাও ধর্ষিতার গাড়ি দুর্ঘটনা মামলার তদন্তভার মঙ্গলবারই সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়উ এদিকে, উন্নাও ধর্ষিতা তরুণীর চিঠি পৌঁছনোর ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়ার কারণে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রারের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈউ বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে উন্নাও মামলার শুনানি হবেউ হুমকি দিচ্ছে বহিষ্কৃত বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গারের দলবলউ সেঙ্গারের লোকজন যে ক্রমাগত হুমকি দিচ্ছে, প্রাণে মারার ভয় দেখাচ্ছে, সে কথা চলতি মাসের ১২ তারিখেই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন ধর্ষিতার মা, বোন ও কাকিমাউ জানানো হয়েছিল পুলিশেওউ কিন্তু, বিলম্বের কারণে ১২ জুলাইয়ের সেই চিঠি পৌঁছয়নি প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের কাছেউ তার আগেই ঘটে যায় অঘটন ! গত রবিবার উন্নাও থেকে রায়বরেলী যাওয়ার পথে একটি ট্রাক ধাক্কা মারে ধর্ষিতার গাড়িতেউ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন ধর্ষিতার কাকিমা ও তাঁর বোনউ ধর্ষিতা নিজে ও তাঁর আইনজীবী মহেন্দ্র সিং গুরুতর জখম অবস্থায় লখনউয়ের কিং জর্জ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন।

সিসিডির কর্ণধারের শেষকৃত্যে মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পা

বেঙ্গালুরু, ৩১ জুলাই (হি. স.) : 'একজন সহজ মানুষ ছিলেন ভি জি সিদ্ধার্থ। ভারতীয় কফিকে বিশ্বে জনপ্রিয় করতে অগ্রগামী। আমি ভাবতেও পারছি না এস এম কৃষ্ণাজির মতো মানুষের অভিভাবকত্বে থাকা একজন কেন নিজেকে এভাবে শেষ করে দিলেন ! তাঁর পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা', বুধবার চিক্কামাগালুরুতে ক্যাফে কফি ডে (সিসিডি)-র প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক ভি জি সিদ্ধার্থর শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে এসে এমন কথাই বললেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা। যাবতীয় উৎকণ্ঠা ও রহস্যের অবসান ঘটিয়ে প্রায় ৩৬ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে নিখোঁজ থাকার পর কর্ণাটকের দক্ষিণ কন্নড় জেলার উল্লালের কাছে (মাঙ্গালুরুর হৈগে বাজারের কাছে) নেত্রাবতী নদীর তট থেকে এদিন সকালে উদ্ধার হয় কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণার জামাই তথা সিসিডি-র প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক ভি জি সিদ্ধার্থর দেহ। সকালে নেত্রাবতী নদীর তটে ভি জি সিদ্ধার্থের দেহ প্রথমে দেখতে পান মৎস্যজীবীরা। মৎসজীবীরাই পুলিশ ও উদ্ধারকারী দলকে অবগত করেন। তৎক্ষণাৎ ভি জি সিদ্ধার্থর দেহ উদ্ধার করে ওয়েনলক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা জানান, "ক্যাফে কফি ডে (সিসিডি)-র প্রতিষ্ঠাতা আর বেঁচে নেই।" পরিবারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পৈতৃক ভিটে বেলুড় তালুকে তাঁর শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে শেষশ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পা।

আয়কর হানা নিয়ে তীব্র অর্থ সঙ্কট দেখা দিয়েছিল সংস্থায়, কর্মীদের উদ্দেশে লিখে গিয়েছিলেন ভারতের কফি "বাদশা" ভি জি সিদ্ধার্থ। যা নিয়ে ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। 'আয়কর দফতরের

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজনীতিতে যাওয়া স্বয়ংসেবকদের এমন কাজ করা উচিত, যাতে করে সমাজ লাভবান হয় : মোহন ভাগবত

রাঁচি, ৩১ জুলাই (হি.স.) : রাজনীতিতে যাওয়া স্বয়ংসেবকদের এমন কাজ করা উচিত, যাতে করে সমাজ লাভবান হয়। আমরা সমাজের সঙ্গে রয়েছি। আর সমাজে বিজেপিও রয়েছে। মঙ্গলবার রাতে ঝাড়খন্ডের রাঁচিতে এমনই জানিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত।

ওইদিন রাতে রাঁচি পৌঁছিয়ে বিভাগ সঙ্ঘচালক বিবেক ভসীনের বাসভবনে রাঁচি আরএসএসের কার্যকর্তা আগ স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে বৈঠক বসেন। বৈঠক চলাকালীন সঙ্ঘের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দেন তিনি। সঙ্ঘের শাখাগুলি বিস্তার হওয়া দরকার। শাখাগুলিতে মিত্রতা, আত্মীয়তা আর গুণবত্তা উপর গুরুত্ব দিতে হবে। জাতিপাত নির্বিশেষ সঙ্ঘ সমাজকে জোড়ে। সঙ্ঘের মধ্যে রাম ও ভরত মতো ভালবাসা রয়েছে। এট বলা সোজা কিন্তু করে দেখানো কঠিন। আত্মীয়তা বৃদ্ধি করার জন্য সঙ্ঘে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপচারিতা হয়। সঙ্ঘ সব সময় রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণকে মাথায় নিয়ে চলে। স্বয়ংসেবকদের উপদেশ দিয়ে মোহন ভাগবত জানিয়েছেন, সেবা ও সম্পর্কের ভাবনা নিয়ে চলা উচিত। স্বয়ংসেবক দেয়, কিছু নেয় না। কোনও কিছু পাওয়ার জন্য সে সঙ্ঘে আসে না। স্বয়ংসেবক হওয়াটা একটা সাধনা।

সিসিডি-র অন্তর্বর্তী চেয়ারম্যান এস ভি রঙ্গনাথ, ৮ আগস্ট বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর বৈঠক

বেঙ্গালুরু, ৩১ জুলাই (হি.স.): ক্যাফে কফি ডে (সিসিডি)-র প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার ভি জি সিদ্ধার্থর অকাল মৃত্যুর জেরে যথেষ্ট চিন্তার মধ্যে রয়েছেন সিসিডি-র কর্মীরাউ 'কফি বাদশা'-র অকাল প্রয়াণের পর সিসিডি-র মতো বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানকে কে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলছে সিসিডি-র কর্মীদের মধ্যেউ এমতাবস্থায় ক্যাফে কফি ডে এন্টারপ্রাইজের অর্নবর্তীকালীন চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হল এস ভি রঙ্গনাথকেউ পাশাপাশি সিসিডি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৮ আগস্ট বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর বৈঠক ডাকা হয়েছে।

২০১৯ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ক্যাফে কফি ডে-র ১,৮৪৩টি আউটলেট রয়েছেউ শুধুমাত্র ভারত নয়, ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে রয়েছে ক্যাফে কফি ডে-র আউটলেটউ ভারতের বাইরে অস্ট্রিয়া (ভিয়েনা), চেক প্রজাতন্ত্র, মালয়েশিয়া, মিশর ও নেপালে ক্যাফে কফি ডে-র আউটলোট রয়েছেউ ২৬ বছর আগে ১৯৯৩ সালে ক্যাফে কফি ডে-র প্রতিষ্ঠা হয়েছিলউ সিসিডি-র হেডকোয়ার্টার কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুর ভিত্তাল মাল্য রোডের কফি ডে স্কোয়ারউ বর্তমানে ক্যাফে কফি ডে-র কর্মী সংখ্যা ১৯,৯৪৩-এরও বেশি।

ক্যাফে কফি ডে-র কর্ণধার ভি জি সিদ্ধার্থর রহস্যমৃত্যুতে তোলপাড়

জম্মু ও কাশ্মীরে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে স্থানীয় নেতারা, পিডিপি, এনসি-কে কটাক্ষ রাম মাধবের

শ্রীনগর, ৩১ জুলাই (হি.স.) : ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতারা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে। বুধবার এ ভাবেই পিডিপি এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব।

সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরে ১০ হাজার বাড়তি নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার। এর বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হয়েছে পিডিপি এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স। এর পাল্টা এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাম মাধব জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের স্থানীয় নেতারা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে। নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এই কাজ করছে এই সকল নেতারা। নিরাপত্তা বাহিনী বাড়তি মোতায়েন করা বা কমিয়ে নেওয়া তা ক্রমাগত প্রক্রিয়া। অমরনাথ যাত্রার জন্য বাড়তি নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এমনকি ব্লক স্তরের নির্বাচনও সম্পাদন হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতেই নাটক শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি নিজের ট্যুইট বার্তায় পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি লিখেছিলেন, ১০ হাজার বাহিনী মোতায়নের করে উপ্যকারবাসীদের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে কেন্দ্র। এর প্রেক্ষিতে রাম মাধব জানিয়েছেন, রাজনৈতিক ভাবে প্রসঙ্গিকতা বজায় রাখতে তিনি এমন ধরণের মন্তব্য করেছেন।

বিলেতি মদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ জুলাই ।। বুধবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশালগড় থানাধীন নীলকমল ওয়েস্ট লক্ষ্মীবিল এলাকার একটি রেস্টুরেন্ট থেকে প্রচুর পরিমাণে বিলেতি মদ উদ্ধার করেছে। কিন্তু দোকানের কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। পুলিশের এএসআই তপন দেবনাথ ঘটনাস্থলে পৌছতেই মদ বিক্রেতারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

সস্ত্রীক বিজেপিতে যোগ দিলেন রাজ্যসভার কংগ্রেস সাংসদ

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি. স.) : সংসদীয় পদ থেকে পদত্যাগের পাশাপাশি পার্টির সদস্যপদ থেকে মঙ্গলবারই পদত্যাগ করেছেন রাজ্যসভার কংগ্রেস সাংসদ সঞ্জয় সিং। গতকালই তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। এরপর বুধবার সস্ত্রীক ভারতীয় জনতা পার্টিতে (বিজেপি) যোগদান করলেন সঞ্জয় সিং।

ফের ভাঙন কংগ্রেসে। রাজ্যসভার সাংসদের পদ ও পার্টির সদস্যপদ থেকে আগেই ইস্তফা দিয়েছেন কংগ্রেসের সঞ্জয় সিং। নয়াদিল্লিতে সংসদের উচ্চকক্ষে চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নাইডু কংগ্রেস সাংসদ সঞ্জয় সিং-এর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় সিং জানিয়েছিলেন, 'কংগ্রেস এখনও পুরোনো জমানাতেই রয়ে গিয়েছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবিদিত। এখন গোটা দেশ প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে রয়েছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

বখতিয়ারপুর রেল স্টেশনের নাম পরিবর্তনের দাবিতে সরব গোপাল নারায়ণ সিং

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.) বিহারের বখতিয়ারপুর রেল স্টেশনের নাম পরিবর্তনের দাবিতে রাজ্যসভায় বুধবার সরব হয়েছেন বিজেপি সাংসদ গোপাল নারায়ণ সিং। রেল স্টেশানটির নাম পাল্টে নালন্দা বা রাজগির করার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে গোপাল নারায়ণ সিং রাজ্যসভায় জানিয়েছেন, অত্যাচারী বখতিয়ার খিলজি বিশ্ব বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করেছিলেন। প্রায় দুই থেকে তিন হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হত্যা করা হয়েছিল। যে বিপুল পরিমাণে ধ্বংসাত্মক লীলা চালানো হয়েছিল নজির ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। প্রায় দুই থেকে তিন মাস পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বই পুড়েছিল। ফলে অবিলম্বে বখতিয়ারপুর স্টেশনের নাম পরিবর্তন করা উচিত। শুধু রেল স্টেশন নয় যেসব জায়গায় বখতিয়ার খিলজির নামাঙ্কিত স্থান রয়েছে, তা অবিলম্বে পরিবর্তন করা হোক।

অন্যদিকে ওডিশার ঐতিহ্যশালী কোনারক মন্দির সংরক্ষণের দাবি তোলেন বিজেডির সাংসদ প্রশান্ত নন্দা। পাশাপাশি সমীর ওরাও ঝাড়খন্ডের আদিবাসীদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি তোলেন।

কানাডায় দুষ্কৃতীদের কবলে পঞ্জাবি গায়ক গুরু রান্ধাওয়া

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি. স.) : কানাডার ভাঙ্কুভারে লাইভ কনসার্ট শেষ করে বেরোতেই দুষ্কৃতীদের আক্রমণের শিকার হন ভারতের জনপ্রিয় পঞ্জাবি গায়ক গুরু রান্ধাওয়া। গায়কের ম্যানেজারের পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বুধবার একথা জানানো হয়েছে। এদিনই দেশে ফিরেছেন এই জনপ্রিয় তারকা। মঙ্গলবার নিজেই ইন্সটাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করে গুরু রান্ধাওয়া নিজেই লিখেছিলেন, 'এখন বাড়িতে নিরাপদে রয়েছি। মেগা-সাকসেসফুল কানাডা ট্যুর শেষ করে ডান ভ্রু-তে চারটি স্টিচ নিয়ে ফিরেছি।'

ইন্সটাগ্রামে ডানদিকের ভ্রু-তে ব্যান্ডেজ করা এমন একটি ছবিও শেয়ার করেছেন গায়ক। গায়কের ম্যানেজারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, লাইভ কনসার্ট শেষ করে বেরোতেই দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করে গুরু রান্ধাওয়া ও তাঁর সঙ্গীদের। ঘটনাচক্রে এক "পঞ্জাবি ব্যক্তি"ই ঘুষি মারে গায়কের মাথা লক্ষ্য করে। যার ফলে চোট লাগে তাঁর ডানদিকের ভ্রু-তে। সোশ্যাল মিডিয়ার ওই পোস্টে বলা হয়েছে, 'স্থানীয় প্রোমোটার সুরিন্দর সাংঘেরা-র পরিচিত ওই ব্যক্তি কনসার্ট চলাকালীনই বারবার স্টেজে উঠে আসতে চায়। বাধা পেয়ে ব্যাকস্টেজের লোকজনের সঙ্গে বচসা শুরু করে দেয়। কনসার্ট শেষ করে বাইরে আসতেই শিল্পীর ওপর চড়াও হয় "পঞ্জাবি ব্যক্তি" ও তার সঙ্গীরা।' গুরু বর্তমানে সুস্থ ও নিরাপদ রয়েছেন বলেই জানানো হয়েছে তাঁর ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে।

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বায়ুসেনাকে জনপ্রিয় করতে মোবাইল গেমের উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.) : দেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ভারতীয় বায়ুসেনা সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য মোবাইল গেম ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স : এ কাট এভাব ভিডিও গেমে উদ্বোধন করলেন বায়ুসেনা প্রধান বিএস ধানোয়া। রাজধানী দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই গেমের উদ্বোধন করেন বায়ুসেনা প্রধান। স্মার্টি ফোনের এন্ড্রোয়েড ভার্সানে এই গেম খেলা যাবে। গত ২০ জুলাই এই গেমের টিজারের উদ্বোধন হয়। তখনই জানানো হয় ৩১ জুলাই এই গেমের আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন হবে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।